ফাযায়েলে দোয়া

মাওলানা মুহাম্মদ নকী আলী খাঁন বেরলভী (রহঃ)
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রহঃ)

PDF BY SYED MOSTAFA SAKIB
-[29MB)
RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM (20MB)

أَحْسَنُ الْوِعَاءِ لِأَدَابِ الدُّعَاءِ مَعَ شَرْحِ ذَيْلُ الْمُدَّعَاءِ لِأَحْسَنِ الْوِعَاءِ

ফাযায়েলে দোয়া

মূল
খাতিমুল মুহাক্কিকিন আরিফ বিল্লাহ ইমাম মুহাম্মদ নকী আলী আল-কাদেরী বরকতী

সম্পাদনা ও পরিবর্ধন
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান

ভাষান্তর
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

PDF BY SYED MOSTAFA SAKIB
-[29MB)
RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM (20MB)

ফাযায়েলে দোয়া
মূল : খাতিমুল মুহাক্কিকিন আরিফ বিল্লাহ ইমাম মুহাম্মদ নকী আলী আল-কাদেরী বরকতী
ভাষান্তর : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সনজরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
সনজরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সনজরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রথম প্রকাশ : ১৮ জুলাই ২০১১, ১৫ শাবান ১৪৩১, ৩ শ্রাবণ ১৪১৮ বাংলা
মূল্য : ২০০ [দুইশত] টাকা মাত্র

Fazayele Dua, By: Imam Naki Ali Al-Qaderi, Al-Barkati. Translated By: Mohammad Wahidul Alam. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 200/-

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
وَ الآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

প্রকাশকের কথা

দোয়া হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন ও তাঁর সান্নিধ্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। তদুপরি আল্লাহর নেয়ামত লাভ ও নিজ পাপ মোচনের সহজ ও গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে দোয়া বা প্রার্থনা। আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি রাগান্বিত হন যে তাঁর দরবারে বিনীত হয়ে দোয়া করেনা।

দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ। দোয়া একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। যদিও আল্লাহ তা'আলা বান্দার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত তারপরও আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করার মাধ্যমে নিজেদেরকে ভারমুক্ত, শক্তিমান ও পরিবর্তিত করতে পারি। স্বস্তি অনুভব করি, ফিরে আধ্যাত্মিক শক্তি। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। দোয়া যেহেতু স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে গোপন আবেদন ও নিবেদনের নাম সেহেতু দোয়া করার জন্য কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। অন্যথায় দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়না।

আলোচ্য পুস্তকে দোয়া করার ফযিলত, নিয়ম, শর্ত, সময় ও স্থান ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তকটি রচনা করেছেন উপমহাদেশের বিশিষ্ট দার্শনিক আল্লামা নকী আলী খান এবং এটার পার্শটীকা লিখেছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান। আমরা পুস্তটির ইংরেজী সংস্করণ থেকে অনুবাদ করি। অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মুহাম্মদ ওহীদুল আলম। সাধারণ পাঠকের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইংরেজী অনুবাদে অনুবাদক মহোদয় কিছু সুক্ষ্ম বিষয়ের অনুবাদ করা থেকে বিরত থাকেন। আমরা এ পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদকে অনুসরণ করেছি। মূল গ্রন্থকারের লেখা থেকে পার্শটীকাকারের লেখাকে আলাদাভাবে চিতি করার জন্য আমরা তৃতীয় বন্ধনী ([]) ব্যবহার করেছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব।

ইমলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পবিত্র রমযান (১৪৩২ হিজরি) উপলক্ষে আয়োজিত ইসলামী বইমেলাকে কেন্দ্র করে বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শত-কোটি শুকরিয়া। আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন॥

সালামসহ
আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

উৎসর্গ

ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী
সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা
আলকাদেরী (রাহমতুল্লাহি আলাইহি)

PDF BY SYED MOSTAFA SAKIB
-[29MB)
RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM (20MB)

সূচীক্রম

ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায়	৮
দোয়ার উপকারিতা	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	১৪
দোয়ার মূলনীতি ও কবুল হওয়ার শর্তাবলী	১৪
তৃতীয় অধ্যায়	৫৯
দোয়া কবুলের সময়	৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	৬৭
দোয়া কবুলের স্থান	৬৭
পঞ্চম অধ্যায়	৭৫
ইসমে আযম ও গ্রহণযোগ্য কালাম	৭৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	৮১
দোয়া কবুলে প্রতিবন্ধকতা	৮১
সপ্তম অধ্যায়	৯৭
যে সকল বিষয়ে দোয়া করা নিষেধ	৯৭
অষ্টম অধ্যায়	১২৪
যাঁদের দোয়া কবুল হয়	১২৪
নবম অধ্যায়	১৩১
কিছু গুরুত্বপূর্ণ সৎকাজ সম্পাদিত হবার পর দোয়া করার প্রয়োজন নেই	১৩১
দশম অধ্যায়	১৩৫
দোয়ার বিষয়বস্তু নিয়ে কতিপয় কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন ও জবাব	১৩৫
পরিশিষ্ট	১৫৬
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া প্রসঙ্গে	১৫৬
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ টিকা ভাষ্য	১৫৬
উপসংহার	১৮১
সালাতুল হাজাত আদায় করার কতিপয় পদ্ধতি	১৮১

بسم الله الرحمن الرحيم

ইংরেজী অনুবাদকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির সমপরিমাণ দরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবিব সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্মানিত সাহাবীগণের প্রতি।

দোয়া মু'মিনদের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এটা ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যা অন্য কোন কাজের মাধ্যমে সম্ভব নয়। দোয়া ইবাদতের সার। দোয়ার মাধ্যমে কোন বিপর্যয় ঘটেনা। দোয়া ছাড়া কোন বিজয় লাভ হয় না। সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা যে দুঃখ-কষ্ট-দুর্ভোগ পোহাচ্ছে তাতে দোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এমন নয় যে, আমরা দোয়া বেমালুম ভুলে গেছি, নিয়মিতভাবেই আমরা দোয়া করে চলছি। কিন্তু দোয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাল্টে গেছে, দোয়ার অনুশীলনও বিকৃত হয়ে পড়েছে। দোয়া বর্তমানে অনুষ্ঠানসর্বস্ব প্রথায় পরিণত হয়েছে। আমাদের কাজে এমনকি কথায়ও দোয়া একটি তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহঙ্কারে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে ঢুকবে।"[১]

এ আয়াত শরীফে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর কাছে দোয়া কামনা করতে আদেশ দিয়েছেন। আমাদের উচিত তাঁর কাছে দোয়া করা। আমাদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আমরা তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাহলে কিভাবে আমরা তাঁর কাছে দোয়া করা থেকে বিরত থাকতে পারি? তাই দোয়ার বিষয়ে অবহেলা মানে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা। এতে প্রমাণ হয় যে,

[১]. আল-কুরআন, সূরা গাফির, আয়াত : ৬০

দয়াময় স্রষ্টার ওপর আমরা যে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল সে বিষয়ে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। মানুষের এ হঠকারিতা ও অহঙ্কার স্বভাবতই আল্লাহর ক্রোধকে জাগ্রত করে। তাই কখনো দোয়া না করা ভুল। 'যে আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেনা, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন।'[২]

আমাদের সময়ে মানুষ কেন দোয়া করে না তার বিভিন্ন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে আমরা দোয়া করতে ভুলে যাই, অনেক সময় জানিনা কিভাবে দোয়া করতে হয় অথবা মনে করি না যে তা কবুল হবে। এর মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর নির্ভরতা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা। দোয়া কবুল হবে না এ কথা মনে করা মুসলমান হিসাবে আমাদের বড় ভ্রান্তি। আমাদের প্রয়োজনের সময় আমরা আল্লাহর প্রতি রুজু হই না। তার পরিবর্তে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি পার্থিব উপাদানের ওপর, নির্ভরও করি সেসবের ওপর, আমাদের আশা ভরসাও সেসবের প্রতি। আমরা মনে করি সেসব আমাদের সহায়ক হবে। যদিও এ সকল ক্ষণস্থায়ী পার্থিব বস্তুর মাধ্যমেই আমাদের দোয়া ফলপ্রসূ হয় তথাপি আমাদের সত্তা এভাবেই অনুশীলন প্রাপ্ত হওয়া উচিত যাতে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর সমীপে রুজু হয়। দোয়ার মাধ্যমেই আমরা আমাদের ঈমানকে মজবুত করি ও আল্লাহ সুবহানু তা'আলার সাথে আমাদের সম্পর্ক নির্মাণ করি। পাশাপাশি আমরা কার্যকারণ ও ফলাফল সম্পর্কে নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারি যা আমাদেরকে ইসলামের কাছাকাছি হতে উদ্বুদ্ধ করে ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

পবিত্র কুরআন নানাভাবে দোয়া প্রার্থনাকারীদের আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানু তা'আলা বলেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿٦٠﴾

"এবং তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"[৩]

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴿٥٥﴾

"তোমাদের রবকে ডাক বিনীতভাবে ও গোপনে।"[৪]

২. সহীহ জামে আল সগীর
৩. আল-কুরআন, সূরা গাফির, আয়াত : ৬০
৪. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৫৫

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿١٨٦﴾

"যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমার কাছে জানতে চায় (বলো), আমি তাদের কাছেই আছি। আমি প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনি যখন সে আমাকে ডাকে।"[৫]

দোয়া হচ্ছে আল্লাহর সাথে আমাদের সংলাপ, যিনি আমাদের স্রষ্টা, আমাদের রব, আমাদের মালিক, যিনি সবকিছু জানেন, যিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী। দোয়া একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। মানুষ এর মাধ্যমে নিজেকে ভারমুক্ত,শক্তিমান ও পরিবর্তিত করতে পারে। আমরা তাঁর প্রতি রুজু হই কারণ আমরা জানি তিনি নিশ্চিতভাবে আমাদের কথা শোনেন। পরম পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আমরা স্বস্তি অনুভব করি, ফিরে পাই রুহানী শক্তি। দোয়া ইবাদতের সার-নির্যাস। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে দোয়ায় মনোনিবেশ করে সে প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক কী রকম তা উপলব্ধি করতে পারে। দোয়াকারী বান্দার কার্যক্রমে সে সম্পর্কের প্রমাণ ও প্রকাশ ঘটে। এটাই ইবাদতের মগজ।

ছোট-বড় সব কিছুর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা আমাদের অভ্যাসে পরিণত করা উচিত। যাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা করি তাঁর কাছে কোন বড় জিনিষই বড় নয়, আর আমরা যারা প্রার্থনা করি তাদের জন্য কোন ছোট জিনিষই ছোট নয়। তাই আমাদের এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে টুথপিকের মত একটা অতি তুচ্ছ জিনিষও যেন আমরা আল্লাহর কাছেই চাই! আমরা ভিক্ষুক, আমরা সর্বহারা, আমরা নগণ্য, আমরা সবকিছুর জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী। মহান পরাক্রশালী সর্বশক্তিমান অভাবমুক্ত আল্লাহর সাথে সম্পর্কের নিরিখে আমরা প্রকৃতপক্ষে তাই। একই সাথে আমাদের উচিত বিপুল আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করা যে আমাদের দোয়া কবুল হবেই। হাদিস শরীফের এ কথাটি আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত- "বান্দার দোয়ার মত আল্লাহর কাছে প্রিয়বস্তু আর নেই।"

কেবলমাত্র বিপর্যয়ের দিনে নয় আমাদের সব সময়ই দোয়া করা উচিত। আমাদের সকল অভাবের কথা তাঁর কাছে পেশ করা উচিত। শুধু পার্থিব বস্তুর কামনায় নয় বরং পরকালীন অভাবমুক্তির জন্যও আমাদের দোয়া করা উচিত। দোয়া শুধু নিজের জন্য নয়, দোয়া করতে হবে মা-বাবা, পীর-মুরশিদ, উলামা

৫. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬

মাশায়েখ, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, উস্তাদ, ইহছানকারী ও দুনিয়ার সকল বঞ্চিত নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমান নর নারীর জন্যও। সবার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য দোয়া করতে হবে।

এ পুস্তকটি রচনা করেছেন তাজুল উলামা ওয়াল আরেফিন ইমাম নকী আলী বিন রেযা আলী আল-কাদেরী বরকতী। এর ব্যাখ্যাতা হচ্ছেন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা আল-কাদেরী। দোয়া সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় এ বইতে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- দোয়ার উপকারিতা, দোয়ার শর্তাবলী, দোয়া কবুল হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী, দোয়া কবুলের সময়, দোয়া কবুলের স্থান, ইসমে আযম, যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করলে দোয়া কবুল হয়, দোয়া কবুলের পথে অন্তরায়, দোয়ার নিষিদ্ধ বিষয়, যাদের দোয়া কবুল হয়, যে সমস্ত নেককাজ সম্পাদন করার সময় দোয়া করতে হয়না, দোয়া সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও এর জবাব, আল্লাহ রব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া-প্রার্থনা, সালাতুল হাযাত আদায় করার নিয়মাবলী। প্রতিটি বিষয়ই খুবই বিস্তারিতভাবে এ বইতে আলোচনা করা হয়েছে।

যে অন্ধকার যুগে আমরা বাস করছি তাতে প্রতিদিনই আমরা আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার নিত্য নূতন সংবাদ অবহিত হই। প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর, ভারত, আফগানিস্তান, ইরাক ও চেচনিয়ায় এ নৃশংসতা চলছে। দিন দিন এর তালিকাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি বা আমরা কী করি? আমরা এর জন্য ব্যথিত হই, হতাশা প্রকাশ করি, মর্মাহত হই। আমরা নিশ্চিত অপরাধীদের কাছে অথবা বায়বীয় 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের' কাছে নিবেদন করি। আমরা হয়তো এসব নৃশংসতার কথা সচেতনভাবে ভুলে থাকতে, এড়িয়ে যেতে এবং ভিন্নতর কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারি। অথবা আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর সাহায্য কামনা করে প্রার্থনা জানাতে পারি।

আমাদের বিশ্বাস এ পুস্তক পাঠ করে আপনি এমন সব তথ্য অবগত হবেন যাতে করে দোয়া সম্পর্কে আপনি একটা সম্পূর্ণ নুতনতর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী লাভে সমর্থ হবেন। ইসলামী জ্ঞানে আলোকিত দু'জন বিশিষ্ট প্রাজ্ঞজন লিখিত এ বইয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আপনি যদি দোয়ায় নিমগ্ন হন ইনশা আল্লাহ আপনার জীবন এক উজ্জ্বল দিগন্তপানে ধাবিত হবে। দোয়ার ফলে

আপনার জীবন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গী ও আপনার ভাগ্য বদলে যেতে পারে।[৬] প্রকৃতপক্ষে দোয়া মু'মিনের জন্য এক কার্যকর হাতিয়ার যদি কেউ আন্তরিক নিষ্ঠা ও যথাযথভাবে তা ব্যবহার করে!

যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমি এ বইতে যথাসাধ্য ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা ও অনুবাদকের মন্তব্য সংযোজন করেছি যাতে পাঠকের পক্ষে এর মর্ম উপলব্ধি সহজ হয়। কিছু অতিরিক্ত রেফারেন্সও উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বোদ্ধা ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে আরো গভীরে অনুসন্ধান করতে পারেন। তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এ মূল্যবান গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে পাঠকের জন্য সহজসাধ্য করে তুলতে যাতে তাঁরা এ বই উপভোগ করতে পারেন ও তা হতে যথাযথ ভাবে উপকৃত হন। সকল পাঠকের কাছে আমার বিনীত নিবেদন তাঁরা যখন আমাদের মহান রব, অসীম দয়ালু ,হাইয়ুল কাইউম আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে মাগফিরাত, দয়া, ইশকে ইলাহি কামনা করবেন সে দোয়ার সাথে যেন আমাকে, আমার পরিবার-পরিজনকে ও সমগ্র বিশ্ব মুসলিম জনতাকে শামিল করেন।

ফকির আবদুল হাদী আল-কাদেরী রেজভী
প্রেসিডেন্ট
ইমাম আহমদ রেযা একাডেমী
ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা।

PDF BY SYED MOSTAFA SAKIB -[29MB]
RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM (20MB)

৬. হাদিস শরীফ : لا يرد القضاء إلا الدعاء

PDF BY SYED MOSTAFA SAKIB
-[29MB)
RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM (20MB)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَحْسَنُ الْوِعَاءِ لِأَدَابِ الدُّعَاءِ مَعَ شَرْحِ ذَيْلِ الْمُدَّعَاءِ لِأَحْسَنِ الْوِعَاءِ

ফাযায়েলে দোয়া

মূল
খাতিমুল মুহাক্কিকিন আরিফ বিল্লাহ ইমাম মুহাম্মদ নকী আলী আল-কাদেরী বরকতী

সম্পাদনা ও পরিবর্ধন
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান

بسم الله الرحمن الرحيم

أَحْمَدُ اللهَ السَّمِيْعُ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ قَرِيْبٌ رَبَّنَا فَنَنَاجِيْهِ لاَ بَعِيْدٌ فَنُنَادِيْهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى النَّجِيِّ النَّجِيْبِ الْمُنَاجِى الْحَبِيْبِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ اَلدَّاعِىْ إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ السِّرَاجُ الْمُنِيْرُ وَعَلَى آلِهِ الْكِرَامِ وَصَحْبِهِ الْعِظَامِ اَلدَّاعِيْنَ رَبَّهُمْ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِمَامُ الدُّعَاةِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ آمِيْن يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

হামদ ও সালাত পেশের পর এ পুস্তকে দোয়ার শর্ত ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে দোয়া কবুলের অন্তরায় কী কী ও তা বিদূরিত করার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ মূল্যবান পুস্তকটিতে এ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এর নামকরণও যথাযথভাবে করা হয়েছে-

أَحْسَنُ الْوِعَاءِ لأَدَابِ الدُّعَاءِ.

দোয়ার আদব সংক্রান্ত শোভন শব্দমালা।

এর প্রণেতা হচ্ছেন মহান সুফি শায়খ আরিফে আল্লাহ, সুন্নীয়তের প্রচারক, শরীয়তের কাণ্ডারী, প্রাজ্ঞ পন্ডিত, বিদগ্ধ আলিম আরিফ বিল্লাহ শায়খ ইমাম মুহাম্মদ নকী আলী খান আল-কাদেরী বরকতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বেরিলভী শরীফ, ইন্ডিয়া।

আল্লাহর এই ফকির (নগন্য বান্দা) আবদুল মুস্তফা আহমদ রেযা (আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন ও আমার আমলকে দুরস্ত করে দিন) এই মহান সুফিসাধকের খিদমত করার সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হয়েছি। আমি তাঁর হস্ত লিখিত পান্ডলিপিটি সতর্কতার সাথে পড়েছি এবং প্রয়োজনবোধে স্থানে স্থানে কিছু ব্যাখ্যা সংযোজন করেছি যাতে মহান গ্রন্থকারের বক্তব্য পাঠকের সহজে বোধগম্য হয়। আমার এই সংযোজন ও মন্তব্যসমূহ গ্রন্থের কলেবরকে বৃদ্ধি করেছে এবং আমি এর নামকরণ করেছি:

ذَيْلُ الْمُدَّعَاءِ لأَحْسَنِ الْوِعَاءِ.

শোভন শব্দমালার উত্তম পরিশিষ্ট।

মূল বইয়ের বক্তব্য থেকে আমার ব্যাখ্যাকে পৃথক করার জন্য আমার মন্তব্যকে তৃতীয় বন্ধনী ([]) এর মধ্যে সংযোজন করেছি। যাতে পাঠক সহজে চিহ্নিত করতে পারেন। এ পুস্তকে ১০টি অধ্যায়, ১টি পরিশিষ্ট ও ১টি উপসংহার রয়েছে।

والحمد لله ولى الأنعام والصلوة على سيدنا محمد وآله والسلام

ফকির আবদুল মুস্তাফা আহমদ রেযা

PDF BY SYED MOSTAFA SAKIB -[29MB]
RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM (20MB)

প্রথম অধ্যায়

দোয়ার উপকারিতা

[দোয়ার উপকারিতা সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। শুরুতে এ বইয়ে প্রথমে ১০টি হাদিস শরীফ বর্ণনা করা হবে। পরে আরো হাদিস বর্ণনা করা হবে। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানু তা'আলা।] মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেছেন,

أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿١٨٦﴾

"যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই।"[৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহঙ্কারে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে ঢুকবে।"[৮]

নোট : উক্ত আয়াতে ইবাদত মানে দোয়া।

[মহান আল্লাহ সুবহানু তা'আলা আরো বলেন,

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

"আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর আপতিত হল তখন তারা কেন বিনীত হল না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করেছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।"[৯]

এ আয়াতে দোয়া না করার জন্য নিন্দা করা হয়েছে।]

৭. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬
৮. আল-কুরআন, সূরা গাফির, আয়াত : ৬০
৯. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৯

হাদিস : ১

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِي».

"আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী হয়ে থাকি।"[১০]

এর অর্থ হচ্ছে, কোন বান্দা আল্লাহ রহমানুর রহিমকে যেভাবে কল্পনা করে তিনি তার প্রতি সে রকম আচরণ করেন।

[আল্লাহর জ্ঞান ও কুদরত সৃষ্টির সবকিছুকে ঘিরে আছে, কিন্তু যে দোয়া করে আল্লাহর বিশেষ রহমত তার প্রতি ধাবিত হয়। মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চাইতে বান্দার জন্য আর বড় রহমত কী হতে পারে? আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য হাজার কোটি মানবিক আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ বিসর্জন দেয়া যেতে পারে!]

হাদিস : ২

«لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ».

"আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে উত্তম আর কোন বস্তু নেই।"[১১]

হাদিস : ৩

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রব থেকে বর্ণনা করেন,

«يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي».

"মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে বিশ্বাস ও আশা সহকারে দোয়া করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের গোনাহ আমি মাফ করতে থাকব, তা যা-ই হোক এবং আমি কোন কিছুর পরোয়া করিনা।"[১২]

১০. (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এ হাদিস বর্ণিত।) মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, باب فضل الذكر والدعاء পৃষ্ঠা : ১৪৪২, হাদিস : ২৬৭৫

১১. (তিরমিযী, ইবনে মাজা ইবনে হিব্বান এবং হাকেম এ হযরত হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক এ হাদিস বর্ণিত।) তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء في فضل الدعاء ৫/২৪৩, হাদিস : ৩৩৮১

১২. (তিরমিযীতে হযরত হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক এ হাদিস বর্ণিত।) তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء في فضل التوبة...الخ ৫/৩১৮-৩১৯, হাদিস : ৩৫৫১

হাদিস : ৪

প্রিয় হাবিব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

«لاَ تَعْجِزُوْا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ».

"দোয়া করতে কখনো ক্লান্তিবোধ করোনা। কেননা কোন ব্যক্তি দোয়ার কারণে ধ্বংস হয়নি।"[১৩]

হাদিস : ৫

«اَلدُّعَاءُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ ، وَنُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ».

"দোয়া হচ্ছে মুসলমানদের হাতিয়ার, দ্বীনের খুঁটি এবং আকাশ ও পৃথিবীর আলো।"[১৪]

হাদিস : ৬

সাইয়্যেদুনা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اَلدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ».

"যত বালা[১৫] মুসিবত নাযিল হয় ও ভবিষ্যতে নাযিল হবে দোয়া তা প্রতিহত করে ও তা হতে সুরক্ষা দান করে। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা দোয়া করতে থাক।"[১৬]

হাদিস : ৭

«وَإِنَّ الْبَلاَءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

"যখন বালা (বিপদ) অবতীর্ণ হয় তখন দোয়া তাকে প্রতিহত করে। এরপর তাদের উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলতে থাকে ও তা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হয়।"[১৭] অর্থাৎ দোয়া বালা-মুসিবতকে দুনিয়ায় অবতরণ করতে দেয়না।

---

১৩. (ইবনে হিব্বান ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত।) হাকেম : আল-মুসতাদরক, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৬৪, হাদিস : ১৮৬১

১৪. (হাকেম হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ও আবু ইয়ালা হযরত আলী মুরতাদা হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।) হাকেম : আল-মুসতাদরক, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৬২, হাদিস : ১৮৫৫

১৫. বালা হচ্ছে দূর্ভাগ্য, বিপদ আপদ।

১৬. (তিরমিযী এবং হাকেমে এ হাদিস হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে।) তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب في دعاء النبي...الخ ৫/৩২২, হাদিস : ৩৫৫৯

১৭. (বায্যার, তাবরানী ও হাকেম উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।) হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৬২, হাদিস : ১৮৫৬

হাদিস : ৮

আল্লাহর প্রিয় হাবিব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

"দোয়া ইবাদতের সার।"[১৮]

হাদিস : ৯

ইসলামের মহান নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيُدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ؟ تَدْعُوْنَ اللهَ فِي لَيْلِكُمْ وَنَهَارِكُمْ ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ».

"আমি কি তোমাদেরকে সে বস্তুর কথা বলবনা, যা তোমাদের শত্রু থেকে পানাহ দেবে ও তোমাদের রিজিক বৃদ্ধি করবে? দিনে ও রাতে আল্লাহর কাছে দোয়া কর। কেননা দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার।"[১৯]

হাদিস : ১০

সাইয়্যেদুনা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ».

"যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেনা তার প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন।"[২০]

[একই বক্তব্যের সমর্থন হাদিসে কুদসীতেও পাওয়া যায়-

«مَنْ لاَّ يَدْعُونِي أَغْضَبُ عَلَيْهِ».

"যে আমার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেনা, তার প্রতি আমার ক্রোধ ধাবিত হয়।"[২১]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ দুরাবস্থা থেকে হিফাজত করুন।]

---

১৮. (তিরমিযী হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।) তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء في فضل الدعاء ৫/২৪৩, হাদিস : ৩৩৮২

১৯. (আবু ইয়ালা হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।) আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ২/২০১-২০২, হাদিস : ১৮০৬

২০. (ইমাম আহমদ বিন আবি শায়বাহ, ইমাম বুখারী আল আদাবুল মুফরাদে, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং হাকেম হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।) হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৬০, হাদিস : ১৮৪৯

২১. (আল আশকারী তার মওয়ায়েজে বর্ণনা করেছেন।) হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, ১/২৯, হাদিস : ৩১২৪

প্রিয় ভাইয়েরা, দোয়া নামক একটা সম্পদ দান করে আল্লাহ সুবহানু তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি বড় ধরনের ইহছান করেছেন ও তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিপদ-আপদ হতে পরিত্রাণ লাভ এবং অভাব ও হাজত পূরণের জন্য দোয়ার চেয়ে কার্যকর ও শক্তিশালী হাতিয়ার আর নেই। একইভাবে বালা-মুসিবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দোয়ার চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র আর নেই। একবার দোয়ার ফলে প্রার্থনাকারী পাঁচটি উপকার লাভ করে থাকে।

১. সে আবেদরূপে অর্থাৎ ইবাদতকারী হিসাবে গণ্য হয়। কারণ প্রকৃতিগতভাবে দোয়া হল ইবাদত। প্রকৃতপক্ষে দোয়া ইবাদতের গোপন রহস্য।

২. দোয়ায় মানুষ নিজের হীনতাকে স্বীকার করে নেয়। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর ওপর তার নির্ভরতা প্রকাশ পায় ও আল্লাহর করুণা লাভের প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য করে তোলে।

৩. শরিয়তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। কারণ শরিয়ত দোয়া করার ওপর জোর দিয়েছে ও যে দোয়া করে না তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টির খবর দিয়েছে।

৪. দোয়া রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সুন্নাত। তিনি নিজে অহরহ দোয়া করেছেন ও অন্যদের দোয়া করতে উৎসাহিত করেছেন।

৫. দোয়া বালা-মুসিবতকে দূর করে। উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হয়। কুরআন একথাই প্রকাশ করেছে।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿٦٠﴾

"তোমরা আমার কাছে দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব।"[২২]

أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿١٨٦﴾

"আমি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিই যখন সে আমাকে আহবান করে।"[২৩]

২২. আল-কুরআন, সূরা মু'মিন, আয়াত : ৬০
২৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬

মানুষ যদি বিপদ-আপদ থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চায় দয়াময় আল্লাহ তা মানুষকে দান করেন। যে কেহ তার হাজত পূরণের জন্য দোয়া করে তিনি তার ওপর রহমত করেন ও তার জন্য আখিরাতে সওয়াব বরাদ্দ করেন।

পবিত্র ও নিষ্পাপ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বান্দার দোয়া তিনটি জিনিষ হতে কখনো মুক্ত হয়না। ১. তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। ২. অথবা দোয়ার ফলে দুনিয়ার কল্যাণ লাভ হয় অথবা ৩. আখিরাতের জন্য সওয়াব জমা হয়। যখন বান্দা যে দোয়ার ফল দুনিয়াতে লাভ করেনি তার পুরস্কার স্বরূপ আখিরাতে তার পুঞ্জিভূত সওয়াব দেখতে পাবে। তখন সে ইচ্ছা করবে হায়! যদি দুনিয়াতে তার কোন দোয়াই কবুল না হয়ে আখিরাতের জন্য সব সওয়াব সঞ্চিত থাকত, তাহলে কতই না উত্তম হত!"[২৪]

এ ইচ্ছা ও কল্যাণ সেই লাভ করবে, যে আশা করত দুনিয়ায় তার দোয়ার ফল পাবে। দোয়ার সময় এ বিষয়টি অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা।

২৪. তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب في جامع الدعوات...الخ ৫/২৪৩, হাদিস : ৩৩৮২

দ্বিতীয় অধ্যায়

দোয়ার মূলনীতি ও কবুল হওয়ার শর্তাবলী

[দোয়ার মূলনীতিগুলোই দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত। সকল মূলনীতি অনুসরণ করে যদি দোয়া করা হয় তাহলে আশা করা যায় মহান আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন। বস্তুত কিছু মূলনীতিকে দোয়া কবুলের শর্ত মনে করা হয়। যেমন- গভীর মনোযোগ ও একাগ্রতা, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ ও অন্যান্য সওয়াবের কাজ সম্পাদন। কিন্তু যে মূলনীতিসমূহ গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে দোয়া কবুলের একমাত্র কারণ মনে করা যাবে না আর দোয়া কবুল হওয়া এ সকল শর্তের ওপর নির্ভরশীল তাও নয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি সহিহ হাদিস উল্লেখ করা যায় যেখানে জাগ্রত হৃদয় ও গভীর মনোযোগের কথা বলা হয়েছে:

«وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ».

"সাবধান! গাফেল ও ক্রীড়াপূর্ণ হৃদয়ের দোয়া আল্লাহ গ্রহণ করেন না।"[২৫]

আবার অন্যদিকে কোন কোন সময় নিদ্রাবস্থায় অনিচ্ছাকৃত উচ্চারণও কবুল হয়ে যায়। সহীহ হাদিস শরীফে বলা হয়েছে:

«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ».

"যদি নিদ্রা তোমাদের ওপর ভর করে তখন সালাত ও জিকির হতে বিরত থাক। কারণ কেউ হয়ত সঠিকভাবে ইসতিগফার করতে চায় কিন্তু ঘুমের আড়ষ্টতার কারণে তার মুখ দিয়ে বিপরীত কথা বের হয়ে যায়।"[২৬]

এটা প্রমাণিত সত্য যে, যে শর্তাবলীর কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে তা আক্ষরিকভাবে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা যাবেনা। তবে এখানে ঐ সমস্ত শর্তাবলীর সমন্বয় ঘটানো হয়েছে যা যৌথভাবে দোয়াকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এ

[২৫]. ১. তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب في جامع الدعوات...الخ ৫/২৯২, হাদিস : ৩৪৯০
২. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৬৪, হাদিস : ১৮৬০

[২৬]. ১. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল ওযু, باب الوضوء من النوم...الخ ১/৯৪, হাদিস : ২১২
২. তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুস সালাত, باب ماجاء في الصلاة عند النعاس ১/৩৭২, হাদিস : ৩৫৫

ধরনের পরিপূর্ণ দোয়া অনুমোদিত সৎকাজের সাথে সম্পৃক্ত হলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে শক্তিশালী ও ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণ অবস্থায় কোন দোয়া এ সমস্ত শর্ত পূরণ না করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তবে আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতের কারণে কোন দোয়া যদি কবুল হয় তার বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনও হতে পারে যে কবুলিয়তের কোন এক বিশেষ মুহূর্তে বান্দা অজান্তে তার দোয়া পেশ করেছে। এ সকল সম্ভাবনার কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। এখন গ্রন্থকার দোয়া কবুলের যে সমস্ত শর্তাবলী বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করছি।]

এ সমস্ত শর্ত কুরআন হাদিস ও আলেমে দ্বীনের বর্ণনা অনুযায়ী প্রমাণিত সত্য। এ সকল শর্ত আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানীর নিদর্শন ও তাঁর রহমতই দোয়া কবুলের একমাত্র কারণ।

[এ শর্তগুলোর সংখ্যা ৬০টি। তন্মধ্যে গ্রন্থকার ৫১ টি শর্তের উল্লেখ করেছেন। বর্তমান লেখক (আহমদ রেযা খান) তার সাথে আরো ৯টি শর্ত যোগ করেছেন।]

শর্ত : ১

যতদূর সম্ভব হৃদয়কে সকল বাজে চিন্তা থেকে মুক্ত করতে হবে। [হৃদয় হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণের কেন্দ্রবিন্দু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা কিংবা সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তর ও দেখেন তোমাদের আ'মল।"][২৭]

শর্ত : ২, ৩ ও ৪

দোয়ার সময় শরীর, কাপড় ও স্থান পাক ও পবিত্র হতে হবে।

[হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে: "আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্রতাকে ভালবাসেন।"]

[২৭]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, باب تحريم ظلم المسلم...الخ পৃষ্ঠা : ১৩৮৭, হাদিস : ২৫৬৪

শর্ত : ৫

দোয়ার পূর্বে অনুমোদিত কোন পূণ্য কাজ সম্পাদন করা।

[দান-সাদকা করা, গোপনে দান করা এ ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী। অর্থাৎ (فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) 'নিজ আবেদন পেশ করার পূর্বে কিছু কিছু সাদকা প্রদান কর।' এ আয়াতের হুকুম যদিও মানসূখ (রহিত) কিন্তু মুস্তাহাব হওয়ার বিধার বলবৎ আছে।]

শর্ত : ৬

কারো কোন পাওনা বা অধিকার থাকলে তা আদায় করে দেয়া অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

[মানুষের পাওনার একটি মালা গলায় ঝুলিয়ে একজন অপরাধী রাজদরবারে দু'হাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য গমন করে আর চারিদিক থেকে পাওনাদার ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের দাবি পেশ ও সুবিচার প্রার্থনা করতে থাকে। কেউ বলে, 'সে আমার টাকা আত্মসাৎ করেছে', কেউ বলে,' সে আমার সম্পত্তি দখল করেছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি নিজে বিচার করে দেখুন, এমন ব্যক্তির কি করুণা ও সাহায্য পাওয়া উচিত না তাকে ফাঁসি দেয়া উচিত?]

শর্ত : ৭

সবসময় হারাম খাদ্য গ্রহণ, হারাম বস্ত্র পরিধান, হারাম পানীয় পান ও হারাম লেদদেন থেকে বিরত থাকতে হবে। লেনদেন বলতে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মসম্পাদন বুঝায়। কারণ সাধারণত যারা হারাম খাদ্য খায় ও হারাম কাজে লিপ্ত থাকে তাদের দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়।

শর্ত : ৮

দোয়ার পূর্বে পূর্বকৃত সকল গুনাহ হতে তওবা করতে হবে।

[অবাধ্যতায় অবিচলিত থাকা আর করুণা প্রার্থনা করা খুবই ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ।]

শর্ত : ৯

সালাতের নিষিদ্ধ সময় না হলে দোয়ার পূর্বে খুবই আন্তরিকতার সাথে দু'রাকাত নামায পড়া যাতে আল্লাহর রহমত ও দয়া লাভে সহায়ক হয়।

শর্ত: ১০, ১১ ও ১২

দোয়া করার সময় অজু অবস্থায় থাকা, কেবলামুখী হওয়া ও আত্তাহিয়াতু আদায়ের কায়দায় বসা। অথবা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাড়ানো।

[অথবা দোয়া করার সুযোগ লাভ হওয়ায় কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর সমীপে সিজদা অবস্থায় দোয়া করা। সিজদা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চরমতম

অবস্থা। এ ধরনের সিজদার ব্যাপারে রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের আলিমগণের উক্তি রয়েছে।

وَقَيَّدَنَا بِنِيَّةِ الشُّكْرِ لأَنَّ السُّجُودَ بِلاَ سَبَبٍ حَرَامٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَنَا إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ.

'ইমাম শাফেয়ীর মতে কোন কারণ ছাড়া এ ধরনের সিজদা হারাম কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে এ ধরনের সিজদায় কোন ক্ষতি নেই ও তা মুবাহ অর্থাৎ অনুমোদন যোগ্য।'][২৮]

শর্ত: ১৩ ও ১৪

শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও মনে পরাক্রমশালী আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে হবে এবং একাগ্রচিত্তে দোয়া করতে হবে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে:

« أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ».

"অমনোযোগী হৃদয়ের প্রার্থনা আল্লাহ গ্রহণ করেন না।"[২৯]

প্রিয় ভাইয়েরা! মৌখিকভাবে কুদরতের তারিফ করা ও মহাপরাক্রমশালী রবের সন্তুষ্টি কামনা করা আর পাশাপাশি হৃদয়কে দুনিয়ার বস্তুর প্রতি আসক্ত রাখা গর্হিত। বনী ইসরাঈল তাদের মহান নবীর কাছে দোয়া কবুল না হওয়ার অভিযোগ পেশ করেছিল। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, "আমি কিভাবে তাদের দোয়া কবুল করি, তারা মৌখিকভাবে দোয়া করে আর তাদের মন অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিভোর থাকে।"[৩০]

হে প্রিয় ভাইয়েরা! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা নিজেদের হৃদয়কে নিষ্কলুষ করে আপন অস্তিত্বসহ পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির অস্তিত্ব আল্লাহ সুবহানু তা'আলার সমীপে বিলীন করে না দিতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত মহান দয়াময়ের বিশেষ রহমত ও ক্ষমা যা শুধু নিষ্ঠাবান বান্দার জন্য মজুদ রয়েছে তা আপনাদের ভাগ্যে নসীব হবে না।

---

২৮. ১. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, باب سجود التلاوة، مطلب : في سجد التلاوة ২/৭২০
২. আল-ফতোয়া আল-হিন্দিয়া, কিতাবুস সালাত, ১/১৩৬

২৯. তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, باب في جامع الدعوات...الخ ৫/২৯২, হাদিস : ৩৪৯০

৩০. ১. রুহুল বয়ান, সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৫৬, ৩/১৭৮
২. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, باب الدعاء পৃষ্ঠা : ২৯৯

কোন পরাক্রমশালী রাজ দরবারে কেউ যদি শুধু নিজের গুণকীর্তন করে চলে আর যখন রাজা স্বয়ং তাকে কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান আর সে লোক তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তুচ্ছ বিষয়াদি নিয়ে মশগুল থাকে তাহলে সে কি রাজার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হবে, না তাঁর ক্রোধের পাত্র হবে?

একদিন আরিফ বিল্লাহ হযরত সুফিয়ান সওরী নামায আদায় করছিলেন। তিনি যখন 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' পড়ছিলেন, তখন রোদন আরম্ভ করলেন। এক পর্যায়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসলে লোকজন তাঁর হালত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন, আমি যখন সে আয়াত শরীফ পাঠ করছি তখন আমার মনে এমন প্রশ্ন জাগল মহান রব যদি আমার প্রতি অভিযোগ করেন: 'চুপ করো মিথ্যাবাদী! তুমি কি এ ধরনের মিথ্যা উচ্চারণের জন্য আমার দরবার ছাড়া আর কোন দরবার খুঁজে পাওনি? তুমি খাদ্যের তালাশে প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোর, রোগ হলে চিকিৎসকের কাছে ধর্না দাও, আর এখন বলছ 'আমি তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই সাহায্য চাই!' এ প্রশ্নের তখন আমি কী জবাব দেব?[৩১]

হে প্রিয় ভাইয়েরা! এ ক্ষেত্রে সকল মনোযোগের কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর, জিহ্বা নয়।

জিহ্বার উচ্চারণ ও অন্তরের ভাবনাকে এক বরাবর করতে হবে। ভেতর ও বাইরের বোধকে সংশোধন করে সঠিক শৃঙ্খলা আনতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুর সাথে আশা ও সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। নফছ অথবা সৃষ্টির অন্য কিছুর সাথে কোন হৃদ্যতা থাকতে পারবে না। এটাই হচ্ছে পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতার অবস্থা যাতে স্বর্গীয় ভালবাসার প্রকাশ ঘটবে ও আল্লাহর চিরন্তন সান্নিধ্য পাওয়া যাবে। অন্যথায় কোন লক্ষ্য বা আনন্দ অর্জন করা যাবে না।

[যদি অন্য কিছুর (সৃষ্টির) প্রতি ধ্যান এ নিয়তে হয় যে, সে (অন্য কিছু) "সত্তাগতভাবে স্বাধীন" তাহলে তা অবশ্যই "স্বাধীন কিছু"। বস্তুত কারো নিয়ত যদি এ ইঙ্গিত দেয় যে, সৃষ্টির কোন কিছু সত্তাগতভাবে স্বাধীন (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোন কিছুকে সত্তাগতভাবে সাহায্যকারী মনে করা সুস্পষ্টই কুফর ও শিরক) তাহলে এ ধরনের বিশ্বাস নিঃসন্দেহে কুফর ও শিরক।

[৩১]. রুহুল বয়ান, সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৫, ১/২০

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নিজ প্রয়োজন পুরণের জন্য ওসীলা বানানো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার নামান্তর, তা কোন ক্রমেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি ধ্যানের সমতুল্য নয়। আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাদের যে ক্ষমতা এনায়েত করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ যিনি সত্তাগতভাবে চূড়ান্ত স্বাধীন। কোন সৃষ্টিরই নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা গুণাবলী নেই। সব ক্ষমতা ও গুণাবলী সর্বজ্ঞানী ও সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত। এ বিষয়ে কুরআনুল করীমের নির্দেশ সংক্ষিপ্তরূপে ২২ নং শর্তে আলোচনা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ শিষ্টতা ও বিনয়ের কথা বলা যায়। বিদগ্ধ আলিমগণ বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য বিনয় হারাম। ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ও মুলতাকাত এ বর্ণিত আছে:

اَلتَّوَاضُعُ لِغَيْرِ اللهِ حَرَامٌ.

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য বিনয় হারাম।'[৩২]

অথচ দ্বীনের সম্মানিত বুযর্গদের প্রতি বিনয় ও শিষ্টতা দেখানোর জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আবার ওই সব আলিম এও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে-

وَتَوَاضَعُوْا لِمَنْ تَعْلَمُوْنَ مِنْهُ وَتَوَاضَعُوْا لِمَنْ تُعَلِّمُوْنَهُ وَلاَ تَكُوْنُوْا جَبَابِرَةُ الْعُلَمَاءِ.

"তোমার উস্তাদ ও ছাত্রদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করো, উদ্ধত আলিম হয়োনা।"[৩৩]

অন্য হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে:

وَمَنْ تَضَعْضَعَ لِغَنِيٍّ ذَهَبَ ثُلُثَا دِيْنِهِ.

"সম্পদশালী হওয়ার কারণে কেউ যদি ধনী ব্যক্তিকে বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে সে তার দ্বীনের দু-তৃতীয়াংশ হারায়।"[৩৪]

[৩২]. ১. আল-ফতোয়া আল-হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়া, ৫/৩৬৮
২. আদ দুররুল মুখতার, কিতাবুল হাজরে ওয়াল ইবাহাহ, باب الإستبراء وغيره ৯/৬৩২

[৩৩]. ১. ফয়জুল কদির, ৩/৩৬০, হাদিস : ৩৩৮১
২. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ২/২৮৭, হাদিস : ১৭৮৯

[৩৪]. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৭/২১৩, হাদিস : ১০০৪৩

এর কারণ হচ্ছে সম্পদ দুনিয়াবি বস্তু। এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি মনোনিবেশ করা। তাই এ কাজ হারাম। কারণ এ ধরনের সম্মান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে ভক্তি করার শামিল।

পক্ষান্তরে দ্বীনের জ্ঞানকে সম্মান করা আল্লাহর প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক। তাই এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি ভক্তি প্রকাশের নামান্তর। এ বিষয়টি সব সময় খেয়াল রাখা উচিত। ওয়াহাবী ও মুশরিকগণ এ বিষয়টি ভুলে গেছে। সে কারণে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সকল বিভ্রান্তি থেকে হিফাজত করুন!

শর্ত : ১৫

সব সময় দৃষ্টি নিম্নমুখী করে রাখবে। নতুবা আল্লাহ মাফ করুন, আমরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারি।

[যদিও এ নিয়মটি সালাতের দোয়ার ব্যাপারে হাদিস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে তথাপি সম্মানিত আলিমগণ নিয়মটিকে অন্যান্য দোয়ার ব্যাপারেও সাধারণীকরণ করেছেন।]

শর্ত : ১৬

দোয়ার শুরুতে ও শেষে সব সময় আল্লাহর প্রশংসা ও তারিফ করবে। কারণ আল্লাহ ছাড়া এ কাজ অন্য কারো কাছে বেশি প্রিয় নয়। পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহ তাঁর সামান্যতম প্রশংসায়ও খুব বেশি খুশি হন এবং সামান্য প্রশংসার বিনিময়েও বান্দাকে অফুরন্ত ও অশেষ নিয়ামত দান করে থাকেন। সংক্ষিপ্ত ও সুগভীর প্রশংসা বাক্যের অন্যতম হচ্ছে-

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.[৩৫]

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ.[৩৬]

[একইভাবে হাদিসে এ দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে-

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَكَ وَيُكَافِي مَزِيْدَ كَرَمِكَ.[৩৭]]

[৩৫]. মুসলিম : *আস্ সহীহ*, কিতাবুস সালাত, باب ما يقال في الركوع والسجود পৃষ্ঠা : ২৫২, হাদিস : ৪৮৬

[৩৬]. তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء في عقد التسبيح ৫/৩০৯, হাদিস : ৩৫৩১

[৩৭]. আত তারগীভ ওয়াত তারহীব, ২/২৮৮, হাদিস : ২৪৩৬

শর্ত : ১৭

হামদ ও দোয়া শুরুর পূর্বে এবং দোয়া শেষে প্রিয় হাবিব রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আহলে বায়েত, তাঁর পরিবার পরিজন, বংশধর, সাহাবীগণের ওপর দরুদ শরীফ পেশ করবে। দরূদ শরীফ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয় বিষয় এবং তাঁর শাহী দরবারে সব সময় গ্রহণ যোগ্য। এটা আল্লাহর নিয়ম নয় যে তিনি দোয়ার শুরু ও শেষটা গ্রহণ করবেন আর মধ্যবর্তীটুকু প্রত্যাখ্যান করবেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর বর্ণিত হাদিসে আছে-

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ.

'যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আহলে বায়েত এর ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলতে থাকে।'[৩৮]

[ইমাম বায়হাকী ও আবুশ শায়খ হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلدُّعَاءُ مَحْجُوبٌ عَنِ اللهِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ.

'দোয়া আল্লাহ তা'আলা থেকে পর্দা করে থাকে যতক্ষণ না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আহলে বাইতের ওপর দরূদ প্রেরণ করা হয়।'][৩৯]

প্রিয় ভাইয়েরা! দোয়া হচ্ছে পাখি আর দরুদ শরীফ হচ্ছে শক্তিশালী ডানা। ডানা ছাড়া পাখি কিভাবে উড়তে পারে?

শর্ত : ১৮

আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় তাঁর আজমত মহত্ত্ব ও সুমহান মর্যাদার কথা খেয়াল রাখবে।

[ধ্যানমগ্নতার এমন তন্ময়ভাব যদি তুঙ্গে পৌঁছে ও দোয়াকারী বাকহারা হয়ে পড়ে, তাহলে সুবহানাল্লাহ! এমন বাকহারা অবস্থা হাজারো মৌখিক দোয়া হতে

[৩৮]. তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ ভিতির, باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي ২/২৯, হাদিস : ৪৮৬

[৩৯]. ১. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/৩৫, হাদিস : ৩২১২

২. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, باب في تعظيم النبي...الخ ২/২১৬, হাদিস : ১৫৭৬

উত্তম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শান ও মর্যাদায় বিভোর হয়ে থাকা শিষ্টতা, বিনয় ও আত্মসমর্পনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। দোয়ার সারনির্যাস এটাই। এ অবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত তা হচ্ছে রুহ বিহীন দেহ মাত্র। মৃতদেহে আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার করতে যাওয়া অজ্ঞতার নামান্তর।]

শর্ত : ১৯

যদিও আমরা গোনাহগার তবুও দয়াময় রব আমাদের ওপর স্বর্গীয় আলো ছড়িয়ে দেন। আল্লাহর এ অসীম অনুগ্রহের কথা আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত ও নিজেদের কৃত পাপের জন্য লজ্জিত থাকা উচিত।

[এ ধরনের লজ্জাবোধ হৃদয়কে বেকারার করে তোলে। আল্লাহ মানুষের বিধ্বস্ত হৃদয়ের কাছাকাছি অবস্থান করেন। হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে:

أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي.

'আমি দুঃখ ক্লিষ্ট পূর্ণ হৃদয়ের খুব কাছাকাছি অবস্থান করি।'[৪০]

مَنْ فُتِحَتْ لَهُ أبواب الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الإِجَابَةِ.

'যাদের জন্য দোয়ার দরজা খোলা তাদের জন্য কবুলিয়তের দরজাও খোলা।']

শর্ত : ২০

বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে আল্লাহ সুবহানু তা'আলার অনন্য কুদরতের প্রতি ও মনে রাখতে হবে নিজের হীনতা ও অসহায়তার কথা। এ চিন্তাধারা আত্মসমর্পনের তাগিদ সৃষ্টি করে যা পরিণতিতে মানুষকে আফসোস ও বিনয়ের দিকে ধাবিত করে।

শর্ত : ২১

আল্লাহর প্রিয় নামগুলো দোয়ার শুরুতে উচ্চারণ করবে। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ لله مَلَكًا مُوَكَّلاً بِمَنْ يَقُولُ : يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، فَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ الْمَلَكُ : إِنَّ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَاسْأَلْ».

[৩৯]. মুনাবী : *ফয়জুল কদির*, ১/৬৬৩, হাদিস : ১০৫৫

[৪১]. ইবনে আবি শায়বাহ : *আল-মুসান্নাফ*, কিতাবুদ দোয়া, باب في فضل الدعاء ৭/২৩, হাদিস : ২

'মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর মর্যাদাপূর্ণ নাম আরহামুর রাহিমিন এর সাথে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন। যখন কোন বান্দা এ পবিত্র নাম উচ্চারণ করে তখন সে ফিরিশতা বলে ওঠে, এখন কিছু চাও, কারণ আরহামুর রাহিমিন তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন।'[৪২]

দোয়া কবুলের জন্য يَا رَبُّنَا শব্দ ৫ বার উচ্চারণ করাও খুব কার্যকরী। মহান আল্লাহ এ শব্দটি পবিত্র কুরআনে ৫ বার উল্লেখ করেছেন। এরপর বলেছেন,

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴿٣٥﴾

"তাদের রব তাদের দোয়া কবুল করেছেন।"[৪৩]

সাইয়্যেদুনা জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন কোন বান্দা আন্তরিকভাবে পাঁচবার "ইয়া রব্বানা" বলবে আল্লাহ তার অন্তর হতে সমস্ত ভয় দূর করে দেবেন ও তার মনে প্রশান্তি দান করবেন। আল্লাহ তখন সে বান্দার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। এরপর মহান ইমাম এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করেন,

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

"পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে

[৪২]. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/২৩৯, হাদিস : ২০৪০

[৪৩]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯৫

সবসময়ে অপমানিত করলে; আর জালেমদের জন্যে তো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দুর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।"[৪৪]

নোট : আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ফজিলত অনস্বীকার্য।

শর্ত : ২২

আল্লাহর নিকট দোয়ার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে উসিলা স্বরূপ পেশ করবে।

ক) আল্লাহর সুন্দর নাম ও স্বর্গীয় গুণাবলী।

খ) কিতাবসমূহ বিশেষ করে পবিত্র কুরআন।

গ) তাঁর ফিরিশতা ও নবী-রাসূলগণ। বিশেষ করে হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ঘ) তাঁর প্রিয় আউলিয়া। বিশেষ করে সাইয়্যেদুনা গাউসুল আযম শায়খ সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানী।

উপরোক্ত উসিলা দোয়া কবুলের কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের উসিলা সহকারে যে দোয়া করা হয় তা কবুল করেন।

[মহান আল্লাহ পবিত্র কালাম শরীফে ঘোষণা করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

[৪৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯১-১৯৪
১. তাফসীরে রুহুল মা'আনী, ৫/৫১২
২. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৪৪৪

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর, তাঁর পথে সংগ্রাম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৪৫]

মহান আল্লাহ পবিত্র কালাম শরীফে আরো ঘোষণা করেছেন,

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

"ওরা যাদের ডাকে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।"[৪৬]

সাইয়্যেদুনা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদিসে বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার রহমতের নবী মুহাম্মদ এর উসিলা নিয়ে আপনার দিকে রুজু হই। হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দোয়া করেছি।"[৪৭]

[৪৫]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ৩৫
[৪৬]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৫৭
[৪৭]. (এ সহিহ হাদিসটি জামে তিরমিজি, সুনানে নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে ইমাম তিরমিজি, ইমাম তাবরানি, ইমাম বয়হাকী, ইমাম আবু আবদুল্লাহ হাকিম এবং ইমাম আবদ-আল আজিম মুনজারী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সবাই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। সাইয়্যেদুনা রসূলে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ হাদিসটি কাযা-এ- হাজত এর জন্য (মনোবাঞ্ছা পূরণের) তাঁর সাহাবাগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবাগণ সাইয়্যেদুনা রাসূলে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এ হাদিস অনুযায়ী অনুশীলন করেছেন। তাবেয়ীগণ হযরত উসমান গণি রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে এ হাদিস অনুযায়ী আ'মল করেছেন। এ হাদিসের শিক্ষা কী? এটা আর কিছুই না, এখানে শুধু বলা হচ্ছে- হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমি আপনার উসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি আমার হাজত পূরণ করেছেন। এখানে ব্যক্তিগত ক্ষমতার কোন চিহ্ন নেই যা ওয়াহাবীদের নার্ভাস করে ফেলে। তারা সাইয়্যেদানা রসূলে

সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে একবার সাইয়্যেদুনা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিম্নোক্ত দোয়া করেছিলেন:

وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا.

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার নবীর চাচার উসিলা নিয়ে আপনার কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছি।"[৪৮]

হযরত গাউসুল আযম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

مَنِ اسْتَغَاثَ بِي فِي كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَي بِإِسْمِيْ فِي شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي فِي حَاجَةٍ قُضِيَتْ لَهُ.

"যে বিপদের সময় আমার সাহায্য চায় সে বিপদমুক্ত হবে। কষ্টের সময় যে আমাকে ডাকে তার কষ্ট লাঘব করা হবে। কোন আরজু পূরণ করার জন্য যে আমাকে উসিলা হিসাবে পেশ করবে তার আরজু পূরণ করা হবে।"[৪৯]

মহান গাউস আরো বলেন:

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْئَلُوْا بِي.

করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌলিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে যায়। তারা নির্লজ্জভাবে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আ'মলের প্রতি চোখ বুজে থাকে। তারা মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণের শিক্ষাকেও গুরুত্ব দেয় না। তারা হঠকারিতার সাথে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করে যায়। তারা বলে এ ধরনের দোয়া করা ও হাজত পূরণ করা পরিপূর্ণ শিরক ও তওহীদের পরিপন্থী। এমনকি তারা অতি সাহসের সাথে একথাও বলে যে উক্ত হাদিসটি সহিহ নয় এবং দলিল হিসাবে একে প্রত্যাখ্যান করে। তাদের মতে প্রিয় হাবিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ ইসলামের উল্লিখিত মুজতাহিদ আলিমগণ খাঁটি তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ ও শিরকের প্রবক্তা। আল্লাহ এ ধরনের প্রতারণা ও গোমরাহী হতে মুসলিম উম্মাহকে হিফাজত করুন। কী মর্মান্তিক!) ১. তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/৩৩৬, হাদিস : ৩৫৮৯, ২. আহমদ বিন হাম্বল : *আল মুসনাদ*, ৬/১০৭, হাদিস : ১৭২৪

[৪৮]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবু ফাদায়িলু আসহাবিন নবী, باب ذكر العباس بن عبد المطلب ২/৫৩৭, হাদিস : ৩৭১০

[৪৯]. বাহজাতুল আসরার কৃত ইমাম আবু আল হাসান আলী নুর আল দীন শাতনুফী, আল কালাইদ ওয়া আল জাওয়াহির কৃত ইমাম ইয়াফেয়ী, ছুবদাত আল আসার কৃত শায়খ মুহাক্কিক ইমাম আবদ-আল হক মুহাদ্দিস দেহলভী।) বাহজাতুল আসরার, ذكر فضل أصحابه وبشراهم পৃষ্ঠা : ১৯৭

"যখন তোমরা আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা কর তখন আমার উসিলা দিয়ে চাও। তা পূরণ করা হবে।"[৫০]

গাউসে পাকের এ বাণী বাস্তব প্রমাণ সহ বিভিন্ন প্রাজ্ঞ লেখক, ইমামে দ্বীন ও উলেমায়ে ইসলাম কর্তৃক বর্ণনা করা হয়েছে।]

শর্ত : ২৩

তোমার জীবনে যদি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন সৎকাজ করে থাক, তাহলে সে কাজের উসিলা দিয়ে দোয়া কর। তেমন সৎকাজ আল্লাহর রহমত উদ্রেক করে।

[আসহাবে আর রকীম এর ঘটনা এর প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট।][৫১]

শর্ত : ২৪

পূর্ণ আদব সহকারে হাত তুলবে আকাশের দিকে[৫২] বুক বরাবর, কাঁধ বরাবর অথবা মুখ বরাবর অথবা তার চেয়ে উঁচুতে যতক্ষণ বগলের সাদা অংশ দেখা যায়। আন্তরিক প্রার্থনার জন্য এটা চমৎকার ভঙ্গি।

শর্ত : ২৫

হাতের তালু অবশ্যই চ্যাপ্টাভাবে আকাশের দিকে তোলা থাকবে।

[৫০]. (বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল ইজারা, باب من استاجر أجيرًا ২/৬৭, হাদীস : ২২৭২) বাহজাতুল আসরার, ذكر كلمات أخرجها عن نفسه عندنا...الخ পৃষ্ঠা : ৫৪

[৫১]. হায়াতুল হাইওয়ান ২য় খন্ড কৃত ইমাম কামাল উদ্দীন দামিরী দেখুন। অথবা আইম্মায়ে দ্বীন কর্তৃক রচিত যে কোন তফসীর গ্রন্থ যেমন- ইমাম আল রাযী রচিত তফসীর আল কবীর, তফসীরে রুহুল মায়ানী, তফসীরে খাজাইনুল ইফরান ইত্যাদি।

[৫২]. কোন কোন হাদিস অনুযায়ী দোয়ার সময় হাতের তালু আকাশের দিকে তুলে ধরা আর বালা মুসিবত থেকে মুক্তির জন্য হাতের তালু নীচের দিকে রাখা ভাল। কিন্তু ইমাম আবু দাউদের হাদিস মতে হাতের পিঠ দিয়ে দোয়া করা অনুচিত। কোন কোন বর্ণনায় দোয়ার সময় শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করার কথাও আছে। ইমাম মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (সাইয়্যেদুনা হযরত আলী রাদিআল্লাহ আনহুর পুত্র) দোয়া ৪ প্রকারের।

১. দোয়া-ই- রাগবাত (ইচ্ছা পূরণের দোয়া) এ সময় হাত হাতের তালু আকাশের দিকে থাকবে।

২. দোয়া-ই- রাহবাত (ভয় মুক্তির দোয়া) এ সময় হাতের পিঠ মুখ বরাবর থাকবে।

৩. দোয়া-ই- তাদারুরু (আত্মসমর্পনের দোয়া) এ সময় কনিষ্ঠ ও তার পাশের আঙ্গুল একত্রে লাগানো থাকবে। মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল যুক্ত হয়ে গোলাকার বৃত্ত তৈরি করবে। আর দোয়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল নড়াচড়া করবে।

৪. দোয়া-ই-খাফিয়া (গোপন দোয়া) এখানে বান্দা কোন শব্দ উচ্চারণ না করে নীরবে হৃদয়ের মাধ্যমে আরজি পেশ করবে।

[হাতের তালু বন্ধ,কাত কিংবা বাঁকা করা যাবে না। কারণ আকাশ হচ্ছে দোয়ার কিবলা। তাই তালু সোজাভাবে রাখতে হবে যাতে এর প্রতিটি অংশ নিজস্ব কিবলামুখী থাকতে পারে।]

শর্ত : ২৬

হাতের তালু পরিপূর্ণভাবে খোলা থাকবে। কোন দস্তানায় কিংবা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবেনা।

[দয়ালু কোন রাজার কাছে ভিখারীর হাত পাতা বিনয় ও নির্ভরশীলতার চিহ্ন। প্রকৃত ভিখারীর আলামত এটাই। হাত যদি ঢাকা থাকে তাহলে ভিক্ষা মেলে না। একইভাবে পাগড়ীর ঝুলন্ত অংশের ওপর সিজদা করা মকরুহ। কারণ এটা উন্মুক্ত কপালের মধ্যখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাতে বান্দার আত্মসমর্পন ও গোলামী প্রকাশে অন্তরায় ঘটে এবং মাটির সর্বনিম্ন অংশের সাথে কপালের সংযোগ ঘটে না।[৫৩]

যদিও সর্বজ্ঞ ও পরম জ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার কুদরতি দৃষ্টির অগোচরে কোন কিছুই নেই তথাপি সালাত ও দোয়ার সময় মুখ ঢেকে রাখা মকরুহ। কারণ এটা নিবিড় মনোযোগ নীতির পরিপন্থী। এ বিষয়গুলো আমার অন্তরে ইলকাহ এর মাধ্যমে সরাসরি জাগ্রত হয়েছে। প্রকৃত সত্য আল্লাহই জানেন।][৫৪]

শর্ত : ২৭

দোয়ার সময় মৃদু স্বর ব্যবহার করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা - ছোট বড় সকল আওয়াজই শুনতে পান। তিনি বান্দার অতি নিকটেই অবস্থান করেন। যে চিৎকার করে তিনি তার আওয়াজ শোনেন। যে ফিস ফিস করে তার কথাও তিনি শোনেন।

[প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা ঐ শব্দও শুনতে পান যা এখনো ঠোঁটে উচ্চারিত হয়নি। তিনি কলবের অবস্থা ও নিয়ত সম্পর্কেও অবহিত। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। বর্তমানে যা বিদ্যমান সে সম্পর্কে তিনি যেমন জানেন, যা এখনো অস্তিত্ব লাভ করেনি অথচ ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে তাও তিনি জানেন। অতএব তাঁর কুদরতি দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বিশ্ব

৫৩. প্রখ্যাত সুফিগণ উন্মুক্ত মাটিতে সিজদা করাকে উত্তম মনে করতেন। কারণ তাঁরা ভাবতেন মাটির তৈরি কপাল যখন জমিনের মাটিকে স্পর্শ করে তখন বান্দার গোলামী ও বিনয়াবনত আত্মসমর্পনের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। ফলে মহান ও পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার রহমত হাসিল সহজ হয়। তাঁদের কেউ কেউ আপন অনুসারীদের অনুরূপ সিজদা অনুশীলনের শিক্ষা দিয়েছেন।

৫৪. দ্বীনে মুজাহিদগণ সময়ে সময়ে এভাবে ঐশী প্রেরণা লাভ করে থাকেন।

জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে বেষ্টন করে আছে। তাঁর কুদরতি সত্তা ও স্রষ্টা-সুলভ গুণাবলী হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন ও অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করেন ও এর গতিবিধির ন্যূনতম প্রকাশকেও শুনতে পান। বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিকণার বিচরণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। তাঁর কুদরতি দৃষ্টিশক্তি বর্ণ ও গন্ধ নির্ভর নয়, তাঁর শ্রবণ শক্তিও নয় শব্দ নির্ভর। তাঁর কুদরতি সত্তা ও গুণাবলী বুদ্ধির অগম্য ও মন যা ধারণা করে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।

إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

"নিশ্চয় তিনি সবকিছু দেখেন।"[৫৫]

তাই দোয়ার সময় মহান পরাক্রমশালী সার্বভৌম মালিকের সামনে বিনয়ে বিগলিত হও ও মৃদু স্বর ব্যবহার কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

"তোমাদের রবকে ডাক স্বশব্দে ও নীরবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৫৬]

সাইয়্যেদুনা ইমাম হাসান ইবনে সাইয়্যেদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মৃদুস্বরের দোয়া উচ্চস্বরের দোয়া হতে ৭০ গুণ আফজল।[৫৭] সাধারণত সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহ আনহুম) এতই মৃদু আওয়াজে দোয়া করতেন পাশ্ববর্তী লোকের পক্ষে তা শুনতে কষ্ট হত। একবার একজন সাহাবা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চান:

أَقَرِيْبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيْهِ أَمْ بَعِيْدٌ فَنُنَادِيْهِ.

'হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের রব কি আমাদের নিকটে অবস্থান করেন যাতে আমরা মৃদু স্বরে তাঁকে ডাকি নাকি তিনি দূরে যাতে আমরা উচ্চ স্বরে তাঁকে ডাকি।'

দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ আয়াত শরীফ তিলওয়াত করে শোনান-

৫৫. আল-কুরআন, সূরা মুলূক, আয়াত : ১৯

৫৬. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৫৫

৫৭. আবদুর রাযযাক : আল-মুসান্নাফ, কিতাবুল জামে, باب الدعاء ১/৫২, হাদীস : ১৯৮১৫

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।"[৫৮]

শর্ত : ২৮

দোয়া করার সময় আখিরাতের বিষয়কে প্রথমে প্রাধান্য দেবে। কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই প্রথমে পেশ করতে হয়। কুরআনের দোয়ার সাথে এটা সাংঘর্ষিক নয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"হে আমাদের রব! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নি যন্ত্রনা থেকে রক্ষা কর।"[৫৯]

এ দোয়ার মধ্যে প্রথমে ইহকালের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে পরে আখিরাতের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে:

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ.

'দুনিয়া হল যেখানে শস্য বপন করা হয় আর আখিরাতে তার ফসল লাভ করা হয়।'

তাই উক্ত আয়াতে করিমায় দুনিয়ার কল্যাণের কথা আগে এসেছে যেখানে সকল ভালো কাজ করা হয় আর আখিরাতের কথা পরে এসেছে যেখানে ফল লাভ করা হয়। অধিকন্তু দুনিয়ার সময়টুকু আগে তবে সময়ের অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে দুনিয়ার গুরুত্ব আখিরাতের গুরুত্বের চেয়ে বেশি নয়। দুনিয়ার মর্যাদা আখিরাতের মর্যাদাকে ছাপিয়ে যেতে পারে না।

[৫৮]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬, আদ দুররুল মনসূর, ১/৪৬৯
[৫৯]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২০১

[আয়াতে করীমার দোয়াটিতে বলা হয়েছে فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً (দুনিয়ার মধ্যে কল্যাণ), বলা হয়নি حَسَنَةُ الدُّنْيَا (দুনিয়ার কল্যাণ)। দুনিয়ার জীবনে দ্বীনের ভালো কাজগুলোর উত্তরাধিকার হিসাবে আখিরাতে পূণ্য রূপে পাওয়া যায়। দুনিয়ার কর্মময় জীবন থেকেই সবকিছু হাসিল হয়। অতএব দোয়ার শব্দগুলো নিখুঁত, সঠিক ও সত্য। এখানে বিশেষভাবে শুধুমাত্র দুনিয়ার কল্যাণের কথা বলা হয়নি।]

শর্ত : ২৯

সবসময় বিনয় অবলম্বন করবে ও দোয়ার সময় ক্রন্দন করবে। বলা হয়েছে:

مَنْ كَانَ أَضْعَفُ كَانَ الرَّبُّ بِهِ أَلْطَفُ.

'যে যত বেশি বিনয়ী সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতও তার জন্য বেশি।' বালি ও ধূলিকণা থেকে তুচ্ছ আর কিছুই নেই। তাই আল্লাহর রহমতের সূর্য আরশ কুরসি মহাকাশ ছেড়ে দুনিয়াকেই আলোকিত করে। (কেননা এখানে মানুষ বাস করে)[৬০]

[হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে:

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْمُلِحِّيْنَ فِي الدُّعَاءِ».

'আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা দোয়ার সময় ক্রন্দন করে।'][৬১]

শর্ত : ৩০

দোয়াতে ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি করবে।

[দোয়াতে কোন কথার বারংবার পুনরাবৃত্তি দোয়াকারীর চাহিদা, আন্তরিকতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ করে। পরম দয়ালু আল্লাহর এটা অপরিসীম রহমত যে বার বার একই দোয়া প্রার্থনায় তিনি বিরক্ত হন না। বরং তাঁর কাছে না চাইলেই তিনি অসন্তুষ্ট হন। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে-

[৬০]. সাইয়েদুনা শায়খ আবদ-আল কাদির জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর গ্রন্থ সির আল আসরার ফি মা ইহতাজ ইলায়হি আল আবরার এ একটি হাদিসে কুদসী বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে- মানুষ আমার রহস্য, আমি মানুষের রহস্য। এ হাদিস শরীফে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে এক সুদৃঢ় বন্ধনের কথা প্রকাশ পেয়েছে।
[৬১]. তাবরানী তাঁর কিতাবুদ দোয়া (পৃষ্ঠা : ২৮, হাদিস : ২০)তে এ কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদী ও বায়হাকী (২/৩৮, হাদিস : ১১০৮) বর্ণনা করেছেন শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে। আবু শায়খও এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীদের সবাই উম্মুল মু'মিনীন সাইয়েদা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহ আনহার বরাত দিয়ে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

«مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ».

'যে তাঁর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেনা আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত হন।'[৬২]

পক্ষান্তরে কোন মানুষ যতই দয়ালু ও সহনশীল হোক অসংখ্য ভিক্ষুকের বহু বিচিত্র বিষয়ে বারংবার আবেদনে একদিন না একদিন বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে পড়বেই।

أَللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبَنِي آدَمَ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

'আল্লাহর কাছে না চাইলে তিনি অসন্তুষ্ট হন, আর মানুষের কাছে চাইলে তারা বিরক্ত হয়।'][৬৩]

শর্ত : ৩১

দোয়ায় পুনরাবৃত্তি হবে বিজোড় সংখ্যক। কারণ আল্লাহ বিজোড়[৬৪] তিনি বিজোড়কে ভালবাসেন। পুনারাবৃত্তি ৫ বার হলে উত্তম তবে ৭ বার হওয়াকে আল্লাহ অধিক পছন্দ করেন। সর্বনিম্ন ৩ বার চাওয়া ভাল, এর কম হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। হাদিস শরীফে আছে বান্দা যখন প্রথম বার কোন কিছু চায় আল্লাহ তা কবুল করেন না, দ্বিতীয় বার চাইলেও না। তবে তৃতীয় বার চাইলে তিনি ফিরিশতাদের ডেকে বলেন: "হে আমার ফিরিশতারা! আমার বান্দা আর সবাইকে ছেড়ে আমার কাছে প্রার্থনা করেছে, আমি তার দোয়া কবুল করেছি।"[৬৫]

শর্ত : ৩২

দোয়া হতে হবে নিশ্চিতরূপে অর্থবহ।

[অর্থবিহীন দোয়া আত্মাবিহীন দেহের মত।]

৬২. তিরমিযী : *আস সুনান*, باب ماجاء في فضل الدعاء ৫/২৪৪, হাদিস : ৩৩৮৪

৬৩. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কোন জিনিষ বার বার চাইলেও তিনি বান্দার ওপর রাগ করেন না; বরং তাতে তিনি প্রীত হন কিন্তু মানুষের কাছে কোন কিছু একবারের বেশি চাইলেও তারা রাগ করে বসে।

৬৪. আল্লাহ একক। তিনি শরীকহীন। তিনি বিজোড় ভালোবাসেন। তিনি গণিতের সংখ্যার মত এক নন। গণিতের এক কে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায়। আল্লাহকে তেমন বিভাজন করা যায় না।

৬৫. তাবরানী : *কিতাবুদ দোয়া*, باب ماجاء في فضل لزوم الدعاء পৃষ্ঠা : ২৮, হাদিস : ২১

শর্ত : ৩৩

অশ্রু তা যদি এক ফোঁটাও হয় ঝরাতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। অশ্রুর পতন দোয়া গৃহীত হওয়ার লক্ষণ। কান্না যদি না আসে তবে চেহারায় কান্নার ভাব ফুটিয়ে তুলবে। ধার্মিকদের মুখভঙ্গী অনুকরণ করাও ধার্মিকতা।

[হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে-

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

'যে কোন জাতির অনুকরণ করে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।'[৬৬]

সুফিদের কিতাবে আছে একজন দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি তার সমকালীন সুফিদের ব্যাঙ্গার্থে অনুকরণ করত। তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি কারণ তুমি তোমার যুগের সুফিদের অনুকরণ করেছিলে যাদের আমি ভালবাসি। যদিও তুমি তা ব্যাঙ্গার্থে করেছিলে। অন্তত তুমি তাদের প্রথাপদ্ধতি অনুকরণ করেছিলে যা আমি পছন্দ করি। আমরা যদি আল্লাহর কাছে দোয়া পেশ করার সময় কোনরূপ অহমিকা ছাড়া আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তিদের পদ্ধতি অবলম্বন করি তাতে আল্লাহ অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন। শরীয়া মতে অন্যদের ধোঁকা দেয়ার জন্য ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের অনুকরণ করা হারাম।]

শর্ত : ৩৪

দোয়া করতে হবে নিশ্চিত নির্ভরতায় ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে। কারো একথা বলা উচিত নয়।

«إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ».

'যখন তোমরা দোয়া করবে আল্লাহর প্রতি পুরো আস্তা রেখে দোয়া করবে। এভাবে বলবেনা যে, হে আল্লাহ! আমার আশা পূর্ণ কর যদি তুমি চাও ইত্যাদি। কোন কিছুর জন্য আল্লাহকে কেউ বাধ্য করতে পারেনা।'[৬৭]

৬৬. তিরমিযী : *আস্ সুনান*, কিতাবুল লেবাস, باب في لبس الشهرة ৪/৬২, হাদিস : ৪০৩১

৬৭. বুখারী : *আস্ সহীহ*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ليعزم المسألة...الخ ৪/২০০, হাদিস : ৬৩৩৮, ৬৩৩৯

শর্ত : ৩৫

দোয়া হতে হবে সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ। অপ্রয়োজনীয় ও দীর্ঘ দোয়া করার প্রয়োজন নেই। সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ بِحَسْبِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ.

"শেষ যমানায় মানুষ দোয়া করার সময় সীমালঙ্ঘন করে যাবে। (অর্থাৎ তারা দীর্ঘ ও অর্থহীন দোয়া করবে) দোয়ার মধ্যে এ কথাটুকু বলাই মানুষের জন্য যথেষ্ট: "হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ মাফ করে দিন, আমাকে জান্নাত নসীব করুন, আমাকে ঐসব কথা ও কাজের তওফিক দিন যা আমাকে আপনার নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে।"[৬৮]

কোন কোন পুস্তকে নিম্নোক্ত দোয়াটিকে অতি ব্যাপক ও যথেষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে:

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"হে আমাদের রব ! আমাদেরকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন কল্যাণ দান করুন এবং দোযখের আগুন থেকে বাঁচান।"[৬৯]

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল নামে এক সাহাবীর পুত্র এভাবে দোয়া করেছিলেন,

«يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ».

"হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতে একটি সাদা প্রাসাদ দান করুন, যখন আমি এর দিকে অগ্রসর হব তা যেন আমার ডান পাশে থাকে। সম্মানিত সাহাবী এ কথা শুনে পুত্রকে বললেন, হে পুত্র! আল্লাহর কাছে জান্নাতের আবেদন কর, জাহান্নামের আগুন হতে পানাহ চাও

৬৮. ১. গাজ্জালী : *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, কিতাবুল আযকার ওয়াদ দাওয়াত, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১/৪০৫
২. *এতহাফুস সাদাহ আল মুত্তাকীন*, কিতাবুল আযকার ওয়াদ দাওয়াত, পঞ্চম অধ্যায়, ৫/২৪৯
৬৯. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২০১

এবং অনর্থক বাজে কথা থেকে বিরত থাক। (বেহুদা কথাবার্তা বলে লাভ কি?)"[৭০]

শর্ত : ৩৬

কবিতার ছন্দে দোয়া করা ও নিছক বাগাড়ম্বর থেকে বিরত থাক। এটা হৃদয়কে বাধাগ্রস্ত ও মনোসংযোগ নষ্ট করে দেয়। হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে-

«إِيَّاكُمْ وَالسَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ».

"দোয়ার সময় ছন্দোবদ্ধ পদকে পরিহার কর।"[৭১]

[সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার মধ্যে যে সকল ছন্দ দেখা যায় তা তাঁর ব্যক্তিগত রচনা নয় তা তাঁর তন্ময়ভাব বিভোরতায় ঐশীভাবে প্রাপ্ত। শরীয়ত মতে স্বেচ্ছা-সৃষ্ট ছন্দ নিষিদ্ধ কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ অনুমোদিত। প্রথমটা বস্তুগত দ্বিতীয়টা আত্মগত।]

শর্ত : ৩৭

সঙ্গীতের সুরে দোয়া পেশ করা থেকে বিরত থাক। কেননা তা আদবের খেলাপ।

শর্ত : ৩৮

আল্লাহর কাছে নিজের অভাব ও আকাঙ্ক্ষাকে পেশ কর।

[গ্রন্থকার এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।]

শর্ত : ৩৯

হাদিস শরীফে বর্ণিত দোয়াগুলোই সর্বোত্তম। এ দোয়াগুলো দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রয়োজনকে ধারণ করে আছে। এ দোয়াগুলো অনুশীলন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতের পুণ্য কামনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এমন কোন দোয়া বাকী নেই যা প্রিয় হাবিব রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি।

[গ্রন্থকারের এ উপদেশ মেনে শুধুমাত্র বিশেষ কোন দোয়ার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। এ অভ্যাসও মানুষকে অমনোযোগী করে ফেলে ও বিনীত আত্মসমর্পনে বিঘ্ন ঘটায়।]

শর্ত : ৪০

৭০. ইবনে মাজাহ : *আস্ সুনান*, কিতাবুদ দোয়া, باب كراهية الاعتداء في الدعاء, ৪/২৮২, হাদিস : ৩৮৬৪
৭১. গাজ্জালী : *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, কিতাবুল আযকার ওয়াদ দাওয়াত, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১/৪০৫

দোয়ার মধ্যে নিজের জন্য যা কামনা কর তা পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্যও কামনা কর।

[এতে অশেষ কল্যাণ রয়েছে। এতে দোয়াকারী যদি ব্যক্তিগত ভাবে দোয়ায় বর্ণিত কল্যাণ হাসিলের যোগ্য নাও হয়, তাহলেও তা অন্যদের উপকারে আসে। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের প্রমাণ রয়েছে।]

ইমাম আবুশ শায়খ আসবাহানী শায়খ সাবিত বনানীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "দোয়ার মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সকল নর-নারীর কল্যাণ কামনা করে সে এর দ্বারা মহা সৌভাগ্য লাভ করে। শেষ বিচারের দিনে সে যখন ঐ সমস্ত মুসলমানদের পাশ দিয়ে যেতে থাকবে যাদের জন্য সে দুনিয়ায় দোয়া করেছিল তারা প্রত্যেকে তাকে চিনতে পারবে এবং বলবে, সে ঐ ব্যক্তি যে আমাদের মঙ্গল কামনা করে দোয়া করেছিল। তখন তারা সমবেতভাবে তার জন্য সুপারিশ করতে থাকবে, এতে আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবুল করবেন, তাকে ক্ষমা করবেন ও জান্নাত দান করবেন।"

হাদিস শরীফে আরো বর্ণিত আছে,

كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُدْعَى فِيْهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَهِيَ خِدَاجٌ.

"যে ব্যক্তি নামাযে সর্ব সাধারণ মুসলমানের জন্য দোয়া করবে না তার নামায অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।"[৭২]

[আবুশ শায়খের বর্ণনা কুরআন শরীফের বাণী দ্বারাও সমর্থিত মহান আল্লাহ বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

"সুতরাং তোমরা জানিয়া রাখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীর ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।"[৭৩]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

[৭২]. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/৪৯, হাদিস : ৩৩৭৮

[৭৩]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৯

أَنَّهُ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، فَقَالَ : وَيْحَكَ لَوْ عَمَّمْتَ لَاسْتُجِيبَ لَكَ.

"একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে এ দোয়া করতে শুনলেন, (সাহাবী বলছেন) হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি তোমার দোয়া আরো বিস্তারিত করতে (অর্থাৎ সবার জন্য দোয়া করতে) তাহলে তা কবুল করা হত।"[৭৪]

আরেকটি হাদিসের বর্ণনায় জানা যায়, একজন সাহাবী প্রার্থনা করছেন:

قَالَ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : عَمِّمْ فِي دُعَائِكَ ، فَإِنَّ بَيْنَ الدُّعَاءِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন ও আমার ওপর রহম করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা শুনে বললেন, "তোমাদের দোয়াকে সার্বজনীন করো, কেননা সার্বজনীন দোয়া ও বিশেষায়িত দোয়ার মধ্যে ব্যবধান এত বেশি, যে ব্যবধান রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে।"[৭৫]

সহীহ হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً.

"যে ব্যক্তি সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সকল মুসলিম নর-নারীর সমপরিমান একেক মুষ্টি সওয়াব দান করবেন।"[৭৬]

অন্য এক হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে-

[৭৪]. *রদ্দুল মুহতার* : কিতাবুস সালাত, مطلب : في الدعاء بغير العربية باب صفة الصلاة ، ২/২৮৬

[৭৫]. ১. *মারাসিলে আবু দাউদ* : باب ماجاء في الدعاء , পৃষ্ঠা : ৮

২. *রদ্দুল মুহতার* : কিতাবুস সালাত, مطلب : في الدعاء بغير العربية باب صفة الصلاة ، ২/২৮৬

[৭৬]. (ইমাম তাবরানী এ হাদিসটি পূর্ণ সনদ সহকারে সাইয়্যেদুনা ওবাদা ইবনে সামেত এর বরাত দিয়ে তাঁর মু'জামুল কবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।) ১. *মাজমাউয যওয়ায়েদ* : কিতাবুত তাওবাহ, باب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ১০/৩৫২, হাদিস : ১৭৫৯৮, ২. *জামেউস সগীর* : পৃষ্ঠা : ৫১৩, হাদিস : ৮৪২০

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعاً وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الأَرْضِ.

"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যহ ২৭ বার সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করে সে ব্যক্তি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যাদের দোয়া আল্লাহ সব সময় কবুল করে থাকেন এবং এ ধরনের লোকগুলোর বরকতে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে রিজিক দিয়ে থাকেন।"[৭৭]

সাইয়্যেদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাত দিয়ে ইমাম খতীব আল-বাগদাদী বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَّةً.

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদের সমগ্র উম্মতকে আপনি ক্ষমা করে দিন!"[৭৮]

সাইয়্যেদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে প্রত্যেক নবজাত শিশু তার মৃত্যু পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকবে।[৭৯]

আল্লাহর এ নগণ্য বান্দা (আহমদ রেযা) মুসলিম উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দোয়ার গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে অনেক হাদিস উল্লেখ করেছেন। যাতে তারা সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করে। কিছু লোক স্বভাবগতভাবে কৃপন, যারা অন্যের জন্য দোয়া করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তারা জানে না এতে তারা নিজেরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসমানের ফিরিশতারা সবসময় মুসলমান নর-নারীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন।

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ

[৭৭]. (ইমাম তাবরানী এ হাদিসটি পূর্ণ সনদ সহকারে সাইয়্যেদুনা আবুদ দারদার বরাত দিয়ে তাঁর মু'জাম আল কবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ হাদিসের সনদ হাসান।) *মাজমাউয যওয়ায়েদ* : কিতাবুত তাওবাহ, باب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ১০/৩৫২, হাদিস : ১৭৬০০

[৭৮]. ইবনে আদী : *আল-কামেল*, ৫/৫০৬

[৭৯]. আবুস শায়খ আসবাহানী কর্তৃক বর্ণিত।

"হে আল্লাহ! সৃষ্টির আদি থেকে শেষ পর্যন্ত জীবিত ও মৃত সকল মুসলমান নর-নারীকে আপনি ক্ষমা করে দিন!"[৮০] (আমীন)]

শর্ত : ৪১

নিজের মা-বাবা ও মাশায়েখকে দোয়ার মধ্যে শামিল করার কথা ভুলে যেওনা। সন্তানের দৈহিক অস্তিত্বের জন্য মা-বাবাই উসিলা।

[আর মানুষের রুহানী অস্তিত্বের জন্য মাশায়েখগণই উসিলা। বাবা হচ্ছেন মাটি ও পানির নির্যাস যা থেকে সন্তানের সৃষ্টি। আর মাশায়েখ হচ্ছেন রুহের পুষ্টিদাতা। কথিত আছে-

ذَا اَبُوْ الرُّوْحِ لَا اَبُوْ النُّطْفِ.

'পীর ও উস্তাদ রূহানী পিতা, শরীরের পিতা নয়।'

হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে: "যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে অথচ তার মাতা-পিতার জন্য দোয়া করেনা তার সালাত অসম্পূর্ণ থেকে যায়।"

মা-বাবার জন্য দোয়া করা একটা প্রাচীন সুন্নাত যা সায়্যিদুনা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের যমানা হতে শুরু হয়েছে। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন,

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾

"হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব নেয়া হবে সেদিন, আমাকে, আমার মা-বাবাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিও।"[৮১]

অন্য আয়াত শরীফে বলা হয়েছে-

رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

"হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[৮২]

শর্ত : ৪২

সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে নিজের জন্য, পরে মা-বাবার জন্য এবং শেষে মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করবে।

[সাইয়্যেদুনা সা'ঈদ বিন ইয়াসার বলেন,

[৮০]. আল-কুরআন, সূরা শুআরা, আয়াত : ৫

[৮১]. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪১

[৮২]. আল-কুরআন, সূরা ইসরা, আয়াত : ২৪

جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرْتُ رَجُلاً فَتَرَحَّمْتُ عَلَيْهِ فَضَرَبَ صَدْرِيْ ، وَقَالَ : إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ.

"তিনি একদিন সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বসা ছিলেন। তিনি তাকে বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, প্রথমে নিজের জন্য (ও পরে অন্যান্য জনের জন্য) দোয়া করো।"[৮৩]

ইমাম নাখায়ী হতে বর্ণিত আছে-

إِذَا دَعَوْتَ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي فِي أَيِّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكَ.

"নিজের জন্য আবেদন সহকারে দোয়া শুরু করো। কারণ কোন দোয়াটি প্রথমে কবুল হবে তুমি তো জান না?"[৮৪]

সিহাহ সিত্তার[৮৫] বর্ণনা মতে একথা প্রমাণিত যে, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নিজের জন্য ও পরে অন্যান্যদের জন্য দোয়া করেছেন। তবে অন্য অনেক হাদিস আছে যাতে উহার বিপরীত পদ্ধতিরও সন্ধান পাওয়া যায়।

ইমাম বদরুদ্দীন যরকশী তাঁর কিতাব 'হাওয়াশী ইবনুস সালাহ' এর মার্জিনে চমৎকারভাবে দোয়ার ধারাবাহিকতার দু'বিপরীত পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন কোন দোয়া করতে প্রথমে নিজের জন্য এভাবে করতে হয় 'اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ' (হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার মা-বাবাকে ক্ষমা করে দিন।) কিন্তু যখন কোন ভিন্ন জিনিষ কামনা করা হয়, তখন দোয়া আগ পিছ করা যায়। যেমন: اَللّٰهُمَّ اشْفِ فُلَانًا وَاغْفِرْلِي (হে আল্লাহ! আমার অমুক ভাইয়ের রোগ মুক্তি দিন এবং আমার ওপর রহম করুন কিংবা اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَاقْضِ دَيْنَ فُلَانٍ (হে আল্লাহ! আমার ওপর রহমত করুন এবং অমুকের কর্জ শোধ করে দিন।)

'শরহে আকিদা আল বুরহানিয়া'য় বলা হয়েছে, দোয়ায় নিজের চেয়ে অন্য ভাইয়ের প্রাধান্য দেয়া উচিত, কারণ এতে বিনয় ও স্বার্থহীনতার পরিচয় পওয়া যায়। হাদিস শরীফে এরকমও উদ্ধৃত আছে, যখন কোন ব্যক্তি তার

৮৩. (ইবনে আলীম শায়খ কর্তৃক বর্ণিত।) ইবনে আবি শায়বাহ : *আল মুসান্নাফ*, কিতাবুদ দোয়া, ৭/৩৩
৮৪. প্রাগুক্ত
৮৫. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে-মাজাহ এবং আবু দাউদ।

ভাইয়ের জন্য আগে দোয়া করে তখন দয়াময় আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে বান্দা! প্রথমে তোমাকে দিয়েই আমি আমার রহমত প্রদর্শন শুরু করব।"[৮৬] যখন দোয়াকারীর জন্য প্রথমেই রহমত প্রদর্শন শুরু হবে তার চেয়ে বড় দয়া ও পুরস্কার আর কী হতে পারে? বস্তুত স্বার্থহীনতার স্থান ও মর্যাদা অনেক বেশি। এসব মন্তব্যের পর উক্ত গ্রন্থকার উপসংহারে বলেছেন, যাহোক দোয়াকারীর জন্য স্বাধীনতা রয়েছে নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য কল্যাণ কামনা করে দোয়া শুরু করা।

আল্লামা ইমাম সাহাবুদ্দীন খাফাজী তাঁর নাসিম আল রিয়াদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দোয়ার ধারাবাহিকতা এভাবে বিন্যস্ত করা যায়। প্রত্যেক বিষয় ও অভিপ্রায়ের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রতিটি মানুষের জন্য রয়েছে বিভিন্ন উদ্দেশ্য। নিঃস্বার্থপরতা আল্লাহর খাস বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। নিজের জন্য দোয়ায় প্রথমে নিবেদন পেশ করা সাধারণ মানুষের জন্য স্বাভাবিক। কারণ তারা বিশিষ্ট বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার ক্ষেত্রে সাধারণ উম্মতদের লক্ষ্য করে কালাম করেছেন।

এই নগন্য বান্দা এমন কোন ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছেনা যাতে প্রমাণ করা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ায় নিজের পবিত্র সত্তার কথা পেশ করার পূর্বে দোয়ায় অন্যজনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পক্ষান্তরে এমন অনেক প্রমাণ আছে তিনি অন্যের জন্য সংক্ষিপ্ত দোয়া করেছেন। কিন্তু সহীহ হাদিস ঘোষণা করছে:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"নিজের কথা দিয়ে দোয়া শুরু কর এবং পরে যার জন্য ইচ্ছা দোয়া কর।"[৮৭]

পবিত্র শরীয়ত দোয়ার ব্যাপারে অন্যের ওপর নিজেকে প্রাধান্য দিয়েছে।]

শর্ত : ৪৩

দোয়া করার জন্য যথা সম্ভব উপযুক্ত সময় ও দোয়া কবুলের পবিত্র স্থানসমূহ বেছে নাও।

৮৬. *এহইয়াউ উলুমুদ্দীন* : কিতাবু আদাবিল্ উলফাহ, ২/২৩২
৮৭. ফতহুল কদির : কিতাবু আদবিল কাযী, مسائل منثور من كتاب القضاء ৬/৪৩৬

শর্ত : ৪৪

দোয়া শেষে সব সময় আমিন বলবে। এটা হচ্ছে দোয়ার সীল। আর শ্রোতাগণেরও আমীন বলা উচিত।

اِسْتِنَانًا بِسُنَّةِ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّ مُوسَى كَانَ يَدْعُو وَهَارُونُ يُؤَمِّنُ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'হারুন আলাইহিস সালামের অনুসরণ করে দোয়ার পর আমীন বলবে। কেননা যখন মূসা আলইহিস সালাম দোয়া করতেন, তখন হারুন আলাইহিস্ সালাম আমীন বলতেন। যেমন হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

[দোয়ার আদব হচ্ছে দোয়াকারী দোয়া করলে শ্রোতারা 'আমিন' বলবে। এটা সাইয়্যেদুনা হযরত হারুন আলাইহিস সালামের সুন্নত। সাইয়্যেদুনা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন দোয়া করছিলেন তখন তিনি 'আমিন' বলছিলেন। যেভাবে উল্লিখিত হাদিসে বলা হয়েছে।]

শর্ত : ৪৫

দোয়া শেষে দু'হাত মুখের ওপর বুলিয়ে নেবে। দোয়ার যা খায়ের ও বরকত হাসিল হয় তা হাতের তালুতেই জমা হয়। তাই দোয়া শেষে সে বরকতময় হাতের তালু শরীরের বাহ্যিকভাবে খোলা শ্রেষ্ঠ অংশ অর্থাৎ চেহারায় বুলিয়ে নিতে হয়।

শর্ত : ৪৬

দোয়ার সময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অফুরন্ত দয়া ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ রাখবে। তিনি বলেছেন, اُدْعُونِـي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (আমাকে ডাক আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব।)[৮৮] দোয়া কবুল হবেই এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে-

اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُوْنَ بِالإِجَابَةِ.

"এমনভাবে দোয়া করবে যাতে মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, দোয়া কবুল হবেই।"[৮৯]

[৮৮]. আল-কুরআন, সূরা মু'মিন, আয়াত : ৬০

[৮৯]. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৯২, হাদিস : ৩৪৯০

যারা দোয়া করার সময় মনে করে যে তাদের দোয়া কবুল হবে না নিঃসন্দেহে তা কবুল হবে না। হাদিসে কুদসীতে বলা আছে:

قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ.

"আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণানুযায়ী হয়ে থাকি।"[৯০]

নোট : এজন্য বলা হয়, দোয়ার সময় নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করতে নেই। কারণ তাতে মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং দোয়া কবুল হবে নিশ্চিত এ বিশ্বাসে সংশয় উপস্থিত হয়। আবার নিজের ইবাদতের ও একাগ্রতার কথা ভেবে আত্মতুষ্টিতে ভোগাও উচিত নয়। কারণ এতে জাগ্রত হতে পারে গর্বের ভাব ও অহংবোধ। এসব চিন্তা-ভাবনা বিনয় ও বিশুদ্ধতার পরিপন্থী।

শর্ত : ৪৭

দোয়ার মধ্যে প্রচন্ড দুঃখবোধ আনয়ন করবেনা; বরং খুশি মনে আল্লাহর রহমতের দরবারে দোয়া পেশ করবে।

فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ لاَ تَمَلُّوْا.

"আল্লাহ কখনো ক্লান্তিবোধ করেন না। অতএব দোয়া করার সময়ও ক্লান্তিবোধ করবেনা।"[৯১]

[আরেক রেওয়ায়তে আছে,

لاَ يَسْأَمُ حَتَّى تَسْأَمُوْا. وَالْمَوْلَى سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ الْمَلاَلَةِ وَالسَّآمَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ.

"আল্লাহ কখনো ক্লান্তিবোধ করেন না যে, তোমরা দোয়া করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।"[৯২] আল্লাহ ক্লান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কারণ ক্লান্তির উদ্রেক ঘটে সামর্থহীনতা হতে।]

শর্ত : ৪৮

দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ে তাড়াহুড়ো করোনা। হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে,

[৯০]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুত তাওহীদ, ৪/৫৭৪, হাদিস : ৭৫০৫

[৯১]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবু সালাতুল মুসাফিরীন, باب فضيلة العمل...الخ পৃষ্ঠা : ৩৯৫, হাদিস : ৭৮৫

[৯২]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবু সালাতুল মুসাফিরীন, باب فضيلة العمل...الخ পৃষ্ঠা : ৩৯৫, হাদিস : ৭৮৫

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ.

"তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না। ১. যে পাপ কাজের জন্য দোয়া করে। ২. যে মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা অভিপ্রায় পোষণ করে। ৩. যে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে এবং বলে 'আমি দোয়া করেছি কিন্তু তা এ পর্যন্ত কবুল হয়নি।"[৯৩]

এ ধরনের লোক হতাশায় পতিত হয় ফলে দোয়া করা ছেড়ে দেয়। তাই সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না এবং তার আরজু পূরণ হয় না।

হে প্রিয় ভাইয়েরা! আপনাদের দয়াময় রব ঘোষণা করেছেন,

أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿١٨٦﴾

"আমি প্রত্যেক দোয়াকারীর দোয়া শুনে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে।"[৯৪]

মহান রব আরও বলেন-

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

"এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৯৫]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন:

وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾

"নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী!"[৯৬]

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿٦٠﴾

[৯৩]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, باب بيان أنه يستجاب...الخ পৃষ্ঠা : ৩৯৫, হাদিস : ৭৮৫
[৯৪]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬
[৯৫]. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ৪৫
[৯৬]. আল-কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ৭৫

"তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক,আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"[৯৭]

অতএব এ বিশ্বাসে স্থির থাকবে যে দয়াময় রব তাঁর অফুরন্ত ভান্ডারের দোরগোড়া হতে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। তিনি সব সময় তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

"এবং কোন প্রার্থীর প্রতি কঠোর হয়ো না।"[৯৮]

যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীর স্বয়ং এ নির্দেশ দিচ্ছেন তাহলে তিনি কিভাবে তাঁর দয়ার ভিখারীকে অফুরন্ত নিয়ামতে পরিপূর্ণ শাহী ভাণ্ডারের দুয়ার হতে তাড়িয়ে দিতে পারেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর বান্দার আকুতি পেশের ধরনকে খুবই পছন্দ করেন। তাই প্রিয় বান্দাদের দোয়া বাস্তবায়নে বিলম্ব করেন।

ইবনে আবি শায়বাহ, ইমাম বায়হাকী এবং ইমাম সাবোনি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

فَإِذَا دَعَاهُ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ: يَا جِبْرِيلُ ، احْبِسْ حَاجَةَ عَبْدِي هَذَا ، فَإِنِّي أُحِبُّهُ وَأُحِبُّ صَوْتَهُ ، وَإِذَا دَعَاهُ عَبْدُهُ الْكَافِرُ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اقْضِ حَاجَةَ عَبْدِي هَذَا فَإِنِّي أَبْغَضُهُ وَأَبْغَضُ صَوْتَهُ.

"যখন আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা তাঁর কাছে দোয়া করে তখন সাইয়্যেদুনা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহ কে বলেন, হে আল্লাহ ! আপনার বান্দা আপনার কাছে কোন কিছুর জন্য আবেদন জানাচ্ছে। আল্লাহ তাঁকে অপেক্ষা করতে ও দোয়া অনুমোদন না করতে আদেশ দেন। যাতে করে বান্দা আরো বেশি বেশি নিবেদন পেশ করতে থাকে। কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দার কণ্ঠস্বরকে পছন্দ করেন। কিন্তু যখন কোন কাফির অথবা সীমালঙ্ঘনকারী কোন দোয়া পেশ করে তখন আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের ডেকে বলেন, তার

[৯৭]. আল-কুরআন, সূরা গাফির, আয়াত : ৬০
[৯৮]. আল-কুরআন, সূরা দোহা, আয়াত : ১০

ইচ্ছাকে তাড়াতাড়ি পূরণ করে দাও যাতে সে দ্বিতীয়বার আবেদন পেশ না করে। কারণ আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে চাইনি।"[৯৯]

خوش ہمی آید مرا آواز او وال خدایا گفتن وآں راز او

'হে বান্দা! তোমার ওই আহবান আমার কাছে প্রিয়, যে আহবানে তুমি আমার কাছে আবেদন-নিবেদন কর।'

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ رَأَى الحَقَّ سُبْحَانَهُ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: آلْهِي: كَمْ أَدْعُوكَ فَلاَ تُجِيْبَنِيْ!! فَقَالَ يَا يَحْيَى؛ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُ صَوْتَكَ.

সাইয়্যেদুনা শায়খ ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাতান রাহমতুল্লাহি আলাইহি একবার স্বপ্নে আল্লাহকে দেখে আরজ করেন: "ইয়া ইলাহি!আমি আপনার সমীপে নিয়মিতভাবে দোয়া পেশ করতে থাকি কিন্তু আমার দোয়া কবুল হয় না। দয়াময় আল্লাহ স্নেহস্বরে বলেন, 'হে ইয়াহিয়া! আমি তোমার কণ্ঠস্বরকে ভালবাসি, তাই তা গ্রহণে বিলম্ব করি।"[১০০]

[দুনিয়াদার মানুষদের অনেক সময় দেখা যায় তারা পার্থিব লালসায় পতিত হয়ে দুনিয়ার কোন তুচ্ছ স্বার্থ হাসিলের জন্য তিন বছরেরও অধিক কাল ধরে অন্যের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিতে থাকে। তাদের দেখা যায় বারবার অপমানজনকভাবে তাড়িত হয়েও তারা রাত দিন এর পেছনে লেগে থাকে। ধমক খাওয়ার পরও তারা নির্লজ্জভাবে নিজেদের ইচ্ছা পূরণ ও স্বার্থ হাসিলের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করে। পার্থিব এ লালসায় নিমজ্জিত হয়ে তারা নিজেদের মান সম্ভ্রম সব বিকিয়ে দেয় তারপরও তা হাসিলে নিরলসভাবে তদবির করে যায়। এভাবে বছর পেরিয়ে যায় তবুও তাদের আশার প্রদীপ নিভে না, তাদের উৎসাহেরও ঘাটতি দেখা যায় না।

পক্ষান্তরে যখন তারা আল্লাহর রহমতের দরবারে হাত পাতে, যে দরবারের মালিক অতি দয়ালু ও করুণাময়, যিনি অনিঃশেষ দাতা, মহা মর্যাদাবান তাঁর ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে থাকে। তাদের বেশিরভাগকে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়না, বেশিরভাগই তাঁর শাহী আদেশের বিরোধিতাকারী, প্রায় সময়ই তারা তাঁকে অমান্য করে চলে।যদিও তাদের কদাচিত দেখা যায় আল্লাহকে সিজদা করতে তথাপি তারা আগামীকালের

[৯৯]. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, فصل في ذكر ما في الأوجاع...الخ ৭/২১১, হাদিস : ১০০৩৪

[১০০]. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া : باب الدعاء পৃষ্ঠা : ২৯৭

দোয়া আজকেই করে বসে। আর যদি তারা তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থিত জিনিষ না পায় তখনিই অভিযোগ উত্থাপন করে বসে। দিন কয়েকের এলোপাতাড়ি ইবাদত ও মনোযোগকে তারা ভাবে দ্বীনদুনিয়ার একচ্ছত্র মালিকের প্রতি তাদের অনুগ্রহ! এরপর তাদের দোয়া যদি কবুল না হয় মাসের পর মাস চলে বিরক্তির প্রকাশ ও বছরের পর বছর চলে অভিযোগ উত্থাপন। তারা করে চলে দুঃসাহসিক সব মন্তব্য আমরা অনেক ইবাদত করেছি, তাঁর কত প্রশংসা করেছি অথচ আমাদের একটা দোয়াও তিনি কবুল করেন নি। হে নির্বোধ! তুমি নিজ হাতেই নিজের চোখের সামনে কবুলিয়তের দরজাকে দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছ!

সাইয়্যেদুনা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.

"তোমাদের দোয়া কবুল হবে যদি না তোমরা তাড়াহুড়ো কর আর বল, আমরা দোয়া করেছি অথচ তা কবুল হয়নি।"[১০১]

কিছু অজ্ঞ লোক আছে যারা যুক্তি ও নৈতিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ সকল লোক ভালো কাজ ও ইবাদতের রূহানী ফলকে প্রত্যাখ্যান করে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমন বিপর্যয় থেকে হিফাজত করুন!

এ সমস্ত লজ্জাবোধহীন লোকদের উচিত পরাক্রমশালী মহান রব সম্পর্কে অবান্তর মন্তব্য করার পূর্বে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান তলিয়ে দেখা। যদি তোমার কোন দয়ালু বন্ধু তার প্রতি কোন একটিমাত্র অনুগ্রহ করার জন্য হাজার বার অনুরোধ করে আর তুমি তাতে কর্ণপাতও করোনা, এরপরও তাকে তুমি বল তোমার কাজ করে দিতে। তোমার এ আচরণে কি কোন ন্যায়পরায়ণতা আছে, না সাধারণ বিচারবোধ? প্রথমত: তুমি তার কাজে সামান্যতম মনোযোগও দাওনি, তাহলে কোন্ মুখে তাকে অনুরোধ কর তোমার কাজ করে দিতে? আবার মনে কর, তোমার অনুরোধ অবাস্তব ও অবান্তর, তা তুমি কোনবন্ধুকে রক্ষা করতে বললে কিন্তু সে তা করল না তাহলে তাকে তুমি দোষ দিতে পার? তুমি যদি তার কাজ না কর, আর সে যদি তোমার কাজ না করে তাহলে তা নিয়ে হৈ চৈ, মাতামাতি কিংবা প্রতিবাদের কী আছে?

এবার তুমি সত্যকে পরিমাপ করে দেখ। তোমার স্রষ্টা ও মালিকের কয়টা হুকুম তুমি পালন করেছ? আর তুমি তোমার দোয়া পূরণের জন্য জোর

[১০১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/৩৪৮, হাদিস : ৩৬১৯

দাবী তুলছ? এটা নিশ্চিতরূপে হঠকারিতা ও নির্লজ্জতা। হে নির্বোধ! তুলনামূলক চিত্রটিকে তোমার আপাদমস্তক ঝালাই করে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখ। প্রতিটি সেকেন্ডে রহমানুর রহীম তোমার ওপর কী পরিমাণ রহমত বর্ষণ করছেন? যখন তুমি ঘুমাও আল্লাহ তখন তাঁর নিষ্পাপ ফিরিশতাদের আদেশ দেন তোমাকে পাহারা দিতে। তিনি যখন তোমাকে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য দিয়ে ভূষিত করেন আর তোমাকে সকল বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়ে রাখেন তখন তুমি পাপ কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়। তিনি তোমার খাদ্য হজমের ব্যবস্থা করেন, শরীর থেকে বর্জ্য ও দূষিত পদার্থগুলো বের করে দেন, তোমার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় পরিমাণ মত রক্ত প্রবাহ ঘটান, তিনি তোমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখেন। আল্লাহই তোমার দৃষ্টিশক্তিকে অটুট রাখার জন্য চোখের মণিকোটরে আলো ঢেলে দেন। একইভাবে তোমার ঘুমে ও জাগরণে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত ও রহমত তোমার ওপর বর্ষণ করেন।

এরপরও কিভাবে তোমার কোন একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলে তুমি তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ ও দুর্বিনীত হয়ে পড়? কার দেয়া কোন্ জিহ্বার সাহায্যে তুমি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উচ্চারণ কর? কিভাবে তুমি জান যে, তোমার প্রার্থিত বস্তু তোমার জন্য কল্যাণকর না ক্ষতির কারণ? তুমি কিভাবে জান যে হয়তো হাজার হাজার বিপদ তোমার জন্য ধেয়ে আসছে নির্মম আঘাত হানার জন্য আর তিনি তোমার কোন দোয়ার কারণে তোমাকে সে সব বিপদাপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখছেন না? কিভাবে তুমি জান যে, তিনি তোমার দোয়ার সমপরিমাণ বা ততোধিক সওয়াব আখিরাতের জন্য জমা করে রাখছেন না? তাঁর ওয়াদা সত্য তিনি অবশ্যই তা পূরণ করেন। কবুলিয়তের তিনটি অবস্থা সব সময় কার্যকর। প্রত্যেক প্রথমটির অবস্থা পরেরটি থেকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট। কিন্তু বিশ্বাসহীনতা ও হতাশা যদি তোমাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে, তাহলে জেনে রেখ, তোমার ধ্বংস অনিবার্য এবং অভিশপ্ত শয়তান তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে এহেন দুর্ভোগ ও বিপর্যয় থেকে পানাহ চাই।

হে দুরাচার ও নাপাক! নিজের পানে তাকাও, মহান রবের অফুরন্ত নিয়ামতের কথা চিন্তা কর, যিনি তোমাকে তাঁর মহিমাময় নামসমূহ উচ্চারণের তওফিক দিয়েছেন, তাঁর শাহী দরবারে হাত পাতার সুযোগ দিয়েছেন। এ

একটিমাত্র নিয়ামত লাভের বিপরীতে ১০ লক্ষ দোয়া বিসর্জন দেয়া যেতে পারে!

হে ধৈর্যহারা! পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন পেশ করার পূর্বে দোয়ার আদবসমূহ জেনে নাও। তুলনাবিরহিত মহান পবিত্র দরবারের ধূলিতে গড়াগড়ি খাও, পায়ে বেড়ি লাগিয়ে এ দরবারের দুয়ারে পড়ে থাক এ আশায় যে একদিন না একদিন তোমার প্রতি রহমত করা হবে। তাঁর প্রশংসায় এমনভাবে বিভোর হয়ে পড় যাতে তোমার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে যেতে পার। এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে তাঁর মহিমময় দরবার হতে কেউ খালিহাতে ও নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না।

مَنْ دَقَّ بَابَ الْكَرِيْمِ اِنْفَتَحَ.

'যে শক্ত হাতে পরম দয়ালু ও মহা দাতার দরজা ধরে থাকে তার জন্য তা অবশ্যই খুলে যাবে।'

শর্ত : ৪৯

নিজের গুনাহের প্রতি লক্ষ্য রেখে কখনো দোয়া প্রার্থনা হতে বিরত হয়োনা। মনে রাখবে শয়তানের দোয়াও কবুল হয়েছে ও তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۝١٥ .

"নিশ্চয়ই তোমাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।"[১০২]

বর্ণিত আছে, ফিরাউন সারা দিন ব্যাপী খোদায়ী দাবি করত আর রাতভর আত্মসমর্পিত হয়ে কান্নাকাটি করত। এ কারণেই তার সম্মান, সম্পদ ও রাজত্ব পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ধরে কায়েম ছিল।[১০৩]

প্রিয় ভাইয়েরা! তিনি হচ্ছেন দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তাঁর থেকে নিরাশ হওয়া কোন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা। তাঁর খোদায়ী বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কোন কাফিরকেও তাঁর দয়া ও রহমত থেকে বঞ্চিত করেন না। তাহলে তিনি কিভাবে তোমাকে বঞ্চিত করতে পারেন?

---

[১০২]. আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫

[১০৩]. মাওলানা রুমী : *মছনবী শরীফ*, প্রথম দফতর, পৃষ্ঠা : ৬১

শর্ত : ৫০

সুস্বাস্থ্য, সম্পদের প্রাচুর্য ও সুখ-শান্তির সময় বেশি বেশি দোয়া করবে যাতে দুঃখ-কষ্টের দিনে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে ভুল না হয়। হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ.

"যে ব্যক্তি আশা করে যে আল্লাহ দুর্দিনে তার দোয়া কবুল করবেন তাহলে তার উচিত সুসময়ে বেশি বেশি দোয়া প্রার্থনা করা।"[১০৪]

শর্ত : ৫১

কেউ যদি তার আকাঙ্ক্ষার শেষ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত না থাকে, তাহলে দোয়ার সাথে ভাল বা মন্দ কোন শর্ত যোগ না করে দোয়া না করে।

[এর কারণ এই যে, কেউ হয়তো কোন বিষয়কে নিজের জন্য কল্যাণকর ভাবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার জন্য সে আকাঙ্ক্ষার ফলাফল অকল্যাণকর। এর বিপরীতটাও সত্য হতে পারে। তাহলে এর অর্থ সে নিজেই নিজের ধ্বংস কামনা করছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পছন্দ কর তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।"[১০৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।"[১০৬]

[১০৪]. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة ৫/২৪৮, হাদিস : ৩৩৯৩

[১০৫]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৬

তাই দোয়া করার সময় এভাবে বলা জরুরী- "হে আল্লাহ! আমাকে এ জিনিষ দান করুন ও তাকে আমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর করে দিন।"

কিন্তু যে দোয়ার বরকত ও কল্যাণ সুস্পষ্ট সে বিষয়ে উক্ত ধরনের কোন শর্ত যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। যেমন: হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে দোযখের আগুন হতে বাঁচান। আমীন!

সম্মানিত গ্রন্থকার দোয়ার জন্য এ ৫১টি শর্ত উল্লেখ করেছেন। এখন বর্তমান লেখক (ইমাম আহমদ রেযা) প্রতিশ্রুতি মত বাকী ৯টি শর্তের উল্লেখ করছেন যাতে সর্বমোট দোয়ার ৬০টি শর্ত পূর্ণ হয়।]

শর্ত : ৫২

গোপনে দোয়া করবে। যেমন : হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে:

دَعْوَةٌ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ دَعْوَةً فِي الْعَلاَنِيَةِ.

"গোপন (নির্জনে) দোয়া প্রকাশ্য (জন সমক্ষে) দোয়া থেকে ৭০ গুণ বেশি কার্যকরী।"[১০৭]

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

১৩০৪ হিজরির মহররম মাসের শেষ দিকে (১৮৮৬ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে) আমি বাদায়ুনে অবস্থিত মাদ্রাসায়ে তায়বাহ কাদেরিয়ায় যাওয়ার জন্য রওয়ানা হই। সেখানে আমি স্বপ্নে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত একখণ্ড বুখারী শরীফ দেখতে পাই। সেখানে নিম্নোক্ত হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় সাইয়্যেদুনা ইমাম শাফেয়ীর একটি নোট দেখতে পাই,

اَلدُّعَاءُ فِي الشَّمْسِ مَرَّةً أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الظِّلِّ سَبْعُ عَشْرَةَ مَرَّةً.

"সূর্যের কিরণে করা একটি দোয়া ছায়াতে ১৭ বার দোয়ার চেয়ে উত্তম।"

এ স্বপ্নের পূর্বে আমি এ রকম কোন হাদিস পড়িনি। আমি এ বিষয়ে বিশিষ্ট আলীম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদির ওসমানী কাদেরি বাদায়ুনী রাহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে আলাপ করি। আমি জানতে চাই তিনি

[১০৬]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১৯

[১০৭]. (ইমাম আবুস শায়খ, ইমাম দায়লামি কর্তৃক সাইয়্যেদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে বর্ণিত।) দায়লামী : *মুসনাদুল ফেরদৌস*, باب الدال ১/৩৮৭, হাদিস : ২৮৬৯

এ রকম কোন হাদিস সম্পর্কে জানেন কিনা। তিনি না সূচক জবাব দিয়ে বললেন আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। আমি নিজ বাড়িতে আবার একই স্বপ্ন দেখি। এখানেও আমি আমার সামনে এক খণ্ড বুখারী শরীফ দেখি। এর প্রকাশক : আহমদী পাবলিশার্স। এখানে আমি একটা অধ্যায় দেখতে পেলাম যেখানে মুয়াযযিনের আযান সুন্নাহ সমর্থিত কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে সাইয়্যেদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মন্তব্য সন্নিবেশিত আছে এভাবে- কেন তার আযান সহিহ হবে না যখন আমাদের শহরে সর্বোত্তম ফকিহ ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি তার আযান শুনেছেন?

প্রায় সব ক্ষেত্রে যে কোন স্বপ্নের তা'বীর প্রয়োজন। আমি আমার নিজস্ব বোধ অনুযায়ী এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম। তা হচ্ছে: সাইয়্যেদুনা জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু যদিও একজন মহান সাহাবী এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র সোহবত ও যমানার বরকত লাভে ধন্য হয়েছেন তথাপি সাইয়্যেদুনা ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে , যিনি ছিলেন একজন তাবেয়ী এ রকম মূল্যায়নের ফলে তাঁর আপন মর্যাদা কোনক্রমেই খাটো বা ক্ষুণ্ন হয়নি। সর্ব শক্তিমান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

শর্ত : ৫৩

দোয়া করার পূর্বে ভালভাবে মিছওয়াক[১০৮] করবে, কারণ দোয়া হল আল্লাহর প্রশংসার জন্য প্রস্তুতি। দাঁতের বা মুখের দুর্গন্ধ এ পরিস্থিতি ও মুহূর্তের অনুপযোগী । ধূমপায়ী ও তামাক সেবীদের জিকির, সালাত ও দোয়ার সময় এ বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। প্রিয় হাবিব রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাওয়ার পূর্বে কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করেছেন।[১০৯] দোয়ার ব্যাপারেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। তিনি আরো বলেছেন মিছওয়াক দয়াময় রবের কাছে খুবই প্রিয়। তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে আল্লাহ সন্তুষ্ট হলে বান্দা অফুরন্ত নিয়ামত প্রাপ্ত হবে।

[১০৮]. মিছওয়াক হচ্ছে গাছের ছোট ডাল প্রায় ২০ সেন্টিমিটার লম্বা যা দাঁতের ব্রাশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
[১০৯]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুস সওম, باب سواك الرطب واليابس للصائم ১/৬৩৭, হাদিস : ৫৬৪

শর্ত : ৫৪

যতদূর সম্ভব আরবি ভাষায় দোয়া করবে। গররুল আফকার বইতে আলিমগণ বর্ণনা করেছেন আরবি ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় দোয়া পেশ করা মকরূহ (অপছন্দনীয়)।[১১০]

وَمَا وَقَعَ فِي النَّهْرِ وَالدُّرِّ مِنَ التَّحْرِيْمِ فَمَحْمَلُهُ مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ مَعْنَاهُ كَمِثْلِ الرُّقْيَةِ بِالْعَجَمِيَّةِ.

'আল নাহার আল ফায়েক এবং দুররে মুখতার গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, অনারবী ভাষায় দোয়া পেশ করা হারাম। এই কথার ব্যাখ্যা এ হবে যে, কেউ দোয়ায় ব্যবহৃত আরবি ভাষার শব্দগুলোর অর্থ না বুঝলেও তার জন্য এ বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে। এটা অনারবি ভাষায় তাবিজ লেখার মত।'[১১১]

ইমাম ওয়াল ওয়ালাজি বলেন, আল্লাহ অনারবি ভাষা অপছন্দ করেন। আরবি ভাষার দোয়া কবুলকৃত দোয়ার কাছাকাছি।[১১২]

কিন্তু আমার (ইমাম আহমদ রেযা) মতে, যে মুসলমান আরবি ভাষা বুঝে না সে যদি তাঁর রবের কাছে নিজ ভাষায় আরজি পেশ করে তাতে ক্ষতির কিছু নেই। যদি কেউ এর অর্থ শিখে তারপরও দোয়ায় সে ভাষার প্রয়োগে অসুবিধা বোধ করে, তাহলে সে আল্লাহর প্রতি মনোসংযোগ করার পরিবর্তে ভাষার অর্থের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য হবে। আন্তরিক মনোনিবেশ ও অখণ্ড মনোযোগ দোয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শর্ত : ৫৫

দোয়ার সময় ঘুম পেলে দোয়ার স্থান পরিবর্তন করবে। এতেও কাজ না হলে নুতনভাবে অযু করে নেবে। এতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে দোয়ার জন্য অন্য সময় বেছে নেবে। সহীহ হাদিসে ঘুম ঘুম অবস্থার বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কারণ এ অবস্থায় এমন সম্ভাবনা আছে যে, মানুষ ইসতিগফার করার পরিবর্তে হয়তো নিজের জন্য ক্ষতিকর কিছু উচ্চারণ করে বসবে।

[১১০]. রদ্দুল মুহতার : কিতাবুস সালাত, باب صفة الصلاة، مطلب : في الدعاء بغير العربية ২/২৮৫
[১১১]. (এ নিয়ম সে ব্যক্তির কথা নির্দেশ করছে যে দোয়া করছে আরবি ভাষায় অথচ কী বলছে তার অর্থ বুঝতে পারছে না। তার উচ্চারণ অর্থহীন। কারণ দোয়া করা হয় মনের কোন উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্য।) ১. আন নাহরুল ফায়েক : কিতাবুস সালাত, فصل ১/২২৪,
[১১২]. আল ওয়াল ওয়ালাজিয়া : কিতাবুত তাহারক, নবম অধ্যায়, ১/৯০

শর্ত : ৫৬

রাগের সময় কারো প্রতি অভিশাপ দেবে না। কারণ রাগ মানুষের দেমাগকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ ধরনের অভিশাপ সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর নিজের কাছে বিব্রতকর মনে হবে। হাদিস শরীফের শিক্ষা থেকে মানুষ এ নিয়মটির যথার্থতা বুঝতে পারবে। হাদিসে বলা হয়েছে-

لَا يَقْضِي الْقَاضِيْ وَهُوَ غَضْبَانَ.

"রাগান্বিত অবস্থায় কোন কাযির (মুফতি) পক্ষে রায় দেয়া বৈধ নয়।"[১১৩]

শর্ত : ৫৭

দোয়ার সময় অহঙ্কার ও লাজুকতা পরিহার করবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ হয়তো নির্জন কক্ষে বিনয় ও আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে চেহারায় কান্নার ভাব ফুটিয়ে তুলছে এমন সময় কারো আগমনে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। আল্লাহ মাফ করুন! দরবারে ইলাহিতে এ ধরনের আচরণ ধৃষ্টতার নামান্তর। দরবারে ইলাহিতে কাঁদতে পারা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এতে হাসিল হতে পারে বেশুমার কল্যাণ। এটা কোন অপমানের বিষয় নয়।

শর্ত : ৫৮

দোয়ার মধ্যে চিৎকার করবেনা। ফিসফিসও করবেনা। এমনভাবে দোয়ার শব্দ উচ্চারণ করা উচিত যাতে অন্তত দোয়াকারী নিজের উচ্চারিত শব্দ নিজে স্পষ্টরূপে শুনতে পায়। এ ধরনের স্পষ্টতা ছাড়া শরীয়াও কোন কথা ও আবৃত্তিকে সঠিক কথোপকথন বা উচ্চারণ হিসাবে গ্রহণ করেনা। (কালাম ও ক্বিরাত) তাই আল্লাহ বলেন,

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

"বল, তোমরা আল্লাহ নামে আহ্বান কর বা রহমান নামে যে নামেই[১১৪] আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। সালাতে স্বর

[১১৩]. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুল আহকাম, ৩/৯৩, হাদিস : ২৩১৬

[১১৪]. একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আল্লাহকে যে কোন নামে ডাকা মানে কোন অনৈসলামী নাম কাফির বা মুশরিক ইত্যাদি নামে ডাকা নয়। এসব নাম আল্লাহর শানের পরিপন্থী। যে কোন নামে ডাকা মানে এ নয় যে কাফির বা মুশরিকগণ আল্লাহর যে নামগুলো স্থির করেছে সে সব নামে ডাকা। কোন কোন অজ্ঞ মুসলমানের ধারণা আল্লাহকে যে কোন নামে ডাকা যায়, হোক তা যে কোন ধর্মের বা ভাষার। প্রকৃতপক্ষে তা

উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করোনা, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর।"[১১৫]

শর্ত : ৫৯

দোয়ার মধ্যে শুধু নিজের অভিপ্রায় বা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সকল মনোযোগ নিবিষ্ট করা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে দোয়া হচ্ছে মহান সার্বভৌম রবের সাথে বান্দার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। দোয়া নিজেই একটা ইবাদত। রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুতাবিক দোয়া ইবাদতের মগজ। বান্দার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল কি হল না এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বান্দা নিবিষ্ট চিত্তে মহান রবের সাথে শাব্দিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর মধুর সান্নিধ্য উপভোগ করছে। এটাই হল দোয়ার সার নির্যাস, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

শর্ত : ৬০

শুধু নিজে নিজে দোয়া করে পরিতৃপ্ত থেকো না। ধার্মিক, ইয়াতিম, বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, শিশু ও বিধবাদের দৈহিক, নৈতিক ও আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের দোয়া কামনা কর। এ ধরনের কর্মকান্ড দোয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয়।

প্রথমত : তাদেরকে সাহায্য করা হলে তারা খুশি হয় ও তোমার জন্য হৃদয় নিংড়ানো দরদ দিয়ে দোয়া করে। কারো অনুপস্থিতিতে মুসলমানের দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়।

দ্বিতীয়ত : তাদের খুশিতে আল্লাহও খুশি হন। প্রিয় হাবিব রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"যে কেউ কোন মুসলমানের সাহায্যে রত থাকে আল্লাহ তার সাহায্যে রত থাকেন। যে কেউ কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করে আল্লাহও তার কষ্ট দূরীভূত করে দেন।"[১১৬]

আল্লাহর পবিত্র ও সার্বভৌম সত্তার প্রতি অবমাননা। যে কোন নাম বলতে "আসমাউল হোসনা" বা হাদিস শরীফে বর্ণিত বা উলামা-মাশায়খগণের বর্ণিত আল্লাহর সিফাত বা গুণবাচক নামসমূহ বুঝায়।

[১১৫]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ১১০

তৃতীয়ত : বঞ্চিত মজলুমদের ঠোঁটে উচ্চারিত দোয়া তোমার নিজের ঠোঁটে উচ্চারিত দোয়ার চেয়ে উত্তম।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ সাইয়্যেদুনা মূসা আলাইহিস সালামকে আদেশ দিলেন ঐ মুখে দোয়া কর যা দিয়ে তুমি পাপ করনি। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তেমন মুখ আমি কোথায় পাব?[১১৭] আল্লাহ বলেন, অন্যদের অনুরোধ কর তোমার জন্য দোয়া করতে। কারণ তাদের মুখ দিয়ে তুমি পাপ করনি।[১১৮]

আমীরুল মু'মিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনার শিশুদের বলতেন তাঁর জন্য দোয়া করতে যাতে তাঁকে ক্ষমা করা হয়। রোগী, হাজী, রোজাদার ও মুবতালাদেরকে[১১৯] নিজের জন্য দোয়া করতে বলবে। কারণ তাঁদের দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। প্রথম তিন শ্রেণী সম্পর্কে ৮ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

ইমাম আবু আল শায়খ রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কিতার আল-সওয়াব এ সাইয়্যেদুনা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِغْتَنِمُوْا دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ الْمُبْتَلَى.

'মুসলিম মুবতালার[১২০] দোয়ার সুবিধা (বড় সৌভাগ্য হিসাবে) গ্রহণ কর।'[১২১]

[১১৭]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, باب فضل الاجتماع...الخ পৃষ্ঠা : ১৪৪৭, ১৪৪৮ হাদিস : ২৬৯৯

[১১৮]. সাইয়্যেদুনা নবী মূসা আলাইহিস সালামের জবাব ছিল চূড়ান্ত আত্মসমর্পণকারী মুসলিমের আদর্শ নমুনা। কারণ নবীরা নিষ্পাপ (মাসুম) হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের বিনয়কেই রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থাপন করে থাকেন।

[১১৯]. এখানে আল্লাহ তা'আলা যে পাপের কথা উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে সাইয়্যেদুনা নবী মূসা আলাইহিস সালামের পাপ নয়। কারণ নবীগণ বেগুনাহ বা মাসুম হয়ে থাকেন। এ কথোপকথনে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র নবীর মাধ্যমে সর্বসাধারণের সাথে আলাপ করছেন। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি কথা বলা অসম্ভব। কারণ খোদায়ী নূরের তজল্লি সহ্য করার শক্তি তাদের নেই। আল্লাহ তা'আলা নূরের তজল্লির ট্রান্সফরমার হিসাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতা করার জন্য তাঁর নবীদের প্রেরণ করেছেন যাঁরা একসাথে উভয়ের মাঝে প্রতিবন্ধক ও যোগাযোগের মাধ্যম।

[১২০]. মুবতালা হচ্ছে তারা যারা দুনিয়ার মধ্যে কষ্টে নিপতিত থাকে। প্রত্যেক সাধারণ রোগীর অবস্থা তাই।

[১২১]. একজন অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১২২]. সুয়ূতী : *জামেউল আহাদিস*, ২/৬, হাদিস : ৩৪৪৬

উপকারিতা

যখন কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় তখন তাকে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার বড় মেহেরবানী মনে করবে। তাকে কখনো আপন পুণ্য ও জ্ঞানের ফল মনে করবে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ ﴿٨﴾

"মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে সে তখন একনিষ্ঠ হয়ে তার রবকে ডাকে; পরে যখন তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। বল,'কুফরির জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম।"[১২২]

আরেকটি স্বর্গীয় বার্তা হচ্ছে-

فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

"মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে, অতঃপর আমি যখন তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, 'আমি তো আমার জ্ঞানের মাধ্যমে এটা লাভ করেছি।' বস্তুত এটা তাদের জন্য পরীক্ষা। কিন্তু ওদের অধিকাংশই বুঝে না।"[১২৩]

এ ধরনের মানুষ যখন দোয়া করে তা কবুল করা হয় না। যে মানুষ দয়াময় রবের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় ও নিয়ামতের শোকর করে না তার জন্য অনুগ্রহের পরিবর্তে শাস্তিই প্রাপ্য। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[১২২]. আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৮

[১২৩]. আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৪৯

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

"যে আমার স্মরণ হতে বিমুখ হয় তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।"[১২৪]

সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দাবি এই যে, অনুগ্রহের জন্য মানুষের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যে কৃতজ্ঞ তার জন্য প্রাচুর্যের দুয়ার খুলে যায়। হাদিস শরীফ ঘোষণা করেছে, 'নিয়ামত হচ্ছে বন্য জন্তুর মত। শোকরের[১২৫] মাধ্যমে এ থেকে আত্মরক্ষা কর।'[১২৬]

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"স্মরণ কর, তোমাদের রব ঘোষণা করেন,'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদের অবশ্যই অধিক দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে আমার শাস্তি হবে কঠোর।"[১২৭]

বাড়তি উপকারিতা

সাইয়্যেদুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দোয়া কবুল হলে নিম্নের দোয়া পাঠ করবে,

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ.

'সকল প্রসংশা ঐ মহান রবের, যার বদৌলতে ভাল কাজসমূহ পূর্ণতা লাভ করে।'[১২৮]

---

১২৪. আল-কুরআন, সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১২৪

১২৫. হাদিস শরীফ অনুযায়ী আল্লাহর নিয়ামত এত বেশুমার যে তারা সর্বত্র স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। শোকরের মাধ্যমে একে শিকার ও আয়ত্ব কর যেভাবে আয়াতে করিমায় বলা হয়েছে। জন্তু বলতে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল রহমতকে বুঝানো হয়েছে।

১২৬. গজ্জালী : *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, কিতাবুশ শুকর ওয়াস সবর, ৪/১৫৬

১২৭. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৭

১২৮. ১. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া, باب الدعاء إذا شفي من...اخ ২/২৪১, হাদিস : ২০৪৩
২. হিসনুল হাসীন : باب ما يقول من استحيب دعاؤه পৃষ্ঠা : ৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

দোয়া কবুলের সময়

[এ অধ্যায়ে দোয়া কবুলের সময় ও অবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী; হাদিস শরীফের বিবরণ ও দ্বীনের ইমাম গণের বর্ণনার ভিত্তিতে এ আলোচনা। কিছু নির্ধারিত সময় আছে যখন দোয়া কবুলের সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এ ধরনের মুহূর্ত সর্বমোট ৪৫টি। তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার ৩৬টির কথা উল্লেখ করেছেন। বাকী ৯টি দ্বীনের এ নগণ্য খাদিম কর্তৃক সংযোজিত।]

১. কদরের রাত

[অধিকাংশ আলিমের মতে ২৭শে রমজানের[১২৯] রাতই কদরের রাত।]

২. আরাফাতের দিন (৯ই জিলহজ্ব)।

[জাওয়ালের পর বিশেষত আরাফাতের ময়দানে।]

৩. সমগ্র রমজান মাস।

৪. জুমার রাত (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত)।

৫. জুমার দিন।

৬. গভীর মধ্য রাত যখন আল্লাহর নুরানী তজল্লির প্রকাশ ঘটে।

৭. ভোর রাত।

[রাতের ষষ্ঠ প্রহরে।][১৩০]

৮.জুমার দিন সূর্যাস্তের পূর্বে। অধিকাংশ শায়খের মতে এটাই সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সময়।

[জুমার এ সময় সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ৪০ টিরও বেশি মত প্রচলিত আছে। তাঁর মধ্যে ২টি মত খুবই জোরালো ও প্রসিদ্ধ এবং বিখ্যাত আলেম-উলামা ও মাশায়েখ কর্তৃক ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তাঁরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে থাকেন।

---

১২৯. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, গুণিয়াতুত তালেবীন কৃত সাইয়্যেদুনা গাউসুল আযম আবদ -আল কাদির জিলানী ও মা সাবাতা মিন আল-সুন্নাহ কৃত শায়খ আবদ-আল হক মুহাদ্দিস দেহলভী।

১৩০. মধ্য রাতের ঠিক পরে। সাইয়্যেদুনা রসূল করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় বিতর ও তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন।

একটা হচ্ছে যা বর্তমান সম্মানিত লেখক উল্লেখ করেছেন, জুমার দিনের শেষ সময়ে আসর নামাযের পরে সূর্যাস্তের আগ মুহূর্তে। এ সময়টা খুবই বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ।

'আশবাহ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে- এটা আমাদের সাধারণ অনুমান এবং হানাফী মাশায়েখ তা অবলম্বন করেছেন।[১৩১]

একইভাবে *'তাতারখানিয়াহ'*-তে বলা হয়েছে এটাই আমাদের মাশায়েখদের সাধারণ মত।[১৩২]

পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারীরাও এ মত পোষণ করেন। যেমন- সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সাইয়্যেদুনা কা'ব আল-আহবার রাদিয়াল্লাহু আনহু। সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন।[১৩৩] সাইয়্যেদা ফাতিমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহাও এ মত পোষণ করেন।[১৩৪]

ইমাম সাঈদ বিন মানসূর রাহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়্যেদুনা সালমা বিন আবদুর রহমান রাহমতুল্লাহি আলাইহির বরাত দিয়ে বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কতিপয় সম্মানিত সাহাবা একত্রিত হয়ে এ সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তাঁরা এ বিষয়ে একমত হন যে সে বিশেষ মুহূর্তটি জুমার দিনের সূর্যাস্তের পূর্বের শেষ সময়।[১৩৫] ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুহাম্মদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়াই রাহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম ইবনে যামাল রাঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর সাগরিদ ইমাম আলাঈ রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে একমত।[১৩৬]

ইমাম 'আমর বিন 'আবদিল বার রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কিছু হতে পারেনা।[১৩৭]

১৩১. *আল আসবাহ ওয়ান নাযায়ের* : কিতাবুস সালাত, পৃষ্ঠা : ১৩৯
১৩২. *তাতারখানিয়া* : কিতাবুস সালাত, ২৫তম অধ্যায় ফাযায়েলে জুমা, ২/৮৪
১৩৩. ১. মালেক : *আল-মুআত্তা*, কিতাবুল জুমা, باب ما جاء في الساعة التي في...الخ ১/১১৫-১১৬, হাদিস : ২৪৬
২. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, باب في الصلاة ، فضل الجمعة ৩/৯১-৯৩, হাদিস : ২৯৭৫
১৩৪. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, باب في الصلاة ، فضل الجمعة ৩/৯৩, হাদিস : ২৯৭৭
১৩৫. আসকালানী : ফতহুল বারী, কিতাবুল জুমা, باب الساعة التي في يوم...الخ ৩/৩৬৫, হাদিস : ৯৩৫
১৩৬. প্রাগুক্ত
১৩৭. প্রাগুক্ত

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী মক্কী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এ মতটিই অন্যান্য সকল মতের চেয়ে বেশি বিশুদ্ধ।[১৩৮]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বেশির ভাগ হাদিস এ মুহূর্তটিকেই নির্দেশ করে।[১৩৯] অতএব সম্মানিত লেখক অন্যান্যদের মতের ভিত্তিতে এ সময়টিকে নির্ধারণ করেছেন।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, ইমাম যখন খুতবা দিতে মিম্বরে দাঁড়ান তখন। তখন থেকে আরম্ভ হয়ে জুমার ফরজ সালাত সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এ সময়টুকু বজায় থাকে। সাইয়্যেদুনা আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদিসের সরাসরি বর্ণনা থেকে এ সময়টুকু নির্ধারণ করা হয়েছে।[১৪০]

ইমাম মুসলিম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ মতটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সঠিক। ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম ইবনে আরবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম কুরতুবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ মতের সমর্থক।[১৪১] ও ইমাম নবভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ মতটিই সঠিক।[১৪২] ফিকাহ ও হাদিসের অনেক গ্রন্থ এ মত সমর্থন করে। যেমন রাওদা ও দুররে মুখতার।[১৪৩]

এ দু'টো মতের পক্ষেই খুবই জোরালো প্রমাণ ও দলিল রয়েছে। আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী যে কোন মানুষ এ দুই মুবারক মুহূর্তে দোয়া করে অশেষ কল্যাণ হাসিল করতে পারে। এ দুই ওয়াক্তে দোয়া করার সমন্বয়ধর্মী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও কতিপয় বুযর্গ ইমামে দ্বীন। এ মত যুক্তিযুক্ত ও মহা উপকারী। কারণ উভয় সময়েই দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞানের মালিক।

১৩৮. প্রাগুক্ত
১৩৯. প্রাগুক্ত
১৪০. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুল জুমা, باب الساعة التي في يوم...الخ পৃষ্ঠা : ৪২৫, হাদিস : ৮৫৩
১৪১. আসকালানী : *ফতহুল বারী*, কিতাবুল জুমা, باب الساعة التي في يوم...الخ ৩/৩৬৫, হাদিস : ৯৩৫
১৪২. নবভী : *শরহে মুসলিম*, কিতাবুল জুমা, فضل في ذكر الساعة التي تقبل...الخ ১/২৮১
১৪৩. ১. *আদ দুররুল মুখতার* : কিতাবুস সালাত, ৩/৪৭-৪৮
২. আসকালানী : *ফতহুল বারী*, কিতাবুল জুমা, باب الساعة التي في يوم...الخ ৩/৩৬৫, হাদিস : ৯৩৫

আমার মতে বর্ণিত দ্বিতীয় সময়ে জুমার ফরজ সালাতে আত্তাহিয়াতু ও সালাওয়াত (দরুদ শরীফ) শেষ করে মনে মনে দোয়া করা যায়। দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্তটির সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ইমাম সাহেব এ সময় সামান্য বিরতি নেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

৯. বুধবার যোহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়।

[বিশেষত মসজিদে আল-ফাতাহতে বসে। এটা মদীনা মুনাওয়ারার অন্যতম একটি মসজিদ। এখানে খন্দকের যুদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।]

১০. মসজিদে যাওয়ার পথে।

১১. আযানের সময়।

[হাদিসে আছে, এ সময় আকাশের দরজা খুলে যায়।][১৪৪]

১২. তকবীর প্রদানের (ইকামত) সময়।

১৩. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।

১৪. ইমাম যখন ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন বলেন।.

[এ সময় আমীন বলবে। এটাই একটা দোয়া। অথবা মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।]

১৫-১৯. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর।

[সাইয়্যেদুনা আবু উমামাহ এর বরাত দিয়ে তিরমিযী ও নাসাঈ এ কথা বর্ণনা করেছেন। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেক সালাতের পরই দোয়া কবুল হয়। তাবরানী মু'জামুল কবীরে সাইয়্যেদুনা ইরবাজ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাত দিয়ে এ কথা বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি মারফু।][১৪৫]

গ্রন্থকার প্রত্যেক ফরয সালাতের পর দোয়া কবুলের বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অপশনটিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি।

২০. সিজদার সময়।

[সাইয়্যেদুনা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

[১৪৪]. ইবনে শায়বাহ : *আল-মুসান্নাফ*, কিতাবুদ দোয়া, باب الساعة التي يستحاب فيها الدعاء ৭/৩৫, হাদিস : ৭

[১৪৫]. عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلاةً فَرِيضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবীর*, ১৮/২৫৯, হাদিস : ৬৪৭

'বান্দা সিজদারত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন সময় আল্লাহর এত কাছকাছি হতে পারে না। অতএব সিজদারত অবস্থায় তার বেশি দোয়া করা উচিত।'][১৪৬]

২১. কুরআন শরীফ তিলওয়াতের পর।

২২. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শোনার পর।

২৩. কুরআন শরীফ খতম করার পর।

[বিশেষত তিলওয়াতকারীর অন্তত একটা দোয়া এ সময় কবুল হয়।][১৪৭]

২৪. মুসলমানরা জিহাদের জন্য যখন সারিবদ্ধ হয়।

২৫. কাফিরদের সাথে যখন পূর্ণোদ্যমে জিহাদ চলে।

২৬. যমযম শরীফের পানি পান করার পর।

[হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَ لَهُ 'যমযমের পানি তারই জন্যই যার জন্য তা পান করা হয়।'][১৪৮] এর অর্থ হচ্ছে যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হয় তা পূরণ হয়।

আরেকটি সহিহ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে- ইসলামের সূচনা লগ্নে যখন প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয়নি সাইয়্যেদুনা আবু যর গিফারী পূর্ণ এক মাস শুধু যমযমের পানি খেয়েই জীবন বাঁচিয়েছিলেন। তিনি মক্কা আল মুয়াজ্জমায় গোপনভাবে বাস করছিলেন। কাফিররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানত না। সেই কঠিন সময়ে তিনি খাবার ও পানীয় হিসাবে শুধু যমযমের পানিই পান করেছিলেন। এ পানিই তাকে পরিপূর্ণ খাদ্যমান সম্পন্ন পুষ্টি যুগিয়েছিল। এ সময় তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্য সতেজ ও সুস্থ ছিল।][১৪৯]

২৭. ইফতারের সময়।

[১৪৬]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুস সালাম, باب ما يقال في الركوع والسجود...الخ পৃষ্ঠা : ২৫০, হাদিস : ৪৮২

[১৪৭]. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবীর*, ১৮/২৫৯, হাদিস : ৬৪৭

[১৪৮]. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুল হজ্ব, باب الشرب من زمزم ৩/৪৯০, হাদিস : ৩০৬২ (এ হাদিসের বর্ণনাকারী ইমাম ইবনে আল লওজী। এ হাদিসের মর্ম হচ্ছে যমযমের পানি যে নিয়ত করে পান করা হয় তা পূরণ হয়।)

[১৪৯]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবু ফাযায়িলুস সাহাবা, باب من فضائل أبي ذر পৃষ্ঠা : ১৩৪১-১৩৪৩, হাদিস : ২৪৭২

২৮. বৃষ্টিপাতের সময়।

২৯. গৃহপালিত মোরগ যখন ডাকে।

[দোয়া কবুলের এ সকল সময়ের কথা হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। মোরগের ডাকের ব্যাপারে সাইয়্যেদুনা রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মোরগ রহমতের ফিরিশতাকে দেখে ও কথা বলে। এ সময় আল্লাহর রহমত কামনা কর।'[১৫০] আল্লাহর এ নগণ্য বান্দা মোরগের ডাক শুনে এ দোয়াটি পড়ি-

يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ صَلِّ عَلَى فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِ الْعَظِيْمِ.]

৩০. মুসলমানদের সমাবেশে।

[আলিমগণ বলেন, যেখানে ৪০ জন মুসলমান একত্রিত হয় সেখানে আল্লাহর একজন ওলী থাকেন।][১৫১]

৩১. মুসলমানদের যে মজলিসে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকির হয়।

[সহীহ হাদিস শরীফে বলা হয়েছে- মুসলমানদের মজলিসে দোয়া করা হলে ফিরিশতারা 'আমীন' বলে থাকেন।][১৫২]

৩২. মৃতব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময়।

[এখানেও হাদিস শরীফে বলা হয়েছে- মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় ভাল কথা বলবে। তখন যা বলা হয় ফিরিশতারা তদুত্তরে 'আমীন' বলে থাকেন।][১৫৩]

৩৩. হৃদয় যখন ক্রন্দন করে।

প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্মার ক্রন্দনের সময় তার সুবিধা গ্রহণ কর। কারণ তখন রহমতের সময়।[১৫৪]

৩৪. সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়তে থাকে।

---

১৫০. বুখারী : *আস্ সহীহ*, কিতাবু বদয়িল খালক, باب خير مال المسلم...الخ ২/৪০৫, ৪০৬, হাদিস : ৩৩০৩

১৫১. ১. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবীর*, ১/১৯০, হাদিস : ৫০২
২. *জামেউস সগীর* : পৃষ্ঠা : ৫০, হাদিস : ৭১৪
৩. মুনাবী : *ফয়জুল কদির*, ১/৪৯৭, হাদিস : ৭১৪

১৫২. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/২২২, হাদিস : ১৮৭২

১৫৩. মুসলিম : *আস্ সহীহ*, কিতাবুল জানায়েয, باب في اغماض الميت...الخ পৃষ্ঠা : ৪৫৮, হাদিস : ৯২০

১৫৪. (দায়লামী সাইয়্যেদুনা উবাই ইবনে কা'ব আল-আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন।) হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/৪৮, হাদিস : ৩৩৬৭

[হাদিস শরীফে বলা হয়েছে-

إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

'সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে তখন আকাশের দরজা খোলা হয়।'[১৫৫]

একই ভাবে অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, ছায়া যখন দিক পরিবর্তন করে ও বায়ূ বইতে থাকে তখন আল্লাহর কাছে নিজের আরজি পেশ কর। এ হচ্ছে আউয়াবিনের সময়। (আউয়াবিন মানে যারা তওবা করে।)

সাইয়্যেদুনা ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়তে দায়লামী ও ইমাম আবু নাঈম রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ কথা বর্ণনা করেছেন।][১৫৬]

৩৫. রাতে ঘুম হতে জাগরিত হওয়ার পর।

[সাইয়্যেদুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন রাতে ঘুম হতে জাগরিত হয়ে এ দোয়া পড়বে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

এর পর বলবে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِـى। অথবা সাইয়্যেদুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন দোয়া করবে তোমাদের দোয়া কবুল হবে এবং তোমরা যদি ওযু করে ২ রাকাত সালাত আদায় কর তাহলে তা কবুল করা হবে।[১৫৭]

৩৬. সূরা ইখলাস তিলওয়াতের পর এবং অন্যান্য একই রকম সময়।]

---

১৫৫. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, আবওয়াবু ইকামাতিস সালাত, باب في الأربع الركعات قبل الظهر ২/৪০, হাদিস : ১১৫৭

১৫৬. ১. আবু নায়ীম : *হুলয়াতুল আউলিয়া*, ৭/২৬৭, হাদিস : ৪৭৪
২. মুনাবী : *ফয়জুল কদির*, ১/৫২৩, হাদিস : ৭৭১
৩. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/৪৬, হাদিস : ৩৩৪৫-৪৬

১৫৭. সাইয়্যেদুনা উবাইদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

[গ্রন্থকার কর্তৃক এ ৩৬ টি সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আল্লাহর এ গোলাম বাকী ৯টি সময়ের কথা বর্ণনা করছে।

৩৭. রজবের চাঁদ দেখা গেলে।

৩৮. বরাতের রাতে (১৪ শাবান দিবাগত রাত)

৩৯. ঈদুল ফিতরের রাত।

৪০. ঈদুল আযহার রাত।

ইমাম ইবনে আসাকির রাহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়্যেদুনা আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন, ইসলামের নবী সাইয়্যেদুনা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَمْسُ لَيَالٍ لاَ تُرَدُّ فِيْهِنَّ الدَّعْوَةُ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ.

'পাঁচটি রাত এমন আছে যাতে তোমাদের দোয়া ফেরত দেয়া হবে না, রজবের প্রথম রাত, বরাতের রাত, জুমার রাত, ঈদুল ফিতর রাত ও ঈদুল আযহার রাত।'[১৫৮]

৪১. রাতের ১ম চতুর্থাংশ।

৪২. রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

৪৩. আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর।

৪৪. সুরা আনআমে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহর জাতবাচক নাম পরপর দু'বার উচ্চারণের মধ্যবর্তী সময়-

مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ﴿١٢٤﴾

এ আয়াতে দু'বার আল্লাহ শব্দ আছে। প্রথম আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করার পর দোয়া করবে ও এরপর দ্বিতীয় আল্লাহ শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে তিলওয়াত শুরু করবে।

৪৫. সহীহ বুখারী শরীফ পাঠ করার সময় যখন বদরী সাহাবাদের নাম আসে।

[১৫৮]. ইবনে আসাকির : *তারিখে দিমশক*, ১০/৪০৮

৩৬ নং সময়ের কথা উল্লেখ করার সময় আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখক অন্যান্য একই রকম সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ইঙ্গিত আছে এতেই (৩৬-এ) শেষ নয় দোয়া কবুলের সমরূপ আরো সময় আছে। তাই আল্লাহর এ গোলাম আরও ৯টি সময়ের কথা এখানে শরাহ হিসাবে সংযুক্ত করেছেন। 'ওগায়রা জালিকা' বলে এখানে শেষ করা হয়েছে। অর্থ: একই রকম সময় আরো আছে যা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরম দয়াময় আল্লাহর দয়া ও রহমত বিশুদ্ধ ও অফুরন্ত। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

চতুর্থ অধ্যায়

দোয়া কবুলের স্থান

[দোয়া কবুলের স্থান ৪৪টি। মূল গ্রন্থকার ২৩টি স্থানের উল্লেখ করেছেন। আমি সাথে আরো ২১টি স্থানের কথা সংযুক্ত করেছি।]

১. পবিত্র কা'বা ঘরের মাতাফে।

[মসজিদুল হারামের বৃত্তাকার কেন্দ্রিয় অংশ। এ অংশেই হাজী সাহেবগণ তওয়াফ করেন। কাবাঘর মাতাফের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সাইয়্যেদুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এটাই মসজিদুল হারামের সীমারেখা।][১৫৯]

২. মুলতাযিমে।

[কাবার পূর্ব সীমানার দেয়ালের দরজার নীচে। দক্ষিণ দিকে হাযরে আসওয়াদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে সবাই দোয়ার জন্য অবস্থান করেন। সাইয়্যেদুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلُ مُتَشَبِّثًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ قَائِلاً يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لاَ تَزِلْ عَنِّي نِعْمَةً أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ.

'যখন তিনি চাইতেন এখানেই হযরত জিবরাঈল ফিরিশতাকে তিনি দেখতে পেতেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলতেন, يَا مَاجِدُ ، يَـا وَاجِـدُ আপনার অফুরন্ত রহমত থেকে আমাকে মাহরুম করবেন না।'[১৬০]

আলহামদু লিল্লাহ! নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীপ্তিময় আভার বরকতে আল্লাহ সুবহানুতা'আলা পবিত্র কাবা যিয়ারতের সময় আমার হৃদয়ে এ দোয়াটি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। আমি মুলতাজিমে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে কাঁদতে থাকি আর বেশ কয়েকবার উক্ত দোয়াটি পড়তে থাকি। আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস দয়াময় আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন।]

৩. মুস্তাযার।

রুকনে আল শামী ও রুকনে আল ইয়ামানীর মাঝামাঝি এর অবস্থান। মুলতাযিমের বরাবর বিপরীত দিকে।

[১৫৯]. গ্রন্থকারের জাওয়াহিরুল বয়ান থেকে উদ্ধৃত

[১৬০]. মিরকাতুল মাফাতিহ : কিতাবুদ দাওয়াত, باب أسماء الله تعالى ৫/১০৬, হাদিস : ২২৮৮

[কা'বা ঘরের পশ্চিমের দেয়ালের দিকে বদ্ধ করে দেয়া দরজা ও রুকনে আল ইয়ামানীর মাঝ বরাবর মুলতাযিমের বিপরীত দিকে।]

৪. কা'বার ভেতর।

৫. মিযাবে রহমতের নীচে।

৬. হাতিমে।

৭. হাযরে আসওয়াদের নিকটে।

[তওয়াফ করার সময়। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, এখানে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করতে হয়। এ দোয়ার বিপরীতে 'আমীন' 'আমীন' বলার জন্য ১০০০ ফিরিশতা উপস্থিত থাকেন।][১৬১]

وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمِينَ.

৮. রুকনে আল ইয়ামানীতে।

৯. মাকামে ইবরাহিমের পেছনে।

১০. যমযম কূপের কাছে।

১১. সাফা পর্বতে।

১২. মারওয়া পর্বতে।

১৩. সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে (সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত) মাইলেইন আখদারাইন।

১৪. আরাফাতে বিশেষত যেখানে সাইয়্যেদুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিবির স্থাপন করেছিলেন।

১৫. মুযদালিফায় বিশেষত মসজিদে মাশআরুল হারামে।

১৬. মিনায়।

১৭. ছোট যামরায়।

১৮. মেঝ যামরায়।

১৯. বড় যামরায়।

২০. যে দিক থেকে বা যতদূর থেকে হোক যখন পবিত্র কাবা ঘর চোখে পড়ে।

[১৬১]. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুল মানাসিক, باب فضل الطواف ৩/৪৩৯, হাদিস : ২৯৫৭

[এগুলো হচ্ছে সে সব স্থান যেখানে বিজ্ঞ আলেমদের মতে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়। অন্যান্যরা বলেন এ সব স্থানে সব সময়েই দোয়া কবুল হয়ে থাকে।]

২১. মসজিদে নববী শরীফ।

২২. যে সমস্ত স্থানে দোয়া একবার কবুল হয়েছে সেসব স্থানে আবারো দোয়া করা উচিত। মহান আল্লাহ পবিত্র কালামে বলেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ﴿٣٨﴾

"সেখানেই যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করল।"[১৬২]

[কোন নির্দিষ্ট স্থানে যদি কারো নিজের দোয়া কবুল হয়ে থাকে কিংবা অন্য কোন মুসলমানের দোয়া কবুল হয়ে থাকে সে স্থানটিকে দোয়ার জন্য বেছে নেয়া উচিত। এটা সাইয়্যেদুনা নবী যাকারিয়ার আলাইহিস সালামের দোয়ার স্থান বেছে নেয়ার মত। তিনি সে স্থানটিকে সন্তান কামনার স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন যেখানে সাইয়্যেদা হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালামের অলৌকিক সন্তান ধারণের সময় বিনা মৌসুমের ফল ফলাদির আয়োজন দেখতে পেয়েছিলেন। যা ছিল কুদরতে ইলাহির উপহার। এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গ্রন্থকার পবিত্র কালামের উল্লিখিত আয়াত শরীফটি উদ্ধৃত করেছেন।]

২৩. আওলিয়া ও উলামাদের মজলিসে। আল্লাহ আমাদের ওপর তাঁদের ফয়েজ ও বরকত নাযিল করুন। আমীন!

[আল্লাহ রব্বুল আলামীন হাদিসে কুদসিতে বলেন,

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

'আমার এমন অনেক বান্দা আছে যাদের বৈঠকে কেউ বসলে সে কখনো দূর্ভাগা ও বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।'][১৬৩]

এ পর্যন্ত গ্রন্থকার ২৩ টি দোয়া কবুলের স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। এখন আমি পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাকী ২১ টি স্থানের কথা উল্লেখ করছি।

[১৬২]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৮

[১৬৩]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া.....، باب فضل مجالس الذكر পৃষ্ঠা : ১৪৪৪, হাদিস : ২৬৮৯

২৪. সাইয়্যেদুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফে।

ইমাম ইবনুল জযরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দোয়া যদি এখানে কবুল না হয় তাহলে আর কোথায় কবুল হবে? আমি বলতে চাই, পবিত্র কালামে নিম্নে বর্ণিত আয়াত শরীফ এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য প্রয়োজনের চেয়েও যথেষ্ট-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

"যখন তারা নিজেদের প্রতি কোন জুলুম করে তখন তারা তোমার নিকট আসলে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।"[১৬৪]

যদিও পরম দয়ালু ও পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ তাঁর অসীম রহমতের কল্যাণে আমাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন তথাপি পাপ মোচনের জন্য তিনি উল্লিখিত পদ্ধতি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে এসে ওয়াহাবিরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং প্রতারণা ও বিপর্যয়ের অন্ধকূপে নিপতিত হয়। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এমন প্রতারণা হতে রক্ষা করুন! আমীন!

২৫. মহানবীর মিম্বরের কাছে।

২৬. মসজিদে নববীর স্তম্ভসমূহের নিকটে।

২৭. মসজিদে কুবা শরীফে।

২৮. মসজিদে ফাতহে। বিশেষত বুধবার যোহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি অকাট্য ধারাবর্ণনা পরম্পরায় ও ইমাম বায্যার রাহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়্যেদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাইয়্যেদুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার পরপর তিন দিন মসজিদে আল ফাতহে দোয়া করেন। বুধবার যোহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন।

[১৬৪]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৬৪

এতে সাইয়্যেদুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানী চেহারায় প্রশান্তির ভাব ফুটে ওঠে। সাইয়্যেদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যখন আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সম্মুখীন হতাম, তখন মসজিদে ফাতহে গিয়ে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময় দোয়া করতাম আর সে দোয়া আল্লাহর রহমতে কবুল হত।

২৯. ঐ সমস্ত মসজিদ যা সাইয়্যেদুনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত করা হয়।

৩০. ঐ সমস্ত কূপ যা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত করা হয়।

৩১. উহুদের পাহাড়।

৩২. যে সমস্ত স্থানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় অবস্থান করেছিলেন।

৩৩. জান্নাতুল বাকী ও উহুদের কবরস্তান।

৩৪. শোহাদায়ে উহুদের মাযারস্থল।

২২ ও ২৩ নং স্থান ব্যতীত বাকী ৩২ টি স্থানের প্রত্যেকটি হারামাইন শরীফাইনের[১৬৫] চৌহদ্দিতে অবস্থিত।

৩৫. বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় ইমাম হযরত আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর মাযার।[১৬৬] সাইয়্যেদুনা ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যখন তাঁর কোন ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা হত তিনি দু'রাকাত নফল নামায পড়তেন। এরপর ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর কবরে যেতেন ও সেখানে দোয়া করতেন। মহান আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করতেন। ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ কথা তাঁর বই *'খায়রাত আল হিসান ফি মানাকিব আল ইমাম আল আযম আবি হানিফা আল নোমান'* – এ বর্ণনা করেছেন।[১৬৭]

৩৬. সাইয়্যেদুনা ইমাম মূসা আল কাযিম রাহমতুল্লাহি আলাইহির রওজা মুবারক।[১৬৮] ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কবর সম্পর্কে বলেন, তাঁর মাযার এমন এক স্থান যেখানে দোয়া কবুলের নিশ্চয়তা রয়েছে।[১৬৯]

---

১৬৫. মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারা।

১৬৬. ইরাকের রাজধানী বাগদাদের আদিমিয়ায় তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত।

১৬৭. ইবনে হাজর মক্কী : আল-খায়রাতুল হিসান, অধ্যায় : ৩৫, পৃষ্ঠা : ২৩০

১৬৮. ইরাকের রাজধানী বাগদাদের কাযিমাইনে তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত।

১৬৯. আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী : লুমআতুত তানকীহ, কিতাবুল জানায়ে, باب زيارة القبور ৪/৩৭৮

৩৭. গাউসে পাক হযরত গাউসুল আযম সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর মাযার।[১৭০]

৩৮. সাইয়্যেদুনা শায়খ মারুফ আল কারখি রাহমতুল্লাহি আলাইহির মাযার। ইমাম সৈয়দ আবদুল বাকী যুরকানী শরহে মওয়াহীব-এ লিখেছেন, তাঁর মাযার দোয়া কবুলের প্রমাণিত স্থান। বর্ণিত আছে, কেউ যদি তাঁর মাযারে বসে ১০০ বার সুরা ইখলাস পড়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে তাহলে তার হাজত পূর্ণ হয়।[১৭১]

৩৯. মহান খাজা সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী আজমিরী রাহমতুল্লাহি আলাইহির মাযার।[১৭২]

৪০. ইমাম মালিকউল উলামা শায়খ আবু বকর মাসউদ আল-কাশানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[১৭৩]ও তার মহিয়সী বিবি ফকীহা ফাজিলা সৈয়দা ফাতিমা রাহমতুল্লাহি আলাইহা, যিনি একজন বিখ্যাত আলীমা ও ফকীহা ছিলেন। এ দু'জনের কবরের মধ্যবর্তী স্থান। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[১৭৪] তাঁর রদ্দুল মুহতার কিতাবে এ বর্ণনা দিয়েছেন।

৪১. একই রকম মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে হযরত সাইয়্যিদি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ কারশী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত সাইয়্যিদ ইমাম ইবনে রাসলান রাহমতুল্লাহি আলাইহির মাযার।[১৭৫]

৪২. ইমাম যুরকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি. সাইয়্যেদুনা ইমাম আসহাব রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম ইবনে কাসিম রাহমতুল্লাহি আলাইহির বিষয়ে একই কথা লিখেছেন। এঁদের মাযারে উভয় কবরের মধ্যবর্তী জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথমে ১০০বার সুরা ইখলাস পড়বে। তারপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাবে। সে দোয়া কবুল হবে।

৪৩. সাইয়্যেদুনা ইমাম লাল মুহাম্মদ আহমদ বিন আলী হামদানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির মাযার।[১৭৬]

---

১৭০. ইরাকের রাজধানী বাগদাদে তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত।

১৭১. যুরকানী : *শরহুল মওয়াহিব*, মাকসাদ : ৭, ৯/১৩৮

১৭২. ভারতের আজমীরে তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত।

১৭৩. সিরিয়ার দামেস্কে তাঁদের পবিত্র মাযার অবস্থিত।

১৭৪. সিরিয়ার দামেস্কে বাব আল সগীরে তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত।

১৭৫. বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁদের পবিত্র মাযার অবস্থিত। ইমাম যুরকানী তার শরহে মাওয়াহিবে তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। (যুরকানী : *শরহুল মওয়াহিব*, মাকসাদ : ৭, ৯/৬৬)

১৭৬. ১. কাশফুয যুনুন, ২/১৭৩৬
২. হাদয়াতুল আরেফীন, ১/৬৯

৪৪. একইভাবে সকল আওলিয়া, সালেহীন ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মাযার সমূহ। একইভাবে তাঁদের খানকাহ ও বিশ্রামস্থলসমূহ। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের রুহানী ফয়েজ ও বরকত দান করুন । আমীন!

১৭ রবিউল আখির ১৩৯৩ হিজরি। ১২ মে ১৮৭৬ ইং। আমার বয়স তখন ২১ বছর। সেদিন আমি হুজুর পুরনূর মাহবুবে ইলাহি হযরত খাজা সুলতান সাইয়্যিদ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন সুলতানুল আউলিয়া রাহমতুল্লাহি আলাইহির মাযার শরীফ জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করি। আমার সাথে ছিলেন আমার বুযর্গ পিতা (বর্তমান গ্রন্থের মূল লেখক) এবং আরিফ ও ইমাম হযরত মাওলানা আবদুল কাদির ওসমানী আল-বাদায়ুনী কাদেরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি। পবিত্র মাযার চত্বরে ছিল প্রচুর লোক সমাগম। চারিদিকে গান বাদ্য। অনভিপ্রেত হৈ হুল্লোড়। সুফিদের মহান সরদারের মাযারে প্রবেশের জন্য যে একটা শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ দরকার তার বালাই ছিল না। একটু যে মনোসংযোগ করব তার কোন উপায় ছিল না। বারবার মনের প্রশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছিল। আমার সাথের মুরুব্বিগণ ছিলেন আওলিয়া শ্রেণীর। তাঁরা প্রশান্ত মনে মাযারে প্রবেশ করতে কোন মানসিক বাধার সম্মুখীন হলেন না। অস্থির চিত্তে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই সম্মানিত বুযর্গ মাহবুবে ইলাহির মাযারে প্রবেশের জন্য মনের স্থিরতা ও একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য আমি বেকারার হয়ে পড়েছি। মহান সুফির আশীর্বাদপ্রাপ্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থায় নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহর প্রিয় ওলী! এই গোলাম আপনার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এত বেশি হৈ হুল্লোড় যে আমার মনোযোগ একদম নষ্ট হয়ে গেছে।" এরপর বিসমিল্লাহ বলে রওজা মুকাদ্দাসের ভেতরে ডান পা রাখলাম। যখনই আমার ডান পা মাযার শরীফের মেঝ স্পর্শ করল আল্লাহর রহমতে পুরো পরিবেশ শান্ত ও নীরব হয়ে গেল। কোথাও কোন আওয়াজ মাত্র নেই। মনে হল হঠাৎ বুঝি সবাই বোবা হয়ে গেছে। আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেখি সবাই আগের মতই ব্যস্ত। ব্যাপার কী জানার জন্য আমি ডান পাটি বাইরে নিয়ে আসি। দেখি আগের মত হৈ চৈ, চেঁচামেচি, চিৎকার সমানেই চলছে। আবার আমি বিসমিল্লাহ বলে দ্বিতীয় বার ডান পা মাযার শরীফের ভেতরে ঢুকালাম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি সমস্ত কোলাহল এক লহমায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি বুঝলাম এটা হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ ও সুলতানুল আউলিয়ার কেরামত ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা ছিল আমার ওপর বিশেষ রহমত এরজন্য আমি আল্লাহর দরবারে

শোকরিয়া জানালাম। মহান খাজার রওজা শরীফে আমি মোরাকাবায় রত হলাম। ভেতরকার অবস্থা ছিল খুবই পবিত্র। চারিদিকে পিনপতন নীরবত। খাজায়ে খাজেগানের সান্নিধ্যে আমি বসে রইলাম। মোরাকাবায় আমার ফয়েজ ও বরকত লাভ হয়। মহান ওলী একসময় আমাকে বিদায় দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। বাম পা বাইরে রাখার সাথে সাথে আগের মত প্রচন্ড চিৎকার শুরু হল। এটা এত বেশি তীব্র ছিল যে খানকাহ হতে আমাদের কক্ষে ফিরে আসা ছিল রীতিমত দুঃসাধ্য। এই গোলাম এ অলৌকিক ও আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা দু'টি কারণে প্রকাশ করছে। প্রথমত এটা ছিল আল্লাহর তরফ হতে বড় নিয়ামত ও রহমত। এবং আল্লাহ সুবহানু তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন-

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

"মানুষের কাছে তোমার রবের নিয়ামতের কথা ঘোষণা করে দাও।"[১৭৭]

দ্বিতীয়ত এটি মহান আওলিয়াদের যারা ভক্ত ও অনুরক্ত তাদের জন্য গৌরব ও সুসংবাদ বিশেষ। যারা আওলিয়াদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে ও তাঁদেরকে অবমাননার দৃষ্টিতে দেখে তাদের মুখ ধুলি ধুসরিত হোক।

আমি মহিমান্বিত রবের দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর প্রিয় বান্দা ওলী আল্লাহগণের উসিলায় আমাদের সকলকে দুনিয়ার জীবনে, কবরে ও আখিরাতে তাঁর রহমত ও বরকত দান করেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

[১৭৭]. আল-কুরআন, সূরা আদ দোহা, আয়াত : ১১

পঞ্চম অধ্যায়

ইসমে আযম ও গ্রহণযোগ্য কালাম

[এ অধ্যায়ে ২০টি সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি সুযোগ্য গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত বাকী ১১টি এই কাদেরী গোলামের সংযোজন।]

সু-সংবাদ ১ : হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নের আয়াতটি ইসমে আযম।

لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾

"আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই ,আপনি তো পবিত্র, মহান! আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৭৮]

যে কেউ এ আয়াত পড়ে দোয়া করবে তা কবুল হবে। আলিমগণ বলেন, যে কোন মুসিবত দূরীকরণে এ দোয়া খুবই কার্যকরী।[১৭৯]

[সাইয়্যেদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى اِسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى؟ اَلدَّعْوَةُ الَّتِيْ دَعَا بِهَا يُونُسَ حَيْثُ نَادَاهُ فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ». فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ كَانَتْ لِيُونُسَ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَلاَ تَسْمَعُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ».

'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর সেই ইসমে আযম সম্পর্কে জানাব না, যার দ্বারা তোমরা তাঁকে ডাকবে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন, তোমরা এর মাধ্যমে তাঁর কাছে কোন কিছু চাইবে তিনি তা তোমাদের দেবেন। তা হচ্ছে সাইয়্যেদুনা হযরত নবী ইউনূস আলাইহিস সালামের দোয়া, যিনি তিন অন্ধকারে অবস্থানের সময় সে দোয়া করেছিলেন। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين একজন

[১৭৮]. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭

[১৭৯]. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া, ২/১৮৪, হাদিস : ১৯০৮, হিসনে হাসীন, পৃষ্ঠা : ৩৩

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ দোয়া কি নবী ইউনূস আলাইহিস সালামের জন্য খাস নাকি তা সকল সাধারণ মুসলমানদের জন্যও? তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর এ আদেশ লক্ষ্য করনি বা শোননি? তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদিগকে উদ্ধার করে থাকি।'[১৮০]

সু-সংবাদ ২ : আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

তার প্রার্থনা শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি এমন এক ইসমে আযম যোগে আল্লাহকে ডেকেছ যা সহকারে ডাকলে তিনি তা প্রদান করেন, তুমি যদি এর দ্বারা দোয়া কর তাহলে তিনি তা কবুল করবেন।"[১৮১]

ইমাম আবুল হাসান আলী মাকদাসী রাহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আবদুল আযিম আল-মুনযারি রাহমতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম ইবনে হাযর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ বলেছেন, এ হাদিস শরীফে কোন সন্দেহ নেই এবং ইসমে আযম হিসাবে এটা প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ।[১৮২]

সু-সংবাদ ৩ : হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, এ দু'আয়াতে ইসমে আযম রয়েছে-[১৮৩]

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿الم اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾.

[১৮০]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম তিরমিজি, নাসা'ঈ, হাকিম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত। (হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া, ২/১৮৪, হাদিস : ১৯০৮)

[১৮১]. (ইমাম আহমদ, ইবনে আবি শায়বাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান এবং হাকেম কর্তৃক এ হাদিস বর্ণিত।) ১. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৯/, হাদিস : ২৩০১৩

২. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুল ভিতির, باب الدعاء ২/১১৩, হাদিস : ১৪৯৩-৯৪

[১৮২]. *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩১৭, হাদিস : ২

[১৮৩]. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء في جامع الدعوات ৫/২৯১, হাদিস : ৩৪৮৯

[সাইয়্যেদা আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে ইবনে আবি শায়বাহ, আবু দাউদ, তিরিমিযি এবং ইবনে মাজা রাহমতুল্লাহি আলাইহিম এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।]

সু-সংবাদ ৪ : কোন কোন আলেম বলেন, এ বাক্যে ইসমে আযম রয়েছে-

يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

[ইমাম সারি বিন ইয়াহইয়া রাহমতুল্লাহি আলাইহি কোন একজন ওলী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি ইসমে আযম সম্পর্কে জানিয়ে দেন। তখন আমি একটি তারকা দেখতে পাই যার মধ্যে মুদ্রিত ছিল-

بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.]

সু-সংবাদ ৫ : কোন কোন বুযর্গ ব্যক্তি বলেন, ইসমে আযম হচ্ছে-

يَا اَللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ.

সু-সংবাদ ৬ : সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন সাইয়্যেদুনা যায়িদ বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়া করছেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ يَا حَنَّانُ

يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

তাঁর প্রার্থনা শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা এমন এক ইসমে আযম যা দ্বারা আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেন এবং কোন কিছুর প্রার্থনা করলে তা তিনি দান করবেন।[১৮৪]

সু-সংবাদ ৭ : হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, একদিন সাইয়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই বলে দোয়া করছিলেন-

[১৮৪]. (সাইয়্যেদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ইমাম আহমদ, ইবনে আবি শায়বাহ, ইবনে হাব্বান এবং হাকিম রাহমতুল্লাহি আলাইহিম এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।)
১. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৪/৫২৮, হাদিস : ১৩৮০০,
২. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুদ দোয়া, باب اسم الله الأعظم ৪/২৭৬, হাদিস : ৩৮৫৮,
৩. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর..., ২/১৮১, হাদিস : ১৮৯৯

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمٰنَ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ

بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي.

হাবিবে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া শুনে বললেন, এর মধ্যে ইসমে আযম রয়েছে।[১৮৫]

সু-সংবাদ ৮ : সাইয়্যেদুনা আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইসমে আযম হচ্ছে رَبِّ رَبِّ।[১৮৬]

সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কোন বান্দা যখন বলে, يَا رَبِّ يَا رَبِّ তখন আল্লাহ বলেন, لَبَّيْكَ। হে বান্দা তুমি প্রার্থনা কর তা কবুল করা হবে।[১৮৭]

সু-সংবাদ ৯ : সাইয়্যেদুনা ইমাম যায়নুল আবিদিন স্বপ্নে দেখেন ইসমে আযম হচ্ছে-

اَللهُ اَللهُ اَللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.[১৮৮]

সু-সংবাদ ১০ : সাইয়্যেদুনা আবু উমামা আল বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র হযরত কাসিম বিন আবদুর রহমান শামী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ হচ্ছে ইসমে আযম।[১৮৯]

সু-সংবাদ ১১ : ইমাম কাজী আয়ায রাহমতুল্লাহি আলাইহি কোন উলামার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, কলেমায়ে তাওহীদ হচ্ছে ইসমে আযম।[১৯০]

সু-সংবাদ ১২ : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রাহমতুল্লাহি আলাইহি সহ আরো কিছু বুযর্গ ব্যক্তি বলেছেন, هُوَ শব্দ হচ্ছে ইসমে আযম।[১৯১]

[১৮৫]. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুদ দোয়া, باب اسم الله الأعظم ৪/২৭৮, হাদিস : ৩৮৫৯
[১৮৬]. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর..., ২/১৮২, হাদিস : ১৯০৩
[১৮৭]. (সাইয়্যেদা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার বরাতে ইবনে আবিদ দুনিয়া কর্তৃক বর্ণিত)
১.মুনযরী : *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩২০, হাদিস : ১১
২. আসকালানী : *ফতহুল বারী*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب لله مائة اسم غير واحدة ১১/১৮৯
[১৮৮]. আসকালানী : *ফতহুল বারী*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب لله مائة اسم غير واحدة ১১/১৮৯
[১৮৯]. (সাইয়্যেদা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার বরাতে ইবনে আবিদ দুনিয়া কর্তৃক বর্ণিত)
১.মুনযরী : *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩২০, হাদিস : ১১
২. *হিসনুল হাসীন*, باب اسم الله تعالى الأعظم পৃষ্ঠা : ৩৩
[১৯০]. আসকালানী : *ফতহুল বারী*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب لله مائة اسم غير واحدة ১১/১৮৯

সু-সংবাদ ১৩ : অধিকাংশ আলেমদের মতে اَللّٰهُ শব্দটিই ইসমে আযম।[১৯২]

সাইয়্যেদুনা গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদির জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ শব্দকে প্রকৃতই ইসমে আযম রূপে পেতে চাইলে তা বিশুদ্ধ চিত্তে ও প্রকৃত অর্থে অন্তরে অন্য কারো বা কোন চিন্তা ছায়াপাত বা উপস্থিতি ছাড়া উচ্চারণ করতে হবে।[১৯৩]

সু-সংবাদ ১৪ : কোন কোন আলেম 'বিছমিল্লাহ' কে ইসমে আযম রূপে গণ্য করেছেন।

সাইয়্যেদুনা গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদির জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একজন আরিফের জিহ্বায় 'বিছমিল্লাহ' উচ্চারণ মহান সৃষ্টিকর্তার কুদরতি কালাম "كُنْ" (হয়ে যাও) শব্দের মত।[১৯৪]

সু-সংবাদ ১৫ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন বান্দা এ সমস্ত কালামের সাহায্যে আল্লাহকে ডাকবে ও তাঁর কাছে কোন কিছু কামনা করবে তিনি তা পূরণ করবেন-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.[১৯৫]

সু-সংবাদ ১৬ : এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যে কেউ যদি يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ তিন বার বলবে ফিরিশতারা বলবেন, এখন কিছু চাও কারণ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ তোমার দিকে নজর দিয়েছেন।[১৯৬]

সু-সংবাদ ১৭ : ৫ বার يَا رَبَّنَا বলার ফযীলত সম্পর্কে ইমাম জাফর সাদিক রাহমতুল্লাহি আলাইহির মন্তব্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১৯২. ১. *আল হাভি লিল ফতোয়া*, الدر المنظم في الإسم الأعظم ১/৪৭৩
২. রাযী : *তাফসীরে কবির*, ১/১৩৯-১৪০ ও ২/১৫০-১৫২

১৯৩. মোল্লা আলী কারী : *মিরকাতুল মাফাতীহ*, شرح مقدمة الكتاب ১/৪১

১৯৪. *বাহজাতুল আসরার*, ذكر فصول من كلامه مرصعًا...الخ পৃষ্ঠা : ১৩৫

১৯৫. প্রাগুক্ত

১৯৬. ১. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবির*, ১৯/৩৬১, হাদিস : ৮৪৯
২. তাবরানী : *আল-মু'জামুস সগীর*, ৬/২৩৮, হাদিস : ৮৬৩৪
৩. হাইসমী : *মাজমাউয যওয়ায়েদ*, কিতাবুল আদইয়া, باب فيما يستفتح به الدعاء ১/২৪১, হাদিস : ১৭২৬৪

১৯৭. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর..., ২/২৩৯, হাদিস : ২০৪০

সু-সংবাদ ১৮ : আসমাউল হুসনা পাঠ করার মরতবাও একই রকম।

সু-সংবাদ ১৯ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ বলতে শুনে বললেন, এখন কিছু চাও তোমার দোয়া কবুল করা হয়েছে।[১৯৭]

সু-সংবাদ ২০ : সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম একবার আমার কাছে কিছু দোয়ার তুহফা নিয়ে এসে বললেন, আপনার যদি কোন হাজত থাকে, তাহলে এ সমস্ত কালাম পড়ে দোয়া করুন।

يَا بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ، يَا كَاشِفَ السُّوءِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا مُجِيْبَ دُعَاءِ الْمُضْطَرِّيْنَ، يَا إِلَهَ الْعَالَمِيْنَ بِكَ أُنْزِلَ حَاجَتِيْ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا فَاقْضِهَا.[১৯৮]

---

১৯৭. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب ماجاء في عقد التسبيح باليد ৫/৩১২, হাদিস : ৩৫৩৮

১৯৮. ১. তাবরানী : *আল-মু'জামুল আওসাত*, ১/৫৫, হাদিস : ১৪৫
২. হাইসমী : *মাজমাউয যওয়ায়েদ*, কিতাবুল আদইয়া, باب الأدعية المأثورة ১০/২৮৪, হাদিস : ১৭৩৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

দোয়া কবুলে প্রতিবন্ধকতা

[এ অধ্যায়ে দোয়া পূরণের ১৫টি প্রতিবন্ধকতা বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে মূল গ্রন্থকার ৫টি বর্ণনা করেছেন। বাকী ১০টি আমি সংযোজন করেছি।]

প্রিয় ভাইয়েরা! তোমার দোয়া যদি কবুল না হয় তজ্জন্য নিজের ত্রুটি ও অযোগ্যতাকে দায়ী করবে। কখনো অযথা মহিমান্বিত আল্লাহকে দোষারোপ করবে না। আল্লাহর রহমতে কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু তোমার দোয়ার মধ্যে ঘাটতি থাকতে পারে।

তাই হে প্রিয় ভাই! জেনে রেখ দোয়া কেন কবুল হয় না তার কিছু কারণ আছে।

কারণ ১ : দোয়ার শর্ত লঙ্ঘন বা রীতি বর্জন। এর জন্য দায়ী দোয়াকারী নিজে। নিজের পাপের জন্য লজ্জিত না হওয়া ও আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করা এক ধরনের গোঁড়ামী ও হঠকারিতা।

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘপথ ভ্রমণকারী একজন মানুষের কথা বলেছিলেন। তার চুল উসকো খুসকো। মুখ ধুলি ধুসরিত। সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলতে থাকে, ইয়া রব! ইয়া রব! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম তার জীবন যাপনও হারাম। এ ধরনের লোকের দোয়া কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?[১৯৯]

আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন পরিশ্রান্ত পরিভ্রমণকারী ও তার সার্বিক দুরবস্থার কথা উদাহরণরূপে পেশ করেছেন। কারণ এ ধরনের অবস্থা রহমত প্রাপ্তির উপযুক্ত ও দোয়া কবুল হওয়ার জন্য

[১৯৯]. ১. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যাকাত, باب قبول الصدقة من الكسب الطيب পৃষ্ঠা : ৫০৭, হাদিস : ২৩০১
২. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবু তাফসীরুল কুরআন, باب ومن سورة البقرة ৪/৪৬৫, হাদিস : ৩০০০

উপযোগী। কিন্তু এ ধরনের উপযোগিতা লাভ করার জন্য হারাম ভক্ষণ ও হারাম জীবনযাপন থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতে হবে। নতুবা দোয়া কবুলের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

কারণ ২ : পাপ ও অবাধ্যতায় সর্বদা নিমজ্জিত থাকা।

[এ কারণ যদিও উপরোক্ত কারণের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।]

তাই দোয়ার পূর্বে চুরি ছিনতাই বা অন্য কোনভাবে আত্মসাৎকৃত সম্পদ সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয়া ও তার দুঃখ-কষ্টের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়া খুবই জরুরী। এরপর মহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে সমস্ত পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার সহ তওবা ও ইসতিগফার করা প্রয়োজন।

সাইয়্যেদুনা কা'ব আহবার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাইয়্যেদুনা নবী মূসা আলাইহিস সালামের যমানায় একবার খুব খরা হয়েছিল। বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তিনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর দরবারে তিনবার ফরিয়াদ করেন। কিন্তু কোন ফল হল না। আল্লাহ সুবহানু তা'আলা নবীর কাছে ওহী পাঠালেন, হে মূসা! আমি তোমার ও তোমার জাতির দোয়া কবুল করব না। কারণ তোমাদের মধ্যে একজন নিন্দাকারী আছে যে অপর মানুষের দোষ প্রচার করে বেড়ায়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে লোকটির পরিচয় জানাতে আবেদন করেন যাতে সে লোকটিকে বহিষ্কার করা যায়। আল্লাহ সুবহানু তা'আলা তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে মানুষের বদনাম করার বিষয়ে নিষেধ করলাম আর তুমিই আমাকে সে কাজ করতে বলছ? সাইয়্যেদুনা নবী মূসা আলাইহিস সালাম তখন তাঁর সম্প্রদায়ের সবাইকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে সকল পাপ হতে তওবা করেন ও তারপর বৃষ্টির জন্য দোয়া পেশ করেন। তখন তাঁদের দোয়া কবুল হয় ও আল্লাহ তা'আলা রহমতের বৃষ্টি প্রেরণ করেন।[২০০]

হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, বনী ইসরাঈল একবার প্রচণ্ড খরার মুখোমুখি হয়েছিল। এ খরা চলছিল একটানা সাত বছর। অবস্থা এতই নাজুক হয়ে পড়েছিল যে তারা খাদ্যের অভাবে আপন সন্তানদের মৃতদেহ খেতে আরম্ভ করেছিল। তারা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকল কিন্তু কোন ফল হল না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ

[২০০]. গাজ্জালী : *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, কিতাবুল আযকার ওয়াত দাওয়াত, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১/৪০৭

রাব্বুল আ'লামীন তাদের নবীর কাছে ওহী পাঠালেন। যদি তোমরা আমার দিকে ছুটতে ছুটতে হাঁটুতে ক্ষত সৃষ্টি কর, এবং হাত দিয়ে বিনয়বশত আসমান ছুঁয়ে ফেল এবং কাঁদতে কাঁদতে কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেল তথাপি আমি তোমাদের কারো দোয়া কবুল করব না এবং তোমাদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করব না যতক্ষণ পর্যন্ত মজলুম মানুষের সম্পদ তাদের কাছে যথাযথভাবে ফেরত না দাও। এতে নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন প্রতিটি বঞ্চিত মানুষের সম্পদ ও অধিকার ফিরিয়ে দিতে অতঃপর আল্লাহ তাদের জন্য বৃষ্টি প্রেরণ করেন।[২০১]

হযরত মালিক বিন দীনার রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বনী ইসরাঈল খরার সময় বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বেরিয়েছিল। আল্লাহ তখন তাদের নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করে লোকজনকে জানিয়ে দিতে বললেন যে, তারা অপবিত্র দেহে দোয়া করার জন্য একত্রিত হয়েছে। তারা একদিকে ইচ্ছা করছে আমার কাছে দোয়ার জন্য হাতগুলো সম্প্রসারিত করবে অথচ তারা অন্যদিকে অন্যায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছে। তারা হারাম খাদ্যে উদর পূর্তি করে আর আমার কাছে রহমত ভিক্ষা চায়। তাদেরকে বলো তাদের ওপর আমার ক্রোধ প্রবল হয়েছে, আমি তাদের কোন দোয়া কবুল করব না বরং যত দোয়া হবে দূরত্ব আরো বেড়ে যাবে।[২০২]

সাইয়্যেদুনা শায়খ সিদ্দিক নাযি রাহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়্যেদুনা হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে বের হয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে দেখেন একটি পিপীলিকা সামনের পা আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দোয়া করছে। তিনি থামলেন এবং পিপীলিকা কী বলছে তার প্রতি মনোযোগ দিলেন। পিপীলিকা বলছে, 'হে আল্লাহ! আপনার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে আমিও একটি সৃষ্টি। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রিজিকের জন্য আমি একান্তভাবে আপনার ওপরই নির্ভরশীল। হে দয়াময় রব! অন্যের পাপের জন্য আপনি আমাকে ধ্বংস করবেন না। পিপীলিকার এ দোয়া শুনে নবী আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। তিনি

[২০১]. প্রাগুক্ত
[২০২]. প্রাগুক্ত

নিশ্চিতভাবে জানতেন পিপীলিকার এ দোয়ায় বৃষ্টি হবেই এবং তাই হয়েছিল।[২০৩]

ইমাম আওযায়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, লোকজন বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বাইরে সমবেত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মহান শায়খ, হযরত বিলাল বিন সা'দ রাহমতুল্লাহি আলাইহিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর মহিমা ঘোষণা ও প্রশংসা করে লোকজনকে বললেন, 'তোমরা কি নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করছ? তারা সবাই হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। তখন তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের গুনাহ ও অবাধ্যতার কথা স্বীকার করে নিচ্ছি। আমাদের মত লোকদেরই আপনার রহমত বেশি দরকার। অতএব হে গাফুরুর রহিম! আমাদের ক্ষমা করে দিন, আমাদের ওপর রহম করুন ও আমাদের জন্য বৃষ্টি দান করুন। তিনি তখন আকাশ পানে আপন হাত দু'টো বাড়িয়ে দিলেন। সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হল।[২০৪]

মহান মরমী সাধক হযরত মালিক বিন দীনার রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে কোন এক ব্যক্তি বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। তিনি জবাব দিলেন, তুমি তো মনে করছ বৃষ্টি হতে বিলম্ব হচ্ছে। কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের ওপর আকাশ হতে পাথর বৃষ্টি হতে (গুনাহের কারণে) দেরি হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ মনে করছে বৃষ্টি হতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু আমি বলি এ দেরিটা আমাদের ওপর আল্লাহর রহমত। কারণ এখনো আমাদের গুনাহের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ আকাশ হতে কোন পাথর বর্ষণ করছেন না।[২০৫]

[যদিও এটা প্রথম কারণের মধ্যে গণ্য তথাপি বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে সম্মানিত গ্রন্থকার এটাকে আলাদাভাবে আলোচনা করেছেন।]

কারণ ৩ : আল্লাহর ওপর নির্ভরহীনতা। তিনি শাসক, শাসিত নন। সবার ওপর তিনি বিজয়ী, কেউ তাঁর ওপর বিজয় লাভ করতে পারে না। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ওপর কারো কোন ক্ষমতা কার্যকর নয়। তিনি যদি কোন দোয়া কবুল না করেন, তাহলে কার কী অধিকার আছে যে, এতে অসুখী হওয়ার, রাগ করার বা এ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করার? তিনি প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন ও সার্বভৌম। তাঁর প্রিয় বান্দাদের দোয়া তিনি কবুল করেন, কোন সময়

[২০৩]. প্রাগুক্ত
[২০৪]. প্রাগুক্ত
[২০৫]. প্রাগুক্ত

নাও করেন। প্রিয় বান্দাদের বেলায় যখন এ অবস্থা তাহলে পাপী-তাপীদের ক্ষেত্রে অবস্থা কেমন হতে পারে? কে তাঁর প্রতি জোর খাটাতে পারে? মহিমান্বিত তিনি, যিনি ঘোষণা করেন,

وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٢١﴾

"আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর আদেশের ওপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।"[২০৬]

[আল্লাহ পরম স্বাধীন। একথা চূড়ান্ত সত্য। তাঁর ওয়াদা সত্য। তাঁর কালাম নিরেট সত্য। তাঁর রহমত সার্বজনীন। দোয়ার সকল শর্ত ও নিয়ম পালনের পরও তা কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি কোন নিয়ম বা শর্তের অধীন নন। দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ এমন হতে পারে যে, হয়তো এর বিনিময়ে তিনি কোন বড় বিপর্যয়কে ঠেকিয়ে রেখেছেন অথবা আখিরাতের জন্য সওয়াব জমা করে রাখছেন। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন:

وَيَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

"তিনি যা ইচ্ছা করেন।"[২০৭]

إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দেশ দিয়ে থাকেন।"[২০৮]

তাঁর অফুরন্ত ঐশ্বর্য ও ধন ভাণ্ডার সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। কারণ তিনি বলেন-

لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

[২০৬]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ২১
[২০৭]. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ২৭
[২০৮]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ১

"আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁর। তিনি আল্লাহ, সকল অভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সকল প্রশংসার যোগ্য তিনি।"[২০৯]

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ﴿٩﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।"[২১০]

مَا يُبَدَّلُ ٱلۡقَوۡلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

"আমার কালামের কোন পরিবর্তন নেই। আমি বান্দাদের প্রতি সামান্যতম জুলুমও করি না।"][২১১]

কারণ ৪ : সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান। কোন কোন সময় বান্দা আল্লাহর কাছে এমন কিছু চায় যা তিনি তাঁর অসীম রহমত ও দয়ার কারণে দেন না। কারণ তিনি জানেন তাতে দোয়াকারীর জন্য অকল্যাণ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ: কোন মানুষ অর্থ চায়, হতে পারে তাতে তার ঈমান নষ্ট হবার সম্ভাবনা। অথবা সে সুস্বাস্থ্য কামনা করে কিন্তু আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের কারণে জানেন এতে তার জন্য শেষ পর্যন্ত অমঙ্গল নিহিত আছে। এ ধরনের দোয়া কবুল হওয়ার চাইতে প্রত্যাখ্যাত হওয়াই অধিক কল্যাণকর। মহান আল্লাহ বলেন-

وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"সম্ভবত যা তোমরা পছন্দ ও কামনা কর তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। এবং আল্লাহই ভালো জানেন তোমরা জান না।"[২১২]

আল্লাহর এ নির্দেশের কথা সব সময় আমাদের মনে রাখা উচিত। কোন কোন দোয়া কবুল না হওয়া ও অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কারণ ৫ : কোন কোন সময় আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় সম্পদের প্রাচুর্য দেয়ার চেয়ে আখিরাতে তার জন্য সওয়াবের বড় আয়োজন রাখতে চান। তারপরও দূর্ভাগ্যবশত মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধুলাবালিকে বেশি পছন্দ করে। দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য আখিরাতের সম্বল জোগাড় করে রাখছেন;

[২০৯]. আল-কুরআন, সূরা হজ্ব, আয়াত : ৬৪
[২১০]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯
[২১১]. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ, আয়াত : ২৯
[২১২]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৬

এজন্য তোমার উচিত রহমানুর রহিমের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, বিমর্ষ হয়ে পড়া বা উদ্ধত হওয়া নয়।

[দোয়া কবুল না হওয়ার উল্লিখিত ৫ টি কারণ আমাদের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে আমি আরও ১০ কারণ উল্লেখ করছি।

কারণ ৬-১১ : সাইয়্যেদুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়না। ১. যে পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তুপের ওপর বিশ্রাম নেয়। ২. যে ব্যক্তি জনসাধারণের চলাচলের পথে তাঁবু নির্মাণ করে। ৩. যে নিজের পালিত পশুর তত্ত্বাবধান না করে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে।[২১৩]

অন্য এক হাদিসে উল্লেখ আছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ثَلاَثَةٌ يَدْعُوْنَ اللهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ إِمْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ أَتَى سَفِيْهًا مَالُهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ».

তিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করে কিন্তু তাদের দোয়া কবুল করা হয় না। প্রথমত যে ব্যক্তির কর্কশভাষী ও মন্দ=স্বভাবের স্ত্রী আছে কিন্তু তাকে সে তালাক দেয় না। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তির কাছে অন্যের পাওনা আছে, কিন্তু সে তা ফেরত দেয়ার কোন ব্যবস্থা করে না। তৃতীয়ত যে তার সম্পদকে কোন নির্বোধ লোকের হাতে সমর্পন করে অথচ আল্লাহ এর বিপরীত নির্দেশ দিয়েছেন।[২১৪]

এ ছয় প্রকারের মানুষের দোয়া কবুল না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে তা তাদের অবস্থানগত কারণে। এখানে তা সাধারণীকরণ করা হয়নি। তাদের অন্যান্য দোয়াও কবুল হবার নয়। এ কথা সুস্পষ্ট যে এ অবস্থার জন্য তাদের স্ব-আরোপিত স্বোপার্জিত ব্যবস্থাপনাই দায়ী। একজন মানুষ

[২১৩]. (তাবরানী তাঁর মু'জামুল কবীরে সাইয়্যেদুনা আবদুর রহমান বিন আযিয রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হাসান।) হাইসমী : *মাজমাউয যওয়ায়েদ*, কিতাবুল হজ্ব, باب أدب السفر ৩/৪৮৮, হাদিস : ৫২৯৭

[২১৪]. (সাইয়্যেদুনা আবু মূসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে ইমাম হাকিম রাহমতুল্লাহি আলাইহি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।) হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, তাফসীরু সূরাতুন নিসা, ৩/৩৩, হাদিস : ৩২৩৫

নিশ্চিতভাবেই জানে যে স্বর্গীয় অভিশাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন জায়গায় রাত যাপন নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। এখানে রাত যাপন করাতে সে যদি ডাকাত কবলিত হয় কিংবা অন্য কোনভাবে আক্রান্ত হয় বা তাকে জ্বিনে কোন ক্ষতি করে বসে সে এর জন্য অন্য কাউকে দায়ী করতে পারে না। এগুলো তার স্ব-সৃষ্ট ও স্বোপার্জিত বিপদ। এ সকল বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার দোয়া কী কাজে আসবে? একই কথা বলা চলে রাজপথে, জনসাধারণের চলাচলের পথে কেউ যদি কোন তাঁবু খাটায় বা অন্য কোনভাবে দখল করে মানুষের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে তাদের ব্যাপারে। রাতে যদি কোন যানবাহন একে গুঁড়িয়ে দেয় অথবা তার মালামাল খোয়া যায় তখন? এ বিপদও তার স্ব উদ্যোগে ডেকে আনার নামান্তর। আল্লাহর সুবিজ্ঞ নবী হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে রাস্তার মধ্যখানে কোন তাঁবু স্থাপন করবেনা। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু সৃষ্টিকে রাতে রাস্তায় নিজেদের প্রসারিত করে রাখার সুযোগ দেন।[২১৫]

একইভাবে পালিত পশুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে ছেড়ে দেয়া চরম মূর্খতার পরিচায়ক। মানুষ কি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতাকে পরীক্ষা করে দেখতে চায়? আল্লাহ মাফ করুন! আল্লাহকে কারো কর্মচারী মনে করা বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কার মাথায় আসতে পারে?

একবার একজন লোক সাইয়্যেদুনা নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল, আপনার যদি আল্লাহর কুদরতের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তাহলে আপনি এ পাহাড়ের চূড়া থেকে নিজেকে নিচে নিক্ষেপ করেন তো? আল্লাহর নবী জবাব দিয়েছিলেন, আমি আমার মহাশক্তিশালী প্রভুর ক্ষমতাকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইনা।[২১৬]

সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে-

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

[২১৫]. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল মওয়ায়েজ ওয়ার রেকাক, ৮/১৪, হাদীস : ৪৩৭৯৭

[২১৬]. মুনাবী : *ফয়জুল কদির*, ৩/৩৯২, হাদীস : ৩৪৪৫

'নারীজাতীকে একটা বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর বক্রতা কোনমতেই যাবার নয়। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহলে তা ভেঙে যাবে। ভেঙে যাওয়া মানে তালাক দিয়ে দেয়া।'[২১৭]

তাই পুরুষের উচিত তাদের ব্যাপারে ধৈর্যশীল হওয়া। একান্ত অপারগ হলে তালাক দেয়া। পক্ষান্তরে কেউ যদি ধৈর্যধারণও করেনা, তালাকও দেয় না বরং তাদেরকে খালি অভিশাপ দিতে থাকে এমন লোকের দোয়া কবুল না হওয়াই স্বাভাবিক। একই অবস্থা সে ব্যক্তির যে তার ঋণ শোধের ব্যবস্থা করে না এবং নিজ সম্পদ অলাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। কোন নির্বোধের কাছে সম্পদ জমা রাখাও নির্বুদ্ধিতার কাজ। এটার অর্থ নিজের ধ্বংস ডেকে আনার জন্য নিজ অর্থের বিনিয়োগ করা। এটা হচ্ছে জেনে শুনে বিষ পান করে আরোগ্যের জন্য ডাক্তারের কাছে ধর্না দেয়া। বস্তুতপক্ষে স্বেচ্ছাপণোদিত ক্ষতির কোন প্রতিকার নেই। আল্লাহর এই নগণ্য বান্দা হাদিসের বাহ্যিক অর্থ এভাবেই নির্ণয় করেছে। প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভালো জানেন।

হাদিসের এ ব্যাখ্যা নোট করার পর আমি *'আল-আশবাহ ওয়ান নাযা'ইর'* পড়ছিলাম। কিতাব আল হিজর'র সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের পাদটীকায় তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল না হওয়ার বিষয়ে আমি একই কথা লিখেছি।[২১৮]

আল্লামা হামাভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর *'গময আল উয়ুন ওয়া আল বাসা'ইর* গ্রন্থে ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস রাহমতুল্লাহি আলাইহি রচিত *আহকাম আল কুরআন* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন- যে ব্যক্তি কাউকে টাকা ধার দেয় অথচ তার কোন সাক্ষী রাখেনা তার সম্পর্কে 'দাহাক' নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন-

إِنْ ذَهَبَ حَقُّهُ لَمْ يُؤْجَرْ وَإِنْ دَعَا عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ لأَنَّهُ تَرَكَ حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَأَمْرَهُ.

তার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ফলে সে যদি কোন ক্ষতিপূরণ না পায় আর তাতে ঋণগ্রহীতাকে অভিশাপ দেয়, তাহলে তার দোয়া কবুল হবে না। কারণ সে শুরুতেই আল্লাহর হুকুমকে অগ্রাহ্য করে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে।[২১৯]

কেননা আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন-

[২১৭]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুর রেজা', باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ পৃষ্ঠা : ৭৭৫, হাদিস : ১৪৬৮

[২১৮]. *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের* : তৃতীয় অধ্যায়, ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم فائدة পৃষ্ঠা : ৩৩৮

[২১৯]. গমজু উয়ুনুল বাছায়ের : তৃতীয় অধ্যায়, ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم فائدة : ৩/২৫৩

وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴿٢٨٢﴾

"তোমরা লেনদেনে সাক্ষী রাখ।"[২২০]

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমার পূর্বের ব্যাখ্য সঠিক হয়েছে এবং এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ বর্ণিত অবস্থার মধ্যে নিহিত।

কারণ ১২-১৪ : ইমাম আবু ইয়াহিয়া যাকারিয়া মুরাকী উল্লিখিত *গময আল উয়ুন* পুস্তকের কিতাব *আল মুহাদারাত* অধ্যায়ে সাইয়্যেদুনা ইমাম জাফর আস সাদিক রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর মন্তব্য সংকলিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ ছয় জন মানুষের দোয়া কবুল করেন না। তিন জনের কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ জন হচ্ছে, যে বিষন্ন বদনে বাড়িতে বসে বসে আল্লাহর কাছে রিজিকের জন্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ কি তোমাকে রিজিকের খোঁজে বের হতে ও সেজন্য প্রচেষ্টা চালাতে আদেশ দেন নি? তুমি কি আল্লাহর এ হুকুমের কথা শোননি-

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[২২১]

পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, সে যে তার সম্পদ বেপরোয়াভাবে খরচ করে আর আল্লাহর কাছে আরো বেশি সম্পদ কামনা করে। তুমি কি তোমার রবের এ আদেশের কথা শোননি-

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

"এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থায়।"[২২২]

[২২০]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮২

[২২১]. আল-কুরআন, সূরা জুমা, আয়াত : ১০

[২২২]. আল-কুরআন, সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৭

ষষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে, সে যে এমন মানুষের মাঝে বাস করে যারা তার ওপর জুলুম করে আর সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে তাকে তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন হতে রক্ষা করার জন্য। মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি তোমাকে হিজরত করতে বলেন নি? তুমি কি তাঁর আসমানী নির্দেশ শোননি?

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴿٩٧﴾

"তোমরা কি প্রকৃতপক্ষে আমার পৃথিবীকে এমন প্রশস্ত পাওনি যাতে তোমরা সেখানে হিজরত করে যেতে পারতে (এবং বাঁচতে পারতে পাপাচার থেকে)।"[২২৩]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এ অধমের পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার যথার্থতা বুঝা যায়। উপরের আলোচনা থেকে আরো কিছু লোকের কথা বলা যায় যারা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

১) গভীর রাতে কোন কারণ ছাড়াই নিজ ঘর ত্যাগ করে যাওয়া যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে ও রাস্তাঘাট থাকে জনশূণ্য। সহীহ হাদিসে বলা হয়েছে, রাতের এ সময় বালার (অশুভ লক্ষণ, দূর্ভোগ, বদ জ্বীন) প্রাদুর্ভাব ঘটে।[২২৪]

২) রাতে ঘরের দরজা খোলা রাখা এবং দরজা বন্ধ করার সময় বিছমিল্লাহ না বলা। বিছমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ না করলে শয়তান এটা খুলতে পারে ও ঘরে প্রবেশ করতে পারে।

৩) ঘরে প্রবেশের সময়ও বিছমিল্লাহ বলবে ও প্রথমে ডান পা রাখবে, এতে শয়তান যে সারাক্ষণ মানুষকে অনুসরণ করে চলে সে ঘরে প্রবেশে বাধা প্রাপ্ত হবে। যখন কেউ ডান পায়ে ঘরে প্রবেশ করে ও বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করে শয়তান তা আর খুলতে পারে না।

৪) খাবার ও পানির পাত্র বিসমিল্লাহ বলে না ঢাকা। তাতে বালা নাযিল হয়, খাবার ও পানীয়কে দূষিত করে ফেলে ও তা খেলে রোগ হয়।[২২৫]

৫) কোন জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাচ্চাদের মাগরিবের সময় বা এর পরে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া কারণ তখন শয়তান বের হয়।[২২৬]

---

২২৩. আল-কুরআন, সূরা আনকবুত, আয়াত : ৫৬

২২৪. ১. তাবরানী : *আল-মু'জামুল আওসাত*, ১/৩৬৯, হাদিস : ১৩৪৫
২. আবু ইয়ালা : *আল-মুসনাদ*, ২/৩৬৬, হাদিস : ২৩২৩

২২৫. ১. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল আশরিবাহ, باب تغطية الإناء, ৩/৫৯১, হাদিস : ৫৬২৩
২. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুল আশরিবাহ, باب بتغطية الإناء...الخ পৃষ্ঠা : ১১১৪, হাদিস : ২০১২

২২৬. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবির*, ১১/৬৩, হাদিস : ১১০৯৪

৬) খাওয়ার পর হাত পরিষ্কার না করে বিছানায় যাওয়া। শয়তান আধোয়া আঙুল চুষে ও তাতে কুষ্ঠরোগ হয়। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন![২২৭]

৭) যেখানে মানুষ গোসল করে সেখানে প্রস্রাব করা। কারণ এতে শয়তানের হস্তক্ষেপ ঘটে ও সে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।[২২৮]

৮) কোন প্রতিবন্ধক না রেখে ছাদের কিনারায় ঘুমানো এতে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।[২২৯]

৯) স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে বিছমিল্লাহ না বলা। এতে শয়তান নিজের লজ্জাস্থানকে পুরুষের লজ্জাস্থানের সাথে মিশায় ও স্ত্রী-সঙ্গমে অংশ গ্রহণ করে।[২৩০] এতে ফল হয় মারাত্মক। কারণ স্ত্রী যদি এ মিলনের ফলে অন্তঃসত্তা হয় তাহলে তার মধ্যে দু'টো ভ্রুণের প্রবেশ ঘটে। একটি স্বামীর অপরটি শয়তানের। এর ফলাফল সহজেই বোধগম্য। যেমন বীজ তেমন ফল।

১০) কোন কিছু খাওয়ার বা পান করার সময় বিছমিল্লাহ না বলা।[২৩১] কারণ শয়তান এ ধরনের খাবারে অংশ গ্রহণ করে। এতে অতিরিক্ত খাবারের প্রয়োজন পড়ে। কারণ মানুষ এক লোকমা খাবার খেলে শয়তান তিন লোকমা পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে।[২৩২]

১১) জমিনের কোন ছিদ্রপথে প্রস্রাব করা। গর্তে কীট পতঙ্গ, সাপ কিংবা জ্বীন থাকতে পারে। তারা প্রস্রাবকারীকে অভিশাপ দেয়।[২৩৩]

১২) এ দোয়াটি না পড়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ وَلاَ تَضُرُّهُ مَاشَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.[২৩৪]

---

২২৭. ১. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুল আতয়িমাহ, باب لا يمسح أحدكم يده...الخ ৫/১৬২, হাদিস : ৭২০৯
২. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুল আতয়িমাহ, باب ماجاء في كراهية البيتوتة..الخ ৩/৩৪০, হাদিস : ১৮৬৬
৩. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবির*, ৬/৩৫, হাদিস : ৫৪৩৫

২২৮. ১. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুত তাহারত, باب كراهية البول في المغتسل ১/১৯৪, হাদিস : ৩০৪
২. নাসায়ী : *আস সুনান*, কিতাবুত তাহারত, باب كراهية البول في المستحم পৃষ্ঠা : ১৪, হাদিস : ৩৬

২২৯. ১. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুল আদব, باب في النوم على سطح غير محجر ৪/৪০৩, হাদিস : ৫০৪১
২. *মিরকাম শরহে মিশকাত* : ৮/৪৮৭-৪৮৮, হাদিস : ৪৭২০

২৩০. *ফতহুল বারী শরহে বুখারী* : কিতাবুন নেকাহ, ৯/১৯৬, হাদিস : ৫১৬৫

২৩১. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুল আতয়িমাহ, باب التسمية على الطعام ৩/৪৮৭, হাদিস : ৩৭৬৭

২৩২. প্রাগুক্ত

২৩৩. ১. নাসায়ী : *আস সুনান*, কিতাবুত তাহারত, باب كراهية البول في الحجر পৃষ্ঠা : ১৪, হাদিস : ৩৪
২. *মিশকাতুল মাসাবিহ* : কিতাবুত তাহারত, ১/৮৪, হাদীস : ৩৫৪
৩. *মিরকাম শরহে মিশকাত* : ২/৭২, হাদিস : ৩৫৪

তোমার নিজের অথবা কোন বন্ধুর কোন জিনিষের প্রতি নযর পড়লে উক্ত দোয়াটি পড়তে হয়। না পড়লে বদ-নযর লাগে। হাদিস শরীফে আছে, বদ-নযর সত্য।[২৩৫] এর ফলে কারো মৃত্যু এমনকি উটও মারা যেতে পারে।[২৩৬]

১৩) একাকী ভ্রমণ করা। এতে দুষ্ট লোক বা জ্বীন তোমার ক্ষতি করতে পারে। অথবা কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

১৪) মিলনের উত্তেজিত মুহূর্তে স্ত্রীর গোপনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। আল্লাহ মাফ করুন! এ রকম নির্লজ্জ আচরণ হৃদয়কে আল্লাহর রহমত গ্রহণে অপারগ করে ফেলে। এমনও হতে পারে যে এ মিলনের ফলে কোন সন্তান পয়দা হলে তার অবস্থাও হবে খুবই বিপর্যয়কর।[২৩৭]

১৫) স্ত্রী সহবাসের সময় কথা বলা। এতে সন্তান বোবা হয়ে জন্মাতে পারে।[২৩৮]

১৬) দাঁড়িয়ে পানি পান করা।[২৩৯] এতে যকৃতে ব্যথা সৃষ্টি হয়।

১৭) বিছমিল্লাহ না বলে টয়লেটে প্রবেশ করা। এতে শয়তানের হস্তক্ষেপ ঘটে ও ক্ষতির কারণ হয়।[২৪০]

১৮) বদকার, পাপী, প্রকাশ্য সীমালঙ্ঘনকারী, বদ-আকিদার বিপথগামী মানুষের সমাবেশে বসা ও তাদের সাথী হওয়া। এতে স্বাস্থ্য নষ্ট না হতে পারে কিন্তু চরিত্র নষ্ট ও ঈমানের ক্ষতি হয়।

১৯) লোক চলাচলের রাস্তায় প্রস্রাব করা বা আবর্জনা নিক্ষেপ করা এটা নিজেকে অভিশাপ দেয়ার শামিল।[২৪১]

---

২৩৪. ১. হাইসমী : *মাজমাউয যওয়ায়েদ*, কিতাবুত তীব, باب ما يقول إذا رأى ما يعجبه ৫/১৮৭, হাদিস : ৮৪৩২
২. *আমালাল ইয়াউমি ওয়াল লায়লাহ* : পৃষ্ঠা : ৭২, হাদীস : ২০৭-২০৮

২৩৫. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুত তীব, باب : العين حق ৪/৩২, হাদিস : ৫৭৪০

২৩৬. *হিলয়াতুল আউলিয়া* : ৭/৯৬, হাদীস : ৯৭৮০

২৩৭. ১. মুনাবী : *ফয়জুল কদির*, ১/৪১৯, হাদিস : ৫৫১-৫৫২
২. *আল-কামেল ফি জুয়াফায়ির রিজাল*, ২/২৬৫

২৩৮. ১. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুন নেকাহ, ১৬শ অধ্যায়, ৮/১৫১, হাদিস : ৪৪৮৯৩
২. *আত তাইসীর শরহে জামেউস সগীর*, ১/১৭৬

২৩৯. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুল আশরিবাহ, باب في الشرب قائما পৃষ্ঠা : ১১১৯, হাদিস : ২০২৪-২০২৬

২৪০. ইবনে আবি শায়বাহ : *আল-মুসান্নাফ*, কিতাবুত তাহারাত, باب ما يقول إذا دخل الخلاء ১/১১, হাদীস : ৫

২৪১. ১. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুত তাহারত, باب النهي عن التخلي في قارعة الطريق ১/২০৭, হাদিস : ৩২৮
২. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুত তাহারত, ১/৩৯৬, হাদিস : ৬১১
৩. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ১/৬৪০, হাদীস : ২৭১৫

২০) সফর থেকে বিনা খবরে গৃহে ফেরা।[২৪২] এতে অনভিপ্রেত দৃশ্যের মুখোমুখী হয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে।

এ সকল বিষয়ের বিবরণ হাদিস শরীফে পাওয়া যায়। হাদিস শরীফ ও বিভিন্ন প্রথিতযশা ইমামে দ্বীনের বই পুস্তকেও এ ধরনের শিষ্টাচার সম্পর্কিত আরো অনেক বিবরণ দেখা যায়। সবগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দিতে গেলে কয়েক খণ্ড বিরাট আকারের পুস্তক রচনা করতে হয়। এ ধরনের অশিষ্ট আচরণ প্রকৃতিগতভাবে এমন যে যারা এ সকল বদঅভ্যাস রপ্ত করেছে তাদের দোয়া কবুল না হওয়াই স্বাভাবিক। এর কারণ হচ্ছে এ সকল মানুষ শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করে নিষিদ্ধ এলাকায় অবস্থান নিয়েছে। হাদিস শরীফের এ নগণ্য (হযরত আহমদ রেযা) খাদেম ভাল করেই জানে যে, অনেক হাদিসে এ সম্পর্কে কতিপয় মাত্র ঘোষণা এসেছে কিন্তু হাদিসের ইঙ্গিত এ ধরনের হাজারো বদ-আচরণের প্রতি পরিব্যাপ্ত। আমার বিবেক যা নির্দেশ করেছে আমি তা বলেছি। প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভাল জানেন।

কারণ ১৫ : ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কার্যক্রম হতে বিরত থাকা। উদাহরণ স্বরূপ: সমাজে কিছু মানুষ প্রকাশ্যে অন্যায় করছে দেখেও নীরবতা অবলম্বন করা ও তা প্রতিরোধে কোন প্রকার প্রচেষ্টা না নেয়া। কোন কোন লোকের এমন মনোভাব আছে যে তারা বলে, তাদের কাজের জন্য তারা দায়ী আমি কেন তাদের বাধা দিতে যাব? যদি এ ধরনের সমাজে কোন বালা-মুসিবতের প্রাদুর্ভাব ঘটে তাহলে ঐ সমাজের ধার্মিক লোকদের দোয়া কবুল হবে না। কারণ তারা আল্লাহর একটা বৃহৎ ফরজ নির্দেশকে অবহেলা করেছে। সাইয়্যেদুনা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ، ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ».

'হয় তোমরা 'আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' (ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ) চর্চা করবে না হয় আল্লাহ তোমাদের

---

২৪২. ১. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুন নেকাহ, باب طلب الولد ৩/৪৬, হাদিস : ৫২৪৬
২. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুল ইমারত, باب كراهية الطروق...الخ পৃষ্ঠা : ১০৬৪, হাদিস : ৭১৫

ওপর খারাপ লোকের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেবেন। এ সময় যদি তোমাদের ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ দোয়া করে তাহলে তা কবুল হবে না।'[২৪৩]

সতর্ক বার্তা

যত কারণই থাকুক বা অবস্থা যেমনই হোক চূড়ান্তভাবে সকল দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হবে এমন প্রান্তিক মন্তব্য করা যাবে না। এজন্য দোয়া বন্ধ করে দেয়া বা একে মূল্যহীন বা গুরুত্বহীন মনে করা বোকামী। হায়! দোয়া হচ্ছে মু'মিনদের হাতিয়ার যা মনে শান্তি ও স্বস্তি আনে। দোয়া আসমান ও জমিনের আলো এবং পরম দয়ালু দাতা আল্লাহর তা'আলার সন্তোষ উৎপাদনকারী। হাদিস শরীফে দোয়া কবুল না হওয়ার কারণগুলো বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য হল যাতে মানুষ ঐ সমস্ত বদ-অভ্যাস ও আচরণ থেকে বিরত থাকে যা দোয়া কবুল হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে মু'মিনগণ দোয়া করাই ছেড়ে দেবে। বর্ণিত বদ-আচরণ ও অভ্যাসসমূহ আল্লাহর ক্রোধকে জাগ্রত করে এবং মহান রব ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে মানুষের উচিত কায়মনোবাক্যে তওবা করা ও পাপ কাজ ছেড়ে দেয়া।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম। অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকৃত সম্পদ সম্পদের প্রকৃত হকদারকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত। যদি হকদার জীবিত না থাকে তাহলে তা তার উত্তরাধিকারীদের কাছে সমর্পন করতে হবে। অথবা তাদের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। যদি প্রকৃত হকদার বা তার উত্তরাধিকারী কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে সমপরিমাণ সম্পদ তাদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করে দিতে হবে ও আল্লাহর দরবারে নিজের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ না করার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ হতে হবে। এ ধরনের বিশুদ্ধ নিয়ত ও সংশোধনমূলক কাজ অন্যায়কে দূরীভূত করবে ও মনের বিনষ্ট প্রশান্তিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবে। অবশ্যই আল্লাহর মেহেরবানীতে বিশুদ্ধ চিত্তের দোয়া কবুল হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তওফিক দান করুন! ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।]

[২৪৩]. (হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে ইমাম বাযযার ও ইমাম তাবরানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আসওয়াত পুস্তকে বর্ণনা করেছে।) তাবরানী : *আল-মু'জামুল আওসাত*, ১/৩৭৭, হাদিস : ১৩৭৯

সপ্তম অধ্যায়

যে সকল বিষয়ে দোয়া করা নিষেধ

এ অধ্যায়ে ১৫টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে ১২ টি বিষয় সম্মানিত লেখকের ও বাকী ৩টি বিষয় আমি সংযোজন করেছি।

বিষয় ১ : দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যেমন- আল্লাহর কাছে নবীর মর্যাদা লাভের জন্য কিংবা আসমানে আরোহনের ইচ্ছা প্রকাশ করা। কোন অবাস্তব ও অসম্ভব বিষয়ে দোয়া করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"সীমালঙ্ঘন করোনা নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে অপছন্দ করেন।"[২৪৪]

[দোয়ায় সীমালঙ্ঘনের কতিপয় বিবরণ *দুররে মুখতারে* পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে কতিপয় আল্লাহর কাছে আজীবন ব্যাপী নিখুঁত ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য যাতে সামান্যতম ব্যথা বেদনাসহ কোন ধরনের সমস্যা না থাকার জন্য দোয়া করা। এ দোয়া *মুহাল-এ- আদি* (সাধারণত অসম্ভব) শ্রেণীভুক্ত। হাদিস শরীফে উল্লেখিত আছে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَتَمَامَ الْعَافِيَةِ وَدَوَامَ الْعَافِيَةِ.

'হে আল্লাহ! আমাকে স্বাস্থ্য দান কর, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও স্থায়ী স্বাস্থ্য।'[২৪৫]

এখানে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও স্থায়ী স্বাস্থ্য বলতে দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বালা-বিপদ থেকে দেহ ও আত্মার স্থায়ী সুরক্ষা। এ সকল বালা সহ্যের বাইরে। যদিও এ ধরনের বালাকে বহু পুরস্কার সম্বলিত নিয়ামত বলা হয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে বিশ্বাস ও কর্মে কোন ধরনের ত্রুটি অবশ্যই একটি বালা। আখিরাতের জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছাড়া আত্মার অন্য ধরনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও একটি বালা। অনেক সময়, হালকা জ্বর, সর্দি, মাথা ব্যথা এবং এ জাতীয় অন্যান্য রোগ-শোক প্রকৃতপক্ষে বালা নয়; বরং নিয়ামত। সত্যি বলতে কী এগুলো না হওয়াই বালা। আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণ চল্লিশ দিন পার হওয়ার পরও এ সকল ছোটখাট অসুখ-বিসুখ না হলে ভয় করতেন হয়তো

[২৪৪]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯০

[২৪৫]. সুয়ূতী : জামিউল আহাদিস, মুসনদে আলী বিন আবি তালেব, ১৫/৩৪৩, হাদীস : ৬০২৮

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁদের ওপর থেকে রহমতের নজর ফিরিয়ে নিয়েছেন। এ ভয় তাঁদের জন্য একসময় আতঙ্কে পরিণত হত। তাই তাঁরা তওবা ইস্তিগফার করতে থাকতেন।

কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি যেমন উন্মাদ রোগ,কুষ্ঠ, মহামারী, ডুবে যাওয়া, বিষাক্ত সাপের দংশন, মারাত্মকভাবে অগ্নি দগ্ধ হওয়া এবং এ ধরনের মুসিবতকে যদিও গোনাহের কাফ্ফারা নিয়ামত ও শাহাদাত বলা হয়েছে নিঃসন্দেহে এসবকিছু বালার অন্তর্ভুক্ত। নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ দেখুন-

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"আল্লাহ কারো ওপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই। হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করো না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের রব! এমন ভার আমাদের ওপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ী কর।"[২৪৬]

অতএব এসব বালা-মুসিবত থেকে যেন নিরাপত্তা কামনা করা হয়। এ কারণেই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে-

[২৪৬]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

'হে আল্লাহ ! আমি রোগের তাড়না হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।'[২৪৭]

ইমাম আল্লামা কুরাফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আল্লামা নাসির আল দীন লোকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্যরা এসব বালা-মুসিবতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং উভয় জাহানে এসবের অনিষ্ট হতে সুরক্ষা কামনা করা উচিত।

আবার যে সমস্ত বিষয় লাওহে মাহফুজে খোদিত হয়ে গেছে সেসব বিষয়ের বিপরীত কিছু প্রার্থনা করা বোকামী। যেমন- কোন লম্বা মানুষের বেঁটে হতে চাওয়া, বড় চোখের অধিকারী ছোট চোখের জন্য আকুতি করা।

[এ সমস্ত বিষয় আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও তা কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। এসব বিষয়ে দোয়া করার জন্য শুধু নবীগণ (আলাইহিস সালাম) অনুমতিপ্রাপ্ত। তাঁরা তা করে থাকেন দ্বীনের প্রসার ও প্রচারের জন্য, যদি তা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা তাঁদের মু'জিযার অংশ। যদি উম্মতদের মধ্যে কেউ এরূপ দোয়া করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে হবে সীমালঙ্ঘনকারী। এতে তার অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটবে মাত্র। তার আচরণ হবে ঐ ব্যক্তির মত যার কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন কুরআনের আয়াত-

لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ﴿١٤﴾

"সত্যের আহ্বান তাঁরই। যারা তাঁকে ব্যতীত অপরকে আহ্বান করে, তাদেরকে কোন সাড়াই দেয়না তারা, তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এ আশায় হাত দু'টো প্রসারিত করে এমন

[২৪৭]. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুল ভিতির, باب في الاستعاذة ২/১৩২, হাদিস : ১৫৫৪

পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছবার নয়। কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল।"][২৪৮]

বিষয় ২ : কখনো বোকার মত অনর্থক দোয়া করবেনা।

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাইলের একজন লোককে তিনটি দোয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিল যা কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা ছিল। প্রথমে সে দোয়া করল তার স্ত্রী যেন বনী ইসরাইলের মধ্যে সেরা সুন্দরীতে পরিণত হয়। তার দোয়ার ফলে তার স্ত্রী একজন অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলাতে পরিণত হয়। কিছুদিন পর দেখা গেল দৈহিক এ সৌন্দর্য তার স্ত্রীকে প্রচণ্ড রকম অহঙ্কারী করে তুলেছে। সে এক অহঙ্কারী মহিলায় পরিণত হয় এবং সৌন্দর্যের অহঙ্কারে সে স্বামীকে অসম্মান ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে থাকে। এতে স্বামী খুবই বিক্ষুব্ধ ও অপমানবোধে জর্জরিত হয়ে বদ দোয়া করে তার স্ত্রী যেন কুকুরীতে পরিণত হয়। তার দ্বিতীয় দোয়াটিও কবুল হয়। ফলে স্ত্রী হয়ে যায় একজন কুকুরী। এতে তার ছেলেমেয়েরা খুবই হতাশ হয়ে পড়ে এবং বাবাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে মাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য। ছেলেমেয়ের চাপের মুখে সে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ফলে তার অবশিষ্ট তৃতীয় দোয়ার মাধ্যমে স্ত্রীকে আবার স্বাভাবিক নারীতে পরিণত করার আরজি পেশ করে। ফলে স্ত্রী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এভাবে লোকটি তার পাওয়া সুবর্ণ সুযোগগুলো একে একে হাত ছাড়া করে ফেলে।[২৪৯]

এ ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে উপদেশ রয়েছে আমরা যেন সতর্ক ও বুদ্ধিমান হই। কোন ক্রমেই যেন হঠকারী না হই।

বিষয় ৩ : কোন পাপ কাজের সামর্থের জন্য বা নিষিদ্ধ বস্তু লাভের জন্য দোয়া করবে না। যেমন- আমি অন্য মানুষের সম্পত্তি দখল করতে চাই বা অন্য কারো স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাই ইত্যাদি। পাপ কাজ করতে ইচ্ছা করাও পাপ।

বিষয় ৪ : পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করার জন্য দোয়া করবে না, কিংবা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ ও শত্রুতা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করবেনা। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

[২৪৮]. আল-কুরআন, সূরা রা'দ, আয়াত : ১৪

[২৪৯]. ১. তাফসীরুল বগভী, সূরা আরাফ ১৭৫ আয়াতের অধীনে, ২/১৮০
২. তাফসূরুল খাযেন, সূরা আরাফ ১৭৫ আয়াতের অধীনে, ২/১৬০

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

'একজন মুসলমানের দোয়া কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের ওপর জুলুম করার বা পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া করে।'[২৫০]

[পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করা গোনাহ। তাই গ্রন্থকার এ বিষয়টি আলাদা ভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন- হাদিস শরীফে আছে, পাপ কাজ থেকে বিরত না হয়ে ও পারিবারিক বন্ধন অটুট না রেখে দোয়া করবেনা।]

বিষয় ৫ : ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জিনিষের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে না। কারণ আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও অভাবহীন। সমগ্র সৃষ্টিকে যদি তাদের কল্পনাতীত পরিমাণ সম্পদও আল্লাহ দান করেন তাহলে তাঁর ভাণ্ডারের কণামাত্র শেষ হবে না। সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

'আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। বেহেশতের কেন্দ্রস্থলে ও সবচাইতে উঁচুতে এর অবস্থান। এর ওপরেই আল্লাহর আরশ অবস্থিত। জান্নাতের সকল নদীর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ফিরদাউস।'[২৫১]

হাদিস শরীফ আরও নির্দেশ করছে, আমরা যেন আল্লাহর কাছে বৃহৎ কিছু চাই। কারণ তিনি অকৃপণ ও তুলনাহীন দাতা।

[পার্থিব এ জগৎ ও এর মাঝে যা কিছু আছে সব সম্পদ আখিরাতের সম্পদের তুলনায় প্রাচুর্যে ও উৎকর্ষে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ হল আখিরাতের পথে আল্লাহর দিকে ক্রম অভিযাত্রার রাস্তা বিশেষ। মানুষ সাধারণ যাত্রায় হালকা বোঝাই পছন্দ করে। বেশি বোঝার ভারে নিজের গর্দানকে বাঁকা করে ফেলা নিঃসন্দেহে লোভ-লালসার পরিচায়ক ও অনর্থক।]

[২৫০]. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুত দাওয়াত, باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة ৫/২৪৮, হাদিস : ৩৩৯২

[২৫১]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুত তাওহীদ, باب وكان عرشه على الماء ৪/৫৪৭, হাদিস : ৭৪২৩

বিষয় ৬ : দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়ে এবং সমস্যা জর্জরিত অবস্থায় কখনো মৃত্যু কামনা করে দোয়া করবেনা। কেননা মু'মিনের জীবন সত্যিই এক বড় নিয়ামত।

সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একবার একজন মানুষ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার একবছর পর তার ভাইয়ের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সাইয়্যেদুনা তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে দেখেন দ্বিতীয় ভাই জান্নাতে শহীদ হওয়া ভাইয়ের আগে আগে হাঁটছেন। তিনি প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের কথা জানিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, দ্বিতীয় ভাই কিভাবে আগে মারা যাওয়া শহীদ ভাইয়ের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, পরে মারা যাওয়া ভাই কি পূর্ণ একমাস রোজা পালন করেনি, সে কি পূর্ণ এক বছর সালাত আদায় করেনি? (শহীদ ভাইয়ের চেয়ে অতিরিক্ত) জান্নাতে তার অগ্রবর্তী হওয়ার মধ্যে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ সে তার শহীদ ভাইয়ের চেয়ে বেশি ইবাদত করতে পেরেছে।"[২৫২]

হে প্রিয় ভাই, তুমি এ পর্যন্ত আখিরাতের জন্য কী সম্বল যোগাড় করেছ যে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছ? (মৃত্যু কামনার মাধ্যমে) যে মৃত্যু যন্ত্রণার কথা জানে সে কখনো এটা কামনা করবে না। মৃত্যুর পূর্বে কয়েকটা অতিরিক্ত দিন লাভ করার জন্য আমি পৃথিবীর যাবতীয় কষ্ট মাথা পেতে নিতে রাজী।

হতাশা ও দুঃখ কাতরতায় পতিত হয়ে মৃত্যু কামনা না করার জন্য প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ যদি নিতান্ত আত্মসংবরণ করতে না পারে তাহলে সে যেন মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে এ দোয়া করে, 'হে আল্লাহ! আমাকে ততদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন যতদিন তা আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর আমাকে তখন মৃত্যু দিন যখন তা আমার জন্য সর্বোত্তম হয়।'[২৫৩]

একজন সাহাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম ব্যক্তি কারা? তিনি জবাব দিলেন, যাদের হায়াত দীর্ঘ ও সৎকর্ম বেশি। সাহাবা

২৫২. ১. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবু তা'বীরুর রুইয়া, باب تعبر الرؤيا ৪/৩১৩, হাদিস : ৩৯২৫
২. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৩/২২৯, হাদীস : ৮৪০৭

২৫৩. ১. নাসায়ী : *আস সুনান*, কিতাবুল জানায়েয, باب تمني الموت পৃষ্ঠা : ৩১১, হাদিস : ১৮১৭-১৮১৮
২. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৪/২০২, হাদীস : ১১৯৭৯

আবার জানতে চাইলেন, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কারা? তিনি জবাব দিলেন, যাদের হায়াত দীর্ঘ কিন্তু কোন সৎকর্ম নেই।[২৫৪]

অতএব ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য জীবন বড় নিয়ামত আর পাপীদের জন্য তা মন্দ। বেশিদিন বাঁচলে বেশি পাপ করা হবে একথা চিন্তা করেও মৃত্যু কামনা করা বোকামী। কেউ যদি পাপকাজকে খারাপ বলেই জানে তার উচিত খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সদিচ্ছা পোষণ করা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বেশি বেশি সৎকাজ করার মাধ্যমে পাপ মোচন করা।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾

"সালাত কায়েম করবে দিবসের দু' প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।"[২৫৫]

এবং সাইয়্যেদা মরিয়ম আলাইহিস সালামের উক্তি-

فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾

"প্রসব বেদনা তাকে খেজুর গাছের তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল; হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।"[২৫৬]

এটা হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামের মৃত্যু কামনা নয়। এটা তাঁর অতীতকালীন অভিপ্রায়। যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, কষ্টের ভয় ও সমস্যার কারণে মৃত্যু চাওয়া। সাইয়্যেদুনা মরিয়ম আলাইহিস সালামের এ দোয়াটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি গভীর ভালবাসা ও আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর অতি খাস বান্দা, আল্লাহর সাথে অনন্য

২৫৪. তিরমিযী : *আস সুনান*, আবওয়াবুয যুহদ, باب ٥٥ ৪/১৪৮, হাদীস : ২৩৩৭

২৫৫. আল-কুরআন; সূরা হুদ, আয়াত : ১১৪

২৫৬. আল-কুরআন, সূরা মরিয়াম, আয়াত : ২৩

সাধারণ সম্পর্কের কারণে তাঁরা এ রকম দোয়া করতে পারেন যে বিষয়ে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যু হচ্ছে আশেক ও মাশুকের মধ্যে মিলনের সেতু বন্ধন। সাইয়্যেদুনা হযরত নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ দোয়া করতেন,

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾

"হে আমার রব! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।"[২৫৭]

যখন দীনের মধ্যে ফিতনা তীব্র আকার ধারণ করে তখন অবশ্য মৃত্যু কামনা করা যায়। সাইয়্যেদুনা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.

'যখন তুমি (হে আল্লাহ!) ধর্মে তীব্র মতভেদ সৃষ্টি করে দেবে তার পূর্বেই আমাকে মৃত্যু দান কর যাতে আমি কলুষিত হয়ে না পড়ি।'[২৫৮]

হাদিস শরীফে এ কথাও উল্লেখ আছে সৎকাজের আশা, সুযোগ ও সম্ভাবনা পুরোপুরি তিরোহিত না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।[২৫৯]

[মোদ্দা কথা হল, দুনিয়ার দুঃখ কষ্টে পতিত হয়ে মৃত্যু কামনা করা যাবে না। কিন্তু দীনের ফিতনার কারণে ঈমান বাঁচানো দুষ্কর হলে মৃত্যু কামনা করা যাবে। যেমন দুররে মুখতারে বলা হয়েছে।][২৬০]

২৫৭. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০১

২৫৮. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবু তাফসীরুল কুরআন, باب ومن سورة ص ৫/১৬১, হাদীস : ৩২৪৬

২৫৯. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৩/২৬৩, হাদীস : ৮৬১৫

২৬০. ১. *আদ দুররুল মুখতার* : কিতাবুল হযর ওয়াল এবাহাহ, فصل في البيع ৯/৬৯১

২. *খুলাসাতুল ফতোয়া* : কিতাবুল কেরাহিয়ত, الفصل الثاني في العبادات ৪/৩৪

৩. *আল-ফতোয়া আল-হিন্দিয়া* : الباب الثلاثون في المتفرقات ৫/৩৭৯

বিষয় ৭ : শরীয়তে অনুমোদিত কারণ ছাড়া অন্য কারো মৃত্যু কামনা করে দোয়া করবেনা। আল্লাহর নুরানী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ.

'যখন কোন মানুষকে এ কথা বলতে শুনবে লোকজন ধ্বংস হোক, তখন সে-ই সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'[২৬১]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللهَ مَا خَشِيتَ اللهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

'একবার একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহর নবীর কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল। সে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে বেত্রাঘাত করার হুকুম দেয়া হল। কেউ তার ওপর ধুলি নিক্ষেপ করল, কেউ জুতো ছুঁড়ে মারল আর কেউ তাকে ভর্ৎসনা করল। কেউ কেউ বললেন, তুমি কেন আল্লাহকে ভয় করনি। তুমি আল্লাহর রাসূলকে কেন লজ্জা করনি। একজন বলল, 'আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করুন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে বললেন, তেমন বলোনা; বরং বলো, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো ও তার ওপর রহম করো।'[২৬২]

সাইয়্যেদুনা তুফাইল বিন 'উমর দাওসী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তাদের জন্য দোয়া করতে বলেছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোত্রের জন্য এ বলে দোয়া করলেন,

২৬১. (আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৩/১০২, হাদীস : ৭৬৮৯) এখানে এমন লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে অন্যের ধ্বংস ও ক্ষতির কামনা করে এমন লোক নিজের চরমসর্বনাশ ডেকে আনে। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, যে লোক অন্যদেরকে বেপরোয়াভাবে গোনাহে লিপ্ত হতে দেখে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে যে সে তাদের চেয়ে ভাল আছে, তাহলে বুঝতে হবে তার অবস্থা ওদের চেয়েও নাজুক।

২৬২. আবু দাউদ : *আস সুনান*, باب في حد الخمر ৪/২১৬-২১৭, হাদীস : ৪৪৭৭-৪৪৭৮

اَللّٰهُمَّ اهْدِ دُوْسًا وَآتِ بِهِمْ.

'হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান কর ও তাদের সাহায্য কর।'[২৬৩]

একইভাবে সাকিফ গোত্র পাথর মেরে অনেক মুসলমানকে শহীদ করে ফেলেছিল। কিছু সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করে বললেন, তিনি যেন সাকিফ গোত্রের বিনাশ কামনা করে দোয়া করেন। তিনি দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! বনী সাকিফকে হিদায়াত দান কর।'[২৬৪]

উহুদের ময়দানে দুস্কৃতিকারী কাফিরগণ হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁত মুবারক ভেঙে ফেলেছিল আর তায়েফের বাসিন্দারা তাঁর পবিত্র দেহ মুবারকের ওপর পাথর বৃষ্টি করেছিল। তাদের হামলায় হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর বেয়ে রক্ত ঝরে জুতা পর্যন্ত ভিজে চুপসে গিয়েছিল।

তিনি যদি সেদিন চাইতেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা শত্রুদের নিমেষে ধ্বংস করে দিতেন। প্রকৃত ক্ষে হযরত জিবরাঈল আমিন আলাইহিস সালাম তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছিলেন, 'আমাকে রহমাতুল্লিল আলামীন হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে।' পরিবর্তে তিনি তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার জাতিকে সৎপথে পরিচালিত কর, তারা কী করছে তা তারা জানে না।'

ইমাম আতিয়াহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[২৬৫]

তিনি বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত মু'তাদীন মানে যারা মানুষকে অভিশাপ দেয় এবং বলে, 'আল্লাহ তাদের অপদস্থ করুন!'

২৬৩. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল জিহাদ, باب الدعاء للمشركين بالهدى ২/২৯১, হাদিস : ২৯৩৭

২৬৪. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুল মানাকিব, باب في تثقيف وبني حنيفة ৫/৪৯২, হাদীস : ৩৯৬৮

২৬৫. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯০

মাওলানা শায়খ ইয়াকুব চারখি নকশবন্দী এ আয়াত (فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

একজন আরিফের নসীব হচ্ছে, তিনি দুঃখ-দুর্দশার সময় সবর করে থাকেন। এবং কখনো শত্রু ও প্রত্যাখ্যানকারীদের কার্যকলাপকে তাঁর আত্মসন্তুষ্টির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে দেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মুতাবিক আমল করেন এবং শত্রুদের জন্য দোয়া করেন, "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে সৎপথে পরিচালিত কর, তারা কী করছে তা তারা জানে না।"

তবে নিশ্চিত যদি ধারণা হয় যে, কোন কাফির তার মত কখনো বদলাবে না এবং ও তার দ্বারা দীনের ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা অথবা কোন জালিম, স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারী জুলুম থেকে বিরত হবে না এবং যদি বুঝা যায় যে, তার মৃত্যু জনমানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, তাহলে তার মৃত্যু কামনা ইসলামের দৃষ্টিতে অনুমোদনযোগ্য।

সাইয়্যেদুনা নবী হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যখন লক্ষ্য করলেন যে, তার সম্প্রদায় তওবা করবে না ও ইসলামও গ্রহণ করবেনা তখন তিনি আল্লাহর শাহী দরবারে হাত তুললেন-

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

"এবং নূহ বলল,'হে আমার রব! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।"[২৬৬]

তাঁর দোয়া কবুল হয়েছিলেন। আল্লাহ মহা প্লাবনের মাধ্যমে তথাকার সকল কাফিরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

একই ভাবে সাইয়্যেদুনা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দীনের শত্রুদের অভিশাপ দিয়েছিলেন-

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

২৬৬. আল-কুরআন, সূরা নূহ, আয়াত : ২৬

"মূসা বলল, হে আমাদের রব! তুমি ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ যা দিয়ে তারা, হে আমাদের রব! মানুষকে তোমার পথ হতে ভ্রষ্ট করে, হে আমাদের রব! ওদের সম্পদ বিনষ্ট কর, ওদের হৃদয় মোহর করে দাও, ওরা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না।"[২৬৭]

আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোন কোন বিশেষ কাফিরের জন্য বদ দোয়া করেছিলেন। তার কারণও ছিল একই।

[এ ধরনের কিছু ঘটনার বিবরণ আমাদের গ্রন্থকার তাঁর 'সুরুরুল কুলুব ফি জিকরিল মাহবুব' গ্রন্থে মু'জিযা অধ্যায়ে দিয়েছেন।]

বিষয় ৮ : কোন মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ পূর্বক তাকে কাফির হয়ে যাওয়ার জন্য দোয়া করবে না। কোন কোন ফিকহবিদ বলেন, এ ধরনের মনোভাব কুফরি। বাস্তব সত্য এই যে, কুফরি কে ভালো বলা ও ইসলামকে মন্দ মনে করা কুফরি তো বটে এক বড় ধরনের গোনাহও। কোন মুসলমানের প্রতি নির্দয় হওয়া হারাম। বিশেষত এ ধরনের মনোভঙ্গি সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

বিষয় ৯ : কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেবে না ও তার সম্পর্কে কটুক্তি করবে না। তাকে বাতিল, মরদুদ, মালা'উন ইত্যাদি বলবে না। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম ধরে তাকে কাফির বলবে না, যদি না নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে, তার মৃত্যু কুফরি অবস্থায় হয়েছে। কিছু কিছু আলিম বলেন, অভিশাপের যোগ্য ব্যক্তিকেও অভিশাপ দিতে নেই।[২৬৮] একইভাবে মশা, বায়ু, পাথর ও কীট পতঙ্গকেও অভিশাপ দেয়া নিষেধ।

সাইয়্যেদুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অভিশাপ দেয়া, বিরূপ মনোভাব পোষণ করা ও অশ্লীলতা অবলম্বন করা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়।[২৬৯] দ্বিতীয় এক হাদিস শরীফে আছে- সে বেশি বেশি অভিশাপ দেয় কিয়ামত দিবসে তার জন্য কোন সুপারিশকারী থাকবেনা।[২৭০] তৃতীয় এক হাদিসে বলা হয়েছে- কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার

[২৬৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৮৮

[২৬৮]. মনহুর রওযুল আযহার, পৃষ্ঠা : ৭২

[২৬৯]. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুর বিররে ওয়াস সেলাহ باب ماجاء في اللعن والطعن ৩/৩৯৩, হাদীস : ১৯৮৪

[২৭০]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুর বিররে ওয়াস সেলাহ, باب النهي عن لعن الدواب وغيرها পৃষ্ঠা : ১৪০০, হাদীস : ২৫৯৮

শামিল।[২৭১] চতুর্থ এক হাদিসে বলা হয়েছে- যখন কোন মানুষ কাউকে অভিশাপ দেয় তা আকাশের দিকে ওঠতে থাকে, কিন্তু সেখানে পৌঁছে আকাশের দরজা বন্ধ দেখতে পায়। এরপর তা জমিনে নেমে আসে, দেখে জমিনের দরজাও বন্ধ। অর্থাৎ এখানেও তার অবস্থানের সুযোগ নেই। এরপর তা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। যখন তা কোথাও স্থিত হবার জায়গা পায় না, তখন সে যে ব্যক্তির নামে অভিশাপ দেয়া হয়েছে তাকে খুঁজতে থাকে। যদি সে লোক অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহলে সে তার ওপর পতিত হয়। নতুবা সে অভিশাপ অভিশাপকারীর কাছেই ফিরে আসে।[২৭২]

সাইয়্যেদুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মহিলাগণ! তোমরা বেশি বেশি দান-খায়রাত কর। কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশকে দোযখের আগুনের মাঝে দেখেছি। কেউ একজন এর কারণ জানতে চাইল তিনি বললেন, কারণ তারা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দেয়।[২৭৩]

ইমাম গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' পুস্তকে লিখেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক যমানায় এক ব্যক্তি ১০০ বার মদ পান করেছিল। একজন সাহাবী তাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, আর কতদিন তুমি এই ছাইপাশ খেয়ে যাবে? নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবার মন্তব্য শুনে বললেন, তার শত্রু, শয়তান সমস্ত প্রভাব নিয়ে তার সাথে আছে। তাকে অভিশাপ দিয়ে তুমি শয়তানের দোসর হয়ো না।[২৭৪]

আরেক ব্যক্তি মদ পান করেছিল। লোকজন তাকে অভিশাপ দিল ও বেত্রাঘাত করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে অভিশাপ দিও না, কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।[২৭৫]

কতিপয় প্রশ্ন

শরীয়তের আইন কিছু লোককে অভিশাপ দেয়ার কথা অনুমোদন করেছে। যেমন- জালিম, সুদখোর ও সুদী কারবারে জড়িত লোক, মা-বাবাকে

[২৭১]. ১. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল আদব, باب ما ينهى من السباب واللعن ৪/১১২, হাদীস : ৬০৪৭
২. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবির*, ২/৭৩, হাদীস : ১৩৩০

[২৭২]. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুল আদব, باب في اللعن ৪/৩৬২, হাদীস : ৪৯০৫

[২৭৩]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল হাইয, باب ترك الحائض الصوم ১/১২৩, হাদীস : ৩০৪

[২৭৪]. কিমিয়ায়ে সাআদত : প্রথম অধ্যায়, ১/৩৭১

[২৭৫]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল হুদুদ, باب ما يكره من لعن شارب الخمر ৪/৩৩০, হাদীস : ৬৭৮০

অভিশাপ দানকারী, বেদআতীকে যে আশ্রয় দেয়, আল্লাহর নাম ব্যতীত যে অন্য কারো নামে পশু জবেহ করে ও যারা পবিত্র আইনের পরিপন্থী কাজ করে। অতীতে নবীগণও (আলাইহিস সালাম) অসৎকর্মপরায়ণ কাফিরদের অভিশাপ দিয়েছেন। যেমন- পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

"বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। সেটা এ হেতু যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী।"[২৭৬]

ফিরিশতারাও তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন:

أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

"এরা হচ্ছে তারা, যাদের কর্মফল হল: তাদের ওপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ ও মানুষ সকলেরই লা'নত।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অভিশাপ দেয়া কিভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে যেখানে বিপথগামী অবাধ্য অসৎকর্মপরায়ণ কাফিরদের অভিশাপ দিয়েছেন নবী ও ফিরিশতাগণ?

জবাব

অভিধান মতে লা'নত এর অর্থ হচ্ছে, 'ব্যবধান সৃষ্টি করা', 'দূরে তাড়িয়ে দেয়া', 'নিঃসঙ্গ করে ফেলা' ইত্যাদি। শরীয়তের আলিমগণ 'অভিশাপ' কে 'আল্লাহর রহমত তথা জান্নাত হতে দূরে সরিয়ে দেয়া' অর্থে আবার কোন কোন সময় 'আল্লাহর বিশেষ রহমত ও সান্নিধ্য লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া' অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। প্রথম অর্থের প্রয়োগ শুধু কাফিরদের জন্য সীমাবদ্ধ। তার প্রয়োগ ঐ সকল কাফিরদের বিষয়ে সীমাবদ্ধ যেখানে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে তাদের মৃত্যু সম্পূর্ণ কুফরি অবস্থায় হয়েছে বা হবে। যেমন- আবু জহল, আবু লাহাব, ফিরাউন, শয়তান, হামান ইত্যাদি। অতীতে সম্মানিত নবীগণ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যাদের বিষয়ে মহান আল্লাহ সুবহানু তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাদের মৃত্যু কুফরি অবস্থায় হবে। ফিরিশতা ও তাঁদের অভিশাপও হয়েছে একই কারণে।

[২৭৬]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ৭৮

আরেক ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহর নবীগণ সত্যদ্রোহীতার ওপর অটল থাকার কারণে কাফিরদের সাধারণভাবে (কাউকে সুনির্দিষ্ট না করে) অভিশাপ দিয়েছেন। পবিত্র কালাম শরীফে বলা হয়েছে-

فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾

"কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লা'নত।"[২৭৭]

বলা হয়ে থাকে যে, এ আয়াতে মুসলমান সীমালঙ্ঘনকারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণত কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফে যখন লা'নত ও ওসাত (গোনাহগার) এর কথা বলা হয়েছে তখন তা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও কুফরির সাধারণ অবস্থার ওপর লক্ষ্য রেখে লা'নত দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। পবিত্র কুরআনের সার্বজনীন ঘোষণা হচ্ছে-

فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

"কাফিরদের ওপর লা'নত।"[২৭৮]..."নিশ্চয়ই জালিমদের ওপর লা'নত।"[২৭৯]

মুহাক্কিক 'আলা ই'তলাক শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, সাইয়্যেদুনা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কাফির সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন তাদের ওপর ছাড়া অন্য কাউকে অভিশাপ দেয়া যাবে না। কোন বিশিষ্ট কাফিরকেও অভিশাপ দেয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর পূর্বে যে কোন সময় তার ইসলাম গ্রহণের কণামাত্র সম্ভাবনাও অবশিষ্ট থাকে। *'তারিখে মুহাম্মদীয়া'* বইতে বলা আছে কোন ব্যক্তি কাফিরকে অভিশাপ দেয়া যাবে না যদি না নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে তার মৃত্যু কুফরি অবস্থায় হবে। এমনকি এমনও কিছু গবেষক আলিম[২৮০] আছেন যারা মনে করেন ইয়াজীদকেও অভিশাপ দেয়া যাবে না

[২৭৭]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৯
[২৭৮]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৯
[২৭৯]. আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ৪৪
[২৮০]. কুফরীর অভিযোগ ও ইয়াজিদকে অভিশাপ দেয়ার বিষয়ে মতামত প্রদানকারী আলিমদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী বিদ্যমান।
১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইয়াজিদকে কাফির শ্রেণীভুক্ত করেছেন এবং তাকে অভিশাপ দেয়া বিধিসম্মত সাব্যস্ত করেছেন। কারণ ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের পর সে মন্তব্য করেছিল: 'বদরের যুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের হত্যার প্রতিশোধ আমি তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি।' এ ধরনের

যদিও সে অতি নির্মমভাবে ইসলামের পবিত্র নবী রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র সাইয়্যেদুনা হযরত ইমাম হুসাইন ও তাঁর পরিবারের পবিত্র সদস্য ও অন্যান্য মুসলমানকে শহীদ করে ফেলেছিল।

তবে প্রত্যেক দলই ইয়াজিদকে ফাসিক ও ফাজির (সীমালঙ্ঘনকারী ও দুস্কৃতিপরায়ণ) হিসাবে গণ্য করেন। পবিত্র আহলে বায়তের ওপর তারা চালিয়েছে নির্মম নির্যাতন ও জুলুম। তারা হারামাইন শরীফাইনের চরম অমর্যাদা করেছিল। তারপরও বাস্তবতা হচ্ছে কাউকে অভিশাপ দেয়ার মধ্যে কোন সওয়াব নেই। সারাদিন ধরে যদি কোন ব্যক্তি শয়তানকে[২৮১] অভিশাপ দিতে থাকে তাহলে এতে তার কী ফায়দা হবে? এ সময়টুকু যদি কেউ আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলওয়াত অথবা প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পেশ করে তাহলে সেটাই হবে তার জন্য সবচেয়ে উত্তম। কাউকে অভিশাপ দেয়ার তুলনায় উল্লিখিত ইবাদতসমূহে লিপ্ত থাকা বেশি কল্যাণকর। অভিশাপ দেয়ার মধ্যে যদি কোন পুণ্য থাকত, তাহলে আল্লাহ সুবহানুতা'আলা নিশ্চয়ই শয়তানকে অভিশাপ দেয়ার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ দিতেন। সুতরাং কাউকে অভিশাপ দেয়া থেকে আমাদের বিরত থাকাই উচিত যতক্ষণ আমরা তার শেষ অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানি। যে ব্যক্তি সত্যিই অভিশাপের যোগ্য সে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর

ঘোষণা কুফরি। এ ছাড়া তার আরও বিবৃতি ও কর্ম আছে যাতে জোরালোভাবে তার কুফরি ও ধর্মদ্রোহীতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার শাসনকালে মদপানসহ অন্যান্য হারাম কাজের ব্যাপক প্রসার ঘটে। হারামাইন শরীফাইন ও এর অধিবাসীদের অবমাননা তার সময়ে সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

২. আলিমদের দ্বিতীয় দল ইয়াজিদকে কাফির মনে করেন না ও তার ওপর অভিশাপ দেয়া অনুমোদনযোগ্য মনে করেন না। কারণ তারা বলেন এমন কোন অকাট্য দালিলিক (দালিলি কা'তঈ) প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে বলা যায় যে সে হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে হত্যা করার জন্য সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেছিল। আবার বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ সংক্রান্ত তার বক্তব্য সম্পর্কে বলা হয় এটা খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে নির্ণীত, পরম্পরাগত বক্তব্য শৃঙ্খল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়।

৩. আলিমদের তৃতীয় দল এ বিষয়ে নীরব থাকাকে উত্তম মনে করেছেন। তাঁরা তাকে নিন্দা জানান না আর যাঁরা তার নিন্দা করেন তাঁদেরকে বাধা দেন না। এঁদের মধ্যে আছেন ইমাম গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর মাজহাব।

২৮১. নবীগণ (আলাইহিস সালাম) এবং ফিরিশতাগণ অভিশাপ দেয়ার জন্য আল্লাহর অনুমতিপ্রাপ্ত যেভাবে জাহান্নামের ফিরিশতারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিশাপ দিতে পারেন। আল্লাহর অনুমতিপ্রাপ্ত বান্দাগণ এভাবে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন মাত্র এবং তাঁদের অভিশাপ কাফিরদের সীমালঙ্ঘন জনিত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ। এ ধরনের কাজে অন্যদের লিপ্ত হওয়ার অনুমতি নেই। তবে হ্যাঁ, কোন কোন সময় অন্যান্য সৃষ্টিও এ অভিশাপ প্রদানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ "তাদের ওপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের লা'নত।" তাই উম্মাহর আলিমগণ বলে থাকেনঃ আমরা আহলে কিবলার (যারা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কিবলামুখী হয়) কাউকে কাফির হিসাবে নিন্দাবাদ করি না।

ফিরিশতাগণ কর্তৃক লা'নত প্রাপ্ত হবে। কোন ব্যক্তি এ ধরনের মানুষকে অভিশাপ দিয়ে নিজে কী কল্যাণ হাসিল করতে পারবে? এটা হবে মূল্যবান সময়ের অপচয় মাত্র যা সে অধিকতর কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারে। পক্ষান্তরে সে যদি কাউকে অভিশাপ দেয় আর সে ব্যক্তি যদি অভিশাপের যোগ্য না হয় তাহলে সে অভিশাপ তার কাছেই ফিরে আসবে। ফলে তা হবে তার জন্য গোনাহের একটি বাড়তি বোঝা। তাই ইমাম আবদুল্লাহ ইয়াফেয়ী আল-ইয়ামেনি রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মি'রাত আল জিনান' পুস্তকে বলেছেন, কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নয়, যে অন্য মুসলমানকে অভিশাপ দেয় সে নিজেই অভিশপ্ত হবে।

পবিত্র হাদিস শরীফে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا.

অভিশাপ দেয়া মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়।[২৮২]

শায়খ মুহাক্কিক ইমাম আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিস শরীফের নির্দেশ অনুসারে আহলে সুন্নাহর উচিত নয় কাউকে অভিশাপ দেয়া।[২৮৩]

কোন কোন আলিম বলেন, আহলে সুন্নাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে কোন মুসলমানকে কাফির বলা হতে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে আহলে বিদআতের নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা একে অন্যকে কাফির বলে ও পরস্পরকে অভিশাপ দেয়।[২৮৪]

[এ ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্ত ও অসাধু ব্যক্তি ভিত্তিহীন বিবৃতি দিয়ে থাকে। এ বিয়োগান্ত পরিস্থিতির কারণে কিছু অপরিপক্ব আলিম দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়গুলোর প্রত্যাখ্যানকারীদের কুফরকে কুফরী বলে মানেনা। যদিও এ ধরনের কাজও কুফরি। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি উত্তম পন্থায় ও সতর্কতার সাথে মুজতাহিদ আলিমগণ তাঁদের বইপত্রে ও বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

২৮২. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুত তীব, باب ماجاء في اللعن والطعن ৩/৪১০, হাদীস : ২০২৬

২৮৩. *আশিয়াতুল লুমআত* : কিতাবুল আদাব, باب حفظ اللسان من الغيبة والشتم ৪/৭১

২৮৪. শিয়ারা খারেজিদের কাফির বলে ও তাদেরকে অভিশাপ দেয়, খারেজিরাও অনুরূপভাবে শিয়াদের কাফির বলে ও অভিশাপ দেয়। এসব ভ্রান্ত দলের অনুসারীরাও একই কাজ করে থাকে। যারা তাদের সম্পর্কে জানে তাদের কাছে বিষয়টি খুবই পরিষ্কার। তারা একথাও জানে যে, পরস্পরকে কাফির বলা ও অভিশাপ দেয়া আহলে বি'দাতের বিশেষত শিয়াদের কাজ।

তাঁরা সন্দেহের কোন অবকাশ না রেখে জোর দিয়ে বলেছেন, যারা দীনের অপরিহার্য বিষয়গুলোর কোন একটিকে প্রত্যাখ্যান করে তারা কাফির এবং যে এ ধরনের লোককে কাফির বলে না সে নিজেই কাফির। শিফা শরীফ, ওয়াজিয ইমাম কারদি রাহমতুল্লাহি আলাইহি এবং দুররে মুখতারসহ ফিকহর অন্যান্য কিতাবে তা দলিলসহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ كَفَرَ.

'যে কাফিরের কুফর ও তার শাস্তি সম্পর্কে সন্দেহ করে সে লোক কাফির।'[২৮৫]

৯৯ বনাম ১ এ অনুপাতটির অর্থ হচ্ছে ৯৯ টি অনুষঙ্গ যদি কুফরের দিকে গমণ করে আর ১টি অনুষঙ্গ যদি ইসলামের দিকে যায়, তাহলে ইসলামের প্রতি ধাবমান ১টি অনুষঙ্গকেই বিবেচনায় নিতে হবে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে। ইসলামের বিষয়ে ১টি মাত্র সম্ভাবনা থাকলেও সেখানে কুফরির পক্ষে রায় দেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি ৯৯ টি সুস্পষ্ট কথা বলে কুফরির পক্ষে এবং তার ১টি মাত্র উচ্চারণ যায় ইসলামের পক্ষে তাহলে সেখানে অবস্থা দাঁড়াবে সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ক্ষেত্রে শরীয়া ইসলামের অনুকূলে বলা ১টি কথাকে বিবেচনায় না নিয়ে কুফরির অনুকূলে বলা ৯৯টি কথাকেই বিবেচনায় নেবে। এ ধরনের ব্যক্তি কাফির হবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন! এ ধরনের অসঙ্গতি মুসলমানের ধর্ম হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে ইহুদিদের কথা বলা যায়। তারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবীকেও মানে। তারা তাওরাত কে আল্লাহর কিতাব হিসাবে মানে। কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য বলে জানে। এ সবের প্রত্যেকটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা কি তাদেরকে মুসলমানরূপে গণ্য করি? অথবা মনে করুন, একজন লোক ১০০০ কথা ও কাজ ইসলামের নির্দেশ মত বলে ও করে কিন্তু সাথে ১টি কাজ করে কুফরির, উদাহরণ স্বরূপ: সে কুরআন তিলওয়াত করে, নামায পড়ে, রোজা রাখে, যাকাত দেয়, হজ্ব করে এবং পাশাপাশি মূর্তিকে সিজদা করে। এ ধরনের মানুষ মুসলমান না কাফির? নিঃসন্দেহে সে কাফির!

---

[২৮৫]. ১. *আদ দুররুল মুখতার* : কিতাবুল জিহাদ, باب المرتد ৬/৩৫৬
২. কাযী আয়াজ : *শেফা শরীফ*, ২/২১৬

একইভাবে আমাদের দ্বীনের ইমাম ও আলিমগণ সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করে বলেছেন প্রকৃত আহলে কিবলার কাউকে কাফির বলা যাবে না। আহলে কিবলা হচ্ছে যারা দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়গুলোর (জরুরীয়তে দ্বীন) ওপর ঈমান রাখে ও স্বীকৃতি দেয়। আর যারা দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়গুলোর (জরুরীয়তে দ্বীন) মধ্যে যদি কোন একটিকেও প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তারা আহলে কিবলা নয়, তাদের কুফরির বিষয়ে সন্দেহ থাকাটাও কুফরি। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে, শরহে মুয়াকিফ, হাশিয়ায়ে চলফি, শরহে ফিকহে আকবর, হাওয়াশ দুররে মুখতারসহ আকাঈদের প্রামাণ্য কিতাবসমূহে।[২৮৬] কিছু কিছু বিভ্রান্ত মানুষ খুব দৃঢ়তার সাথে বলে থাকেন, হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি আহলে কিবলাকে কাফির বলতে নিষেধ করেছেন। অবশ্যই তিনি তা বলেছেন, কিন্তু তা প্রকৃত আহলে কিবলার ব্যাপারে। তাদের ব্যাপারে বলেননি যারা শুধু মুখে কলেমা উচ্চারণ করে ও কিবলামুখী হয় এবং হঠাৎ করে কুফরি কথা বলে। সাইয়্যেদুনা আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি নিজেই তাঁর বই আকাইদ, ফিকাহ আকবরে বলেছেন,

صِفَاتُهُ فِي الأَزَلِ غَيْرُ مُحْدِثَةٍ وَلاَ مَخْلُوْقَةٍ فَمَنْ قَالَ إِنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ أَوْ مُحْدِثَةٌ أَوْ وَقَفَ فِيْهَا أَوْ شَكَّ فِيْهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ تَعَالَى.

"আল্লাহর গুণাবলী চিরন্তন। এগুলো না বিনাশযোগ্য, না সৃষ্ট। অতএব যারা এগুলোকে সৃষ্ট কিংবা বিনাশযোগ্য মনে করে ও যারা তাদের সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করে অথবা সংশয় বোধ করে তারা কাফির।"[২৮৭]

ইমাম আবু ইউসুফ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন তাঁর উস্তাদ সাইয়্যেদুনা আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে দীর্ঘ ছয়মাস আলাপ আলোচনার পর তাঁরা উভয়ে একমত হন যে, যারা পবিত্র কুরআনকে মাখলুক বা সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করে তারা কাফির।[২৮৮]

---

[২৮৬]. ১. *মনহুর রওজ আল-আযহার* : فصل في الكفر صريحًا وكناية পৃষ্ঠা : ১৮৮
২. *আদ দুররুল মুখতার* : কিতাবুস সালাত, باب الإمامة ২/৩৫৮
[২৮৭]. আবু হানীফা : *আল ফিকহুল আকবর*, পৃষ্ঠা : ২৫
[২৮৮]. ১. *মনহুর রওজ আল-আযহার* : فصل القرآن كلام الله غير مخلوق ولا حادث পৃষ্ঠা : ২৬
২. *আল হাদিকাতুন নদিয়া* : والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ১/২৫৮

এ সকল বিধি সব সময় স্মরণে রাখা উচিত। কারণ আধুনিক কাফির ও তাদের সহযোগীরা নিজেদের ঢাক খুব জোরসে বাজায় এবং কুফরি করার পর প্রচেষ্টা চালায় যাতে সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে কাফির বলে ধিক্কার না দেয়। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন এবং তিনিই প্রকৃত হিদায়াতকারী।]

বিষয় ১০ : কখনো কোন মুসলমানকে একথা বলে অভিশাপ দেবে না। 'আল্লাহর গজব ও আযাব তোমার ওপর নেমে আসুক।' অথবা 'তুমি দোযখের আগুনে প্রবেশ কর।' হাদিস শরীফে এ বিষয়ে কঠিন হুঁশিয়ারী এসেছে।[২৮৯]

বিষয় ১১ : কোন মৃত কাফিরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হারাম। পবিত্র কালাম শরীফে বলা হয়েছে-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে ওরা জাহান্নামী। ইবরাহীম তার পিতার[২৯০] জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল তার

২৮৯. আবূ দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুল আদব, باب في اللعن ৪/৩৬২, হাদীস : ৪৯০৬

২৯০. অনেক লোকের ধারণা হচ্ছে যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'আযর' সাইয়্যেদুনা নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রকৃত জন্মদাতা পিতা। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে আযর হল নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের চাচা। তাঁর জন্মদাতা পিতার নাম তারিখ। ইমাম জালাল উদ্দিস সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্মদাতা পিতার নাম তারিখ এবং একথাও বলা আছে তার নাম আযর আবার একথাও বলা আছে তার নাম বা'যার। তাঁর মায়ের নাম সানি এবং এমনও বলা আছে তার নাম নওফা আবার এমনও বলা আছে তার নাম লাউসা।

একথা সুস্পষ্ট যে ইমাম জালাল উদ্দিস সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর মতে নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্মদাতা পিতার নাম তারিখ। বাকী নামগুলো "একথাও বলা আছে" দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় তার প্রকৃত নাম তারিখ বাকী নামগুলো অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত। দেখুন: আল ইতকান ফি আল উলুমুল কুরআন। ইমাম ইবনে সারিহ প্রমাণ সহকারে বলেন: আযর তাঁর পিতার নাম নয়। তিনি হচ্ছেন ইবরাহীম ইবনে ইয়াত্রা অথবা তারিখ ইবনে শারিকা ইবনে নযর ইবনে ফাতিক।

২) দেখুন: হায়াতুল হাইয়ান। কৃত কামাল আল দীন দামিরী। আরেক প্রামাণ্য বর্ণনা আছে ইমাম ইবনে আবি খাতিম এর লেখায়। তিনি বলেন, "তাকে বলা হয়েছিল তাঁর পিতার নাম আযর। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন: তা নয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁর পিতার নাম তারিখ।"

সাথে ওয়াদাবদ্ধ ছিল বলে। অতঃপর যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন ইবরাহীম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।"[২৯১]

সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) শরীফের বর্ণনা মতে উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ ছিল হযরত সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পর তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেছিলেন। তখন আল্লাহ সুবহানু তা'আলা তাঁকে অনুরূপ দোয়া করতে নিষেধ করেন।[২৯২]

আল্লামা ইমাম শাহাবুদ্দীন কুর'আনী আল মালিকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ব্যাখ্যা করে বলেন, কাফিরদেরদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা কুফরি। কারণ তা পবিত্র কুর'আনের আয়াত শরীফ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ" এর ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক। এটা আল্লাহর আদেশকে অমান্য করার শামিল।

[এর অর্থ হচ্ছে- কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, কাফিরদের মাগফিরাতের ও দোযখের আগুন হতে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য দোয়া করার বৈধ অনুমতি আছে তা হলে তা হবে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত আদেশকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল। অন্যথায় এ ধরনের কথা বলা হারাম ও অপছন্দনীয় কারণ এতেও আসমানী আদেশকে প্রত্যাখ্যানের আলামত পাওয়া যায়। কৌশলগতভাবে এ ধরনের প্রত্যাখ্যান দু'রকম সমস্যা সৃষ্টি করে।

প্রথমত: এটা আইনত অসম্ভব একথা মেনে নেয়ার পরও সম্ভাবনার নিয়তে এটার জন্য প্রার্থনা করা।

৩) দেখুন: তফসিরে ইবনে কাছির। কৃত ইমাম হাফিজ ইসমাঈল বিন ওমর ইবনে কাছির দামেস্কী আল শাফায়ী। এ তফসিরে বলা হয়েছে দাহাক হযরত আবদুল্লাহ- ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আযর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতার নাম নয়। তাঁর প্রকৃত নাম তারিখ। এরপর ইমাম দাহাক রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনার ভিত্তিতে 'আযর' শীর্ষক তফসীরে নিজেই বলেন, আযর হল একটা মূর্তির নাম, এবং সাইয়্যেদুনা নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতার নাম তারিখ। তাঁর মায়ের নাম সানি, তাঁর স্ত্রীর নাম সারাহ, তাঁর সহচরী ছিলেন হাযরা যিনি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জননী। একইভাবে বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্মদাতা পিতার নাম তারিখ। তাই এ বিষয়ে সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য অধিকাংশ উলামার মতই গ্রহণযোগ্য। একমাত্র ইবনে জরীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত এ বিষয়ে ভিন্ন।

২৯১. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৩-১১৪

২৯২. ১. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল জানায়েয, باب اذا قال المشرك عند الموت...الخ ১/১০৬, হাদিস : ১৩৬০

২. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুল ঈমান, باب الدليل على صحة الإسلام..الخ পৃষ্ঠা : ৩১-৩২, হাদীস : ১২৪

দ্বিতীয়তঃ মুখ ফসকে অর্থহীনভাবে তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা। প্রথম প্রকারের ইচ্ছাগুলো আল্লাহর ওয়াদার বিরুদ্ধাচরণ, দ্বিতীয় প্রকারের আবেদন নিরর্থক ও তামাশার শামিল। দু'টো অনুষঙ্গই কুফরি নীতির প্রতি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। প্রথমটা নিশ্চিতভাবে কুফরি দ্বিতীয়টি পরিষ্কার হারাম এবং গুরুতর পাপ। এ ধরনের কর্ম সম্পাদিত হলে সাথে সাথে তওবা করা, ঈমানকে নবায়ন করা ও বিয়ে দোহরানো উচিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখতে গেলে এ বইয়ের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে ইমাম 'আহমদ হালাবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'হিলইয়াতুল আউলিয়া ও রদ্দুল মুখতার' পড়ে দেখুন। মাহমাম্বিত আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।]

বিষয় ১২ : উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণ ও প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, 'হে আল্লাহ! প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিটি গোনাহ মাফ করে দিন' এ ধরনের দোয়া করা যাবে না। যেহেতু উদ্ধৃত আয়াতে ভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তাই এ রকম দোয়া ঠিক নয়। হাদিস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী গোনাহগার মুসলমানদের তাদের গোনাহের কারণে স্বল্প সময়ের জন্য জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে। তবে যে কেউ এ দোয়া করতে পারেঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে ও সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দিন।'[২৯৩]

[এখানেই বিজ্ঞ লেখকের প্রদত্ত ১২টা বিষয়ের বর্ণনা শেষ হয়েছে। অতিরিক্ত আর তিনটা বিষয় আমি সংযোজন করছি।]

বিষয় ১৩ : কখনো নিজেকে, পরিবার পরিজনকে ও বন্ধু বান্ধবকে অভিশাপ দেবে না ও তাদের অশুভ কামনা করবেনা। কারণ দোয়া কবুল হওয়ার সঠিক মুহূর্ত কোনটি আমরা জানিনা। এ ধরনের দোয়া কবুল হয়ে গেলে পরে পস্তাতে হতে পারে। একবার কবুল হয়ে গেলে তা আর রদ হয় না। সাইয়্যেদুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

২৯২. [ইংরেজি অনুবাদকের নোটঃ ইমাম আহমদ রেযা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ সব আলোচনা খুবই পান্ডিত্যপূর্ণ। ইমাম সাহেব বহু বিজ্ঞ জনের ভিন্ন ভিন্ন মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁদের প্রতিটি বক্তব্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও চমৎকারভাবে নিজের যুক্তি পেশ করেছেন। যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত ও অবহিত করা এবং দোয়ার সাধারণ আদব শিক্ষা দেয়া তাই আমাদের মতে উক্ত পান্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি তর্কের উল্লেখ এখানে না করলেও চলে। আমরা মনে করি এতে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নানা সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, অধিকাংশ সাধারণ পাঠক তা বুঝতেও পারবেন না। তাই আমরা অনেক গভীর বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা বাদ দিয়েছি। তবে তা পরিমানে খুব বেশি নয়। এরপরও কোন বিজ্ঞ ও উৎসাহী পাঠক যদি এ বিষয়ে আরো অধিক জানতে চান তাহলে তিনি মূল বইটি দেখে নিতে পারেন যা বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।]

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةً نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ.

"নিজের, পরিবারের সদস্যদের, নিজ কর্মচারীদের এবং নিজ সহায় সম্পদের উপর অভিশাপ দিতে নিষেধ করেছেন। এ জাতীয় অভিশাপ প্রদানের মুহূর্তটি দোয়া কবুলিয়তের সময়ের সাথে মিলে যেতে পারে।"[২৯৪]

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

"তিনজন মানুষের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের জন্য মা-বাবার বদ দোয়া।"[২৯৫]

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইমাম দায়লামী বর্ণনা করেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَقْبَلَ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ.

"আমি অবশ্যই মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন প্রিয়জনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত কোন মানুষের দোয়া কবুল না করেন।"[২৯৬]

আল্লামা ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, হাদিস শরীফ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সন্তানের বিরুদ্ধে মা-বাবার অভিশাপ

---

২৯৪. ১. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যুহদ, باب حديث جابر الطويل...ع পৃষ্ঠা : ১৬০৪, হাদীস : ৩০০৯

২. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুস সালাত, بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسَانُ..ع ২/১২৬, হাদীস : ১৫৩২

২৯৫. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, بَاب مَا ذُكِرَ فِي دَعْوَةِ الْمُسَافِرِ ৫/২৮০, হাদীস : ৩৪৫৯

২৯৬. এ হাদিস শরীফে দু'জন মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু কোন কারণে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটার পর একে অন্যকে অভিশাপ দেয়। রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে বন্ধুর দেয়া অভিশাপ কবুল না করার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আগাম আরজি পেশ করেছেন। (দায়লামী : *মুসনদুল ফেরদৌস*, ১/৫২, হাদীস : ১৮৯)

প্রত্যাখ্যান করা হয় না।[২৯৭] অতএব তাদের (মা-বাবা ও সন্তান) উচিত এ হাদিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সাবধান হওয়া।

তবে মহান আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে বলছি, অভিশাপের দু'টো ধরণ আছে। একটা হচ্ছে অভিশাপকারী মুখে কোন অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনে তা কামনা করে না। কারণ এ ধরনের অভিশাপ কার্যকরী হলে সে নিজেই সবচেয়ে বেশি মনোবেদনায় ভুগবে। কোন কোন সময় মা-বাবা নিজের সন্তানকে মরে যেতে বা ধ্বংস হয়ে যেতে বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনে প্রাণে কখনো তা কামনা করে না। যদি এ রকম ঘটনা ঘটে তাহলে মা-বাবার চেয়ে বেশি কষ্ট ও দুঃখ আর বেশি কেউ অনুভব করবে না। ইমাম দায়লামীর বর্ণিত হাদিসে সে ধরনের দোয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে যেখানে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্তরূপ দোয়া কবুল না করার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এ সহিহ হাদিস শরীফটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে; নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً.

"হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ এবং মানুষ যেভাবে রাগ করে আমিও সেভাবে রাগ করি। তাই আমি যদি কাউকে অভিশাপ দেই তা যেন তার গোনাহ মাফের কারণ হয়ে যায়। (অর্থাৎ আমার অভিশাপকে তার জন্য রহমতে পরিণত করে দিন, এর সাহায্যে তার পাপকে মোচন করে দিন যাতে তা তার কোন ক্ষতি করতে না পারে)"[২৯৮]

দ্বিতীয় ধরনের অভিশাপ হচ্ছে অভিশাপকারী খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং সে যা কামনা করে তা একান্তভাবে তা-ই চায়। অর্থাৎ সে চায় যে অভিশপ্ত ব্যক্তি সত্যিই সত্যিই ধ্বংস হোক। আল্লাহ মাফ করুন! মা-বাবার মানসিক অবস্থা তখনই এ পর্যায়ে পৌঁছে যখন সন্তান সকল সীমা অতিক্রম

[২৯৭]. *আল মাকাসিদুল হাসানাহ* : পৃষ্ঠা : ২২১, হাদীস : ৪৮৭

[২৯৮]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, باب من لعنه النبي...ﷺ পৃষ্ঠা : ১৪০১-১৪০৩, হাদীস : ২৬০০-২৬০৩

করে যায়, মা-বাবার স্নেহ-মমতাকে নিঃশেষ করে দেয় ও ভালবাসার বন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে ফেলে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবার মন চরমভাবে বিক্ষুব্ধ থাকে ও তাদের পরম ভালবাসা প্রচন্ড ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। যখন মা-বাবার দীলে এ ধরনের চরম অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন যদি সন্তানের ওপর অভিশাপ কার্যকরী হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের এ ধরনের বদ-নসীব থেকে রক্ষা করুন! আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞাতা।

বিষয় ১৪ : যা ইতোমধ্যে হাসিল হয়েছে তার জন্য দোয়া করবে না। উদাহরণ স্বরূপ কোন মানুষ বলে, 'হে আল্লাহ! আমাকে মানুষ কর! এটা হল ঠাট্টা ও পাপ। তবে কোন পাপ হবে না যদি সে সত্যিকারের মানুষের মত মানুষ হওয়ার জন্য দোয়া করে। সত্যিকারের মানুষ হওয়া মানে 'ইনসানে কামিল' হওয়া। সাইয়্যেদুনা আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, 'চেহারা ছুরতে মানুষ অনেক দেখা যায় কিন্তু সত্যিকারের মানুষ খুবই কম।' এখানে আল্লাহর একান্ত অনুগত ও প্রিয় বান্দা আওলিয়া ও সালেহীনদের কথা বলা হয়েছে। সত্যিকারের মানুষ বলতে, বুদ্ধিমান মানুষ, সাহসী মানুষ ও ধর্মপরায়ণ নেতাকেও বুঝায়। শরীয়ার আইন চলার তওফিক কামনা করে, বিনয় প্রকাশের জন্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা কামনা করে , দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ, কাফির ও মুশরিকদের প্রতি ঘৃণা কামনা করে দোয়া করার অনুমতি আছে। এ ধরনের দোয়ার উদাহরণ হচ্ছে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ، اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اعْطِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْوَسِيْلَةَ، اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، اَللّٰهُمَّ اعْطِ بَيْتَكَ الْمُكَرَّمَ شَرَفًا وَتَكْرِيْمًا، اَللّٰهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

'হে আল্লাহ! আমাদের মাওলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম ও রহমত প্রেরণ কর। আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে পরিচলনা কর, আমাদের মাওলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণের ওপর তুমি সন্তুষ্ট ও রাজি থাক। হে আল্লাহ! তোমার ঘরের মর্যাদা ও শান মান

উঁচু স্তরে উন্নীত কর। হে আল্লাহ! আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদের শত্রুর ওপর তুমি লা'নত বর্ষণ কর।'

যদিও এ সকল অবস্থা বাস্তব তথাপি তা কামনা করা অসিদ্ধ হবে না কারণ স্বর্গীয় নির্দেশের নিরিখে উদ্দেশ্যের পরিমাপ হয়।

বিষয় ১৫ : দোয়ার পরিসরকে সীমিত করবে না। উদাহরণ স্বরূপ এ রূপ দোয়া করবেনা- 'হে আল্লাহ! শুধু আমাকে ক্ষমা কর অথবা শুধু আমাকে ও আমার কতিপয় বন্ধুকে ক্ষমা কর!' হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, একবার এক বেদুইন এ দোয়া করেছিল-

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ.

"হে আল্লাহ! আমার ওপর রহমত কর, এবং মুহাম্মদের ওপর রহমত কর এবং আমাদের ছাড়া আর কারো ওপর রহমত করো না। প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, তুমি একটা ব্যাপক জিনিষ (রহমত) কে সীমিত করে ফেলেছ।"[২৯৯]

প্রিয় ভাইয়েরা! মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অবারিত রহমত সকল সৃষ্টিকে ঘিরে আছে, পুরো বিশ্বজগত তাঁর অফুরন্ত রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴿١٥٦﴾

"আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"[৩০০]

কেউ যদি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ কোন অনুগ্রহ লাভের যোগ্য নাও হয় তবে সে যদি অন্য সকল মুসলমানের জন্য তা কামনা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উসিলায় তাকে সে অনুগ্রহ দান করতে পারেন। পক্ষান্তরে উম্মাহর মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছেন যাঁদের কারণে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকেও অনুগ্রহ করে থাকেন। তাই শুধুমাত্র নিজের জন্য অথবা কতিপয়ের জন্য কিছু প্রার্থনা করা ও অন্য সকলের কথা ভুলে থাকা সঙ্কীর্ণতার নামান্তর। প্রথমত এটা গুরুতর অবিবেচনা ও বৃহত্তর উম্মাহর জন্য অশুভ

[২৯৯]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল আদব, باب رحمة الناس والبهائم পৃষ্ঠা : ৫০৮, হাদীস : ৬০১০

[৩০০]. আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৬

অভিলাষ। দ্বিতীয়ত এটা বিশুদ্ধ ঈমানের খেলাফ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"তোমরা কখনও পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ তোমাদের ভাইদের জন্য তা কামনা না কর যা তোমরা নিজেদের জন্য কামনা কর।"[৩০১]

اَلدِّيْنُ اَلنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শুভ কামনার নামই দ্বীন।"[৩০২]

তাই হাদিস শরীফের বর্ণনানুযায়ী দোয়া কে সার্বজনীন করার মধ্যে মহা কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞানী।

[৩০১]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল ঈমান, باب من الإيمان أن يحب لأخيه...الخ ১/১৬, হাদীস : ১৩

[৩০২]. নাসায়ী : *আস সুনান*, কিতাবুল বায়আত, باب النصيحة للإمام পৃষ্ঠা : ৬৮৪-৬৮৫, হাদীস : ৪২০৩-৪২০৬

অষ্টম অধ্যায়

যাঁদের দোয়া কবুল হয়

যাঁদের দোয়া কবুল হয় তাঁদের সংখ্যা ১৯ জন, তন্মধ্যে ৮ জনের কথা মূল গ্রন্থকার বলেছেন বাকী ১১ জনের কথা আমি সংযোজন করেছি।

১. বিপর্যস্ত ব্যক্তি।

[পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে-

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴿٦٢﴾

"বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ আপদ দূরীভূত করেন।"][৩০৩]

২. পাপী অথবা কাফির কর্তৃক অত্যাচারিত ব্যক্তি।

[পবিত্র হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে- মজলুমের প্রতি দয়া-পরবশ হয়ে আল্লাহ বলেন,

وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

"আমার ইজ্জতের কসম আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব যদিও তা দেরিতে হয়।"][৩০৪]

৩. ন্যায়পরায়ণ শাসক।

৪. ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

৫. পিতা-মাতার অনুগত সন্তান।

৬. মুসাফির।

[যে মুসাফির বা ভ্রমণকারী পাপকাজে লিপ্ত হয় সে এ দলে অন্তর্ভুক্ত নয়। নতুবা ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত সব মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়।][৩০৫] অনেক হাদিসে একথা বলা হয়েছে তাঁদের দোয়া কবুল হয় তা ফেরত দেয়া হয় না। এতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম আহমদ ও ইমাম বুখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল আদাবুল মুফরাদে, আবু

৩০৩. আল-কুরআন, সূরা নমল, আয়াত : ৬২

৩০৪. ১. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুদ দাওয়াত, باب في العفو والعافية ৫/৩৪৩, হাদীস : ৩৬০৯

২. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুস সিয়াম, باب في الصيام لاترد دعوته ২/৩৪৯-৩৫০, হাদীস : ১৭৫২

৩০৫. ইবনে মাজাহ, আল আকেলী এবং বায়হাকী সাইয়্যেদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন সাইয়্যেদুনা উকবা বিন আমীর আল জুহায়নির রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে।

দাউদ ও তিরমিজি সাইয়্যেদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাযার রাহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়্যেদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এ মর্মে একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন,

ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرُدَّ لَهُمْ دَعْوَةً : اَلصَّائِمُ حَتَّى يَفْطِرَ وَالْمَظْلُوْمُ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَالْمُسَافِرُ حَتَّى يَرْجِعَ.

"এটা আল্লাহর অধিকার যে তিনি তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেন না। ক) রোজাদারের দোয়া ইফতার না করা পর্যন্ত, খ) মজলুমের দোয়া জুলুমের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত এবং গ) মুসাফিরের দোয়া ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত।"][৩০৬]

৭. রোজাদার ব্যক্তি।

[বিশেষত ইফতারের সময়।]

৮. ঐ মুসলিম যে অন্য মুসলিমের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে।

[হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- এ দোয়া সত্বর গৃহীত হয় এবং ফিরিশতাগণ বলেন,

آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

"আমীন! এবং তোমার জন্যও অনুরূপ রহমত।"][৩০৭]

অন্য এক হাদিস শরীফে বলা হয়েছে- হাজী, যুদ্ধ বিজয়ী সৈনিক, রোগী ও মজলুমের দোয়ার চেয়েও এরকম ব্যক্তির দোয়া দ্রুততর কবুল হয়।[৩০৮] সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বায়হাকী এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় এক হাদিসে আছে- "এর চেয়ে দ্রুত আর কোন দোয়া কবুল হয় না।"[৩০৯]

৩০৬. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/৪৪, হাদীস : ৩৩১৬

৩০৭. ১. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুস সালাত, باب الدعاء بظهر الغيب ২/১২৬-১২৭, হাদীস : ১৫৩৪-১৫৩৫

২. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যিকির, باب فضل الدعاء للمسلمين...الخ পৃষ্ঠা : ১৪৬২, হাদীস : ২৭৩২-৩৩

৩০৮. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, ২/৪৬-৪৭, হাদীস : ১১২৫

৩০৯. তিরমিযি (কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, ৩/৩৯৫, হাদীস : ৩৮৫) বর্ণনা করেছেন সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে।

চতুর্থ এক হাদিসে আছে- " এ রকম দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না।"[৩১০]

প্রথম এ ৮ জনের বর্ণনা শেষে আমি এখন বাকী ১১জনের কথা উল্লেখ করছি।]

৯. সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, এ দোয়া উম্মতের জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার সমতুল্য।[৩১১]

১০. মা-বাবার জন্য সন্তানের দোয়া।

আবু নাঈম রাহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়্যেদুনা ওয়াসেলা বিন আসকাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعُ دَعَوَاتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ : اَلإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَالرَّجُلُ يَدْعُو لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ ، وَرَجُلٌ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ.

"চার ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে থাকে। ন্যায়পরায়ণ নেতা, এক মুসলিম যে তার অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের জন্য দোয়া করে, মজলুমের দোয়া, যে সন্তান তার মা-বাবার জন্য দোয়া করে।"[৩১২]

১১. হাজী সাহেবের দোয়া যতক্ষণ তিনি গৃহে ফিরে না আসেন।

সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ.

"তোমরা যখন কোন হাজীর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম করবে, তার হাত মুসাফাহ করবে। তাকে ঘরে ফিরে যাবার পূর্বে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করবে। সে ক্ষমাপ্রাপ্তদের একজন (এবং তার দোয়া কবুল হয়)।[৩১৩]

---

৩১০. ইমাম বাযার (৯/৫২, হাদীস : ৩৫৭৭) বর্ণনা করেছেন সাইয়্যেদুনা ইমরান বিন হাসিন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে।

৩১১. ইমাম দায়লামী (১/৩৮৬, হাদীস : ২৮৫৯) বর্ণনা করেছেন সাইয়্যেদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে।

৩১২. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/৪৩, হাদীস : ৩৩০২

৩১৩. সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইমাম আহমদ (২/৩৫১) বর্ণনা করেছেন।

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে- একজন হাজীর দোয়া ফেরত দেয়া হয় না যতক্ষণ না সে ফিরে আসে (নিজ গৃহে)।[৩১৪]

১২. উমরাহ পালনকারী।

সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُعْطِيهِمْ مَا سَأَلُوْا، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا دَعَوْا.

"যে উমরাহ পালন করে সে আল্লাহর মেহমান। তার ইচ্ছাকে পূরণ করা হয় ও তার দোয়াকে কবুল করা হয়।"[৩১৫]

১৩. রোগগ্রস্ত ব্যক্তি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

"তোমরা যখন কোন রোগী দেখতে যাবে তাকে তোমাদের জন্য দোয়া করতে বলবে। কারণ তার দোয়া ফিরিশতাদের দোয়ার সমতুল্য।"[৩১৬]

আরেক হাদিসে আছে-

لَا تُرَدُّ دَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ.

"রোগীদের দোয়া ফেরত দেয়া হয়না, তাদের আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত।"[৩১৭]

১৪. বালা-মুসিবতে পতিত মু'মিন।

দুনিয়াবী মুসিবত হোক কিংবা শারীরিক কোন বালা-বিপদ। শারীরিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- একদিন প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন,

---

৩১৪. ইমাম বায়হাকী (২/৪৭, হাদীস : ১১২৫), দায়লামী এবং ইয়াহইয়া রাহমতুল্লাহি আলাইহিম বর্ণনা করেছেন।

৩১৫. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, باب في المناسك، فضل الحج والعمرة ৩/৪৭৬-৭৭, হাদীস : ৪১০৬-৪১০৯

৩১৬. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুল জানায়েয باب ما جاء في عيادة المريض ২/১৯১, হাদীস : ১৪৪১

৩১৭. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, باب في الرجاء من الله تعالى، ذكر فصول في الدعاء...الخ ২/৪৭, হাদীস : ১১২৫ (সাইয়্যেদুনা আবদ-আল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইবনে আবিদ দুনিয়া, বায়হাকী ও দায়লামী বর্ণনা করেছেন।)

يَا سَلْمَانُ إِنَّ الْمُبْتَلَى مُسْتَجَابٌ دَعْوَتُهُ.

"হে সালমান! বালা-মুসিবতে পতিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়।"[৩১৮]

অন্য এক হাদিস শরীফে আছে-

فَاغْتَنِمُوْا دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ الْمُبْتَلَى.

"বালা-মুসিবতে পতিত ব্যক্তির দোয়া লাভের সুযোগ গ্রহণ কর।"[৩১৯]

১৫. যে ব্যক্তি আল্লাহকে অত্যাধিক স্মরণ করে।

প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يَرُدُّ اللهُ دُعَاءَهُمْ: الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَالْإِمَامُ الْمُقْسِطُ.

"আল্লাহ তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণ করে, মজলুম ও ন্যায়পরায়ণ শাসক।"[৩২০]

১৬. যে ব্যক্তি জঙ্গলে বাস করে সেখানে আল্লাহ ছাড়া তাকে আর কেউ দেখতে পায়না এবং সেখানে সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে।

সাইয়্যেদুনা রাবীয়া বিন ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ইমাম ইবনে মুন্দাহ রাহমতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আবু নাঈম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثَةُ مَوَاطِنَ لَا تُرَدُّ فِيهَا دَعْوَةُ الْعَبْدِ: رَجُلٌ يَكُونُ فِي بَرِيَّةٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلا اللهُ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي.

"তিন স্থানে কৃত দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না। (একটি হচ্ছে) একজন বান্দা যখন নির্জন জঙ্গলে আল্লাহর ইবাদত করে যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতে পায় না।"[৩২১]

৩১৮. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/৪৭, হাদীস : ৩৩৬৫

৩১৯. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/৪৩, হাদীস : ৩৩০৫ (সাইয়্যেদুনা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে আবু আল শায়খ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।)

৩২০. সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বায়হাকী (১/৪১৯, হাদীস : ৫৮৮) রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।

৩২১. আবু নায়ীম রবিয়া বিন ওয়াক্কাস : *মা'রিফাতুস সাহাবা*, ২/২৯৮, হাদীস : ২৭৯২

১৭. যখন কোন মুজাহিদ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হয় যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।

দায়লামী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَرْجِعَ، وَدَعْوَةُ الْغَازِي حَتَّى يَصْدُرَ....

"হাজী এবং গাজীগণ ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না।"[৩২২]

বিশেষত যখন অন্য মুজাহিদরা পলায়ন করে কিন্তু সে নিজে জিহাদে দৃঢ়পদ থাকে।

১৮. যখন কেউ কোন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় এবং সে অনুগ্রহকারীর জন্য দোয়া করে সে দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

দায়লামী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়্যেদুনা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

دُعَاءُ الْمُحْسِنِ إِلَيْهِ لِلْمُحْسِنِ لَا يُرَدُّ.

"ইহছানকারীর জন্য ইহছানপ্রাপ্ত ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না।"[৩২৩]

১৯. যখন একদল মুসলমান একত্রিত হয়ে দোয়া করে। তাদের একজন দোয়া করবে ও অন্যরা আমীন বলবে। তাবরানী, হাকীম ও বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহিম বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ إِلا أَجَابَهُمُ اللهُ.

"যখন একদল মুসলমান একত্রিত হয়ে তাদের কেউ দোয়া করে এবং অন্যরা আমীন বলে আল্লাহ তা'আলা সে দোয়া কবুল করেন।"[৩২৪]

৩২২. হিন্দি : *কানযুল উম্মাল*, কিতাবুল আযকার, ১/৪৩, হাদীস : ৩৩০১

৩২৩. দায়লামী : *মুসনদুল ফেরদৌস*, ১/৩৮৬, হাদীস : ২৮৬৩

ইসলামের এ নগণ্য খাদিম দোয়া কবুল হয় এমন ১১ জনের কথা এখানে সংযোজন করেছি। ৯ ও ১০ নং-এ বর্ণিত ব্যক্তির কথা ছাড়া অন্য কারো কথা এমনকি হিসনে হাসীন[৩২৫] এর লেখকও উল্লেখ করেননি।

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি যিনি এ গ্রন্থে তাঁদের সবার কথা লিপিবদ্ধ করার তওফীক দিয়েছেন।

৩২৪. সাইয়্যেদুনা হাবিব বিন সালমা আতা আল ফাহরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে তাবরানী, হাকীম ও বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহিম বর্ণনা করেছেন। (হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, ৪/৪১৭, হাদীস : ৫৫২৯)

৩২৫. হিসনে হাসীন দোয়ার একটি আকর গ্রন্থ। ইমাম আহমদ রেযা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর সমসাময়িক একজন ইমাম ও মুহাদ্দিস, আল জলিল আল্লামা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আল যাযরী আল শাফা'য়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছেন। পৃথিবীর সকল মুসলিম পন্ডিত বইটি পাঠ করেছেন। যদি পাঠ নাও করে থাকেন নিদেন পক্ষে এ বইটির কথা শুনেছেন। এ বইটি সংগ্রহ করে প্রতিদিনকার অজিফা হিসাবে পাঠ করার জন্য আমাদের একান্ত অনুরোধ ও জোর তাগাদা থাকল। এ বইটি হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদিস শরীফ হতে বাছাইকৃত দোয়ার সঙ্কলন।

নবম অধ্যায়

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সৎকাজ সম্পাদিত হবার পর দোয়া করার প্রয়োজন নেই

যদিও মূল গ্রন্থকার এ অধ্যায়টি এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন নি তথাপি আমি গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে স্বউদ্যোগে এ অধ্যায়টি এখানে সংযোজন করছি। প্রকৃতপক্ষে এ অধ্যায়টি লেখকের অন্য একটা গ্রন্থ আল জাওয়াহির এর অংশ বিশেষ । যে সমস্ত সৎকাজ সম্পাদিত হবার পর দোয়া করা জরুরী নয়। সে রকম তিনটি কাজের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

কর্ম ১ : দরূদ শরীফ অথবা সালাত আলান্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম তিরমিজি এবং ইমাম হাকিম রাহমতুল্লাহি আলাইহিম যথাযথ ও প্রামাণ্য সনদ সহকারে সাইয়্যেদুনা উবাই বিন কা'ব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهَ اذْكُرُوا اللهَ جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أُبَيٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

"রাতের চতুর্থ প্রহর অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত হও, আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত হও, রাজিফা এসেছে, এরপর রাদিফা এসেছে, মৃত্যু এসেছে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু নিয়ে গেছে। আমি জানতে চাইলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি প্রচুর দোয়া করি। এ সময় আপনার জন্য কতটুকু সময় নির্ধারণ করব? তিনি বললেন, যতটুকু সময় তোমার সম্ভব হয়। আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, যতটুকু সময় তোমার

সম্ভব হয়। তবে তুমি যদি সময় আরো বাড়াতে পার তাহলে তা তোমার জন্য আরো উত্তম হবে। আমি বললাম, অর্ধেকাংশ? তিনি বললেন, যতটুকু সময় তোমার সম্ভব হয়। তবে তুমি যদি সময় আরো বাড়াতে পার তাহলে তা তোমার জন্য আরো উত্তম হবে। আমি বললাম, তাহলে আমার পুরো সময়টাই আপনার জন্য ব্যয় করি? রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, "তা যদি করতে পার তাহলে তোমার সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন ও তোমার গোনাহ মাফ করে দেবেন।"[৩২৬]

ইমাম তাবরানী বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে-

أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَجْعَلُ ثُلُثَ صَلاتِي عَلَيْكَ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، قَالَ : الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَلاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَنْ يَكْفِيكَ اللهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ.

"এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার দরূদের জন্য এক চতুর্থাংশ সময় নির্ধারণ করি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, তুমি চাইলে তা করতে পার। আমি বললাম, যদি অর্ধেক করি? তিনি বললেন, ঠিক আছে। এরপর আমি বললাম, আমি যদি পুরো সময় আপনার জন্য দরূদ পাঠে ব্যয় করি? তিনি জবাব দিলেন, "যদি তুমি তা কর, তাহলে তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যাবেন।"[৩২৭]

বস্তুত দরূদ শরীফ হচ্ছে হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দোয়া। দরূদ পাঠকারী দরূদ পাঠের মাধ্যমে যত সওয়াব হাসিল করতে পারে অন্য কোন দোয়ার মাধ্যমে সে পরিমান সওয়াব হাসিল হতে পারেনা।

৩২৬. ১. তিরমিযী: *আস সুনান*, কিতাবু সিফাতুল কিয়ামাহ, باب في ترغيب في ذكرالله ৪/২০৭, হাদীস : ২৪৬৫
২. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুত তাফসীর, ৩/১৯৮, হাদীস : ৩৬৩১
৩. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৮/৫০, হাদীস : ২১২৯৯-২১৩০০

৩২৭. ১. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবির*, ৪/৩৫, হাদীস : ৩৫৭৪
২. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৮/৫০, হাদীস : ২১৩০০

হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দোয়া করা মানে সমগ্র উম্মতের জন্য দোয়া করা। প্রত্যেক মানুষই তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর কল্যাণ মানে সমগ্র সৃষ্টি জগতের কল্যাণ।

কর্ম ২ : আল্লাহর সার্বক্ষণিক জিকির।

ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম বুকাইর বিন আতিক রাহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি সালিম বিন আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা আমিরুল মু'মিনীন সাইয়্যেদুনা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং তিনি তাঁর রব মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ.

"যে বান্দা আমার জিকিরে রত থাকার দরুন আমার কাছে দোয়া করার ফুরসুত না পায় আমি তাকে এমন নিয়ামত দেব যা যারা আমার কাছে চায় তাদের প্রাপ্তি থেকে উত্তম।"[৩২৮]

এ কারণেই সালিম বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরাফাতের ময়দানে ওকুফ করার পুরো সময়টি শুধু আল্লাহ তা'আলার জিকিরে কাটিয়েছিলেন। তিনি পড়ছিলেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ.

কর্ম ৩ : তিলাওয়াতে কুরআন।

সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন-

مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

৩২৮. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, ১/৪১৩, হাদীস : ৫৭২

"কুরআন তিলওয়াত করার ফলে যে বান্দা আমার জিকির ও আমার কাছে দোয়া করতে পারে না, আমি তাকে আমার কাছে যা চায় তাদের থেকে আরও উত্তম জিনিষ দান করব এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট অন্য সব কালামের চেয়ে কুরআনুল করিমের মর্যাদা তেমন বেশি, সৃষ্টির সকল কিছুর ওপর তাঁর মর্যাদা যেমন বেশি।"[৩২৯]

প্রামাণ্য সনদ সহকারে তিরমিজি রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ কথা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ মহিমান্বিত এবং তিনিই সবচেয়ে উত্তম জানেন।

[৩২৯]. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবু সওয়াবুল কুরআন, ৪/৪২৫, হাদীস : ২৯৩৫

দশম অধ্যায়

দোয়ার বিষয়বস্তু নিয়ে কতিপয় কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন ও জবাব

প্রশ্ন ১ : বিনম্র চিত্তে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়ায় মনেনিবেশ করা উত্তম নাকি তাকদীরের লিখনে সন্তুষ্ট থেকে দোয়া হতে বিরত থাকা উচিত?

উত্তর : কতিপয় আলিম দোয়া না করাই উত্তম বিবেচনা করেন। ইমাম ওয়াকিদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ নিজে যা তোমার জন্য বরাদ্দ করে রেখেছেন তা তোমার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে উত্তম। সাইয়্যেদুনা নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কঠিন বিপদের সময় দোয়া করেন নি। সাইয়্যেদুনা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেছিলেন, আপনার কোন আকাঙ্ক্ষা আছে? তিনি জবাব দিয়েছেন, তা আছে, তবে তা আপনার কাছ থেকে নয়। ফিরিশতা বললেন, তাহলে আল্লাহর কাছেই চান? নবী আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, "حَسْبِيْ مِنْ سُؤَالِيْ عِلْمُهُ بِحَالِيْ"[৩৩০] 'তিনি এত বেশি ওয়াকিবহাল যে, আমার বলার অপেক্ষা রাখেনা এবং তিনি আমার অবস্থা ভালোভাবেই জানেন।'

আলিমগণ বলেন, না চেয়ে যা পাওয়া যায়, তা চেয়ে কোন কিছু পাওয়া থেকে উত্তম। লক্ষ্য করুন, নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাগফিরাতের ও নবী মূসা আলাইহিস সালাম হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মাওলা নবী সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টোর কোনটিই চাননি। কিন্তু উল্লেখিত নবীদ্বয় যা লাভ করেছিলেন আল্লাহ তাঁকে তারও বেশি কিছু দিয়েছেন। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে- "তিনি এত বেশি ওয়াকিবহাল যে, আমার বলার অপেক্ষা রাখেনা এবং তিনি আমার অবস্থা ভালোভাবেই জানেন।"

[হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন-

وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٨٢﴾

[৩৩০]. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী মক্কী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শরহে আকবর বইয়ে লিখেছেন, এ দোয়া মানুষকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করে। নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নমরুদের অগ্নিকুন্ডে ৭ বা ৪০ দিন ছিলেন কিন্তু আগুন তাকে পোড়াতে পারেনি। তখন মহান এ নবী আলাইহিস সালামের বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। (তাফসীরে বাগভী : ৩/২১১)

"আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন।"[৩৩১]

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾

"এবং পূনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না।"[৩৩২]
হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন-

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾

"সে বলল, আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।"[৩৩৩]
আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴿٢﴾

"যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন।"[৩৩৪]

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴿٨﴾

"সেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না।"[৩৩৫]

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾

"আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"][৩৩৬]

অন্য এক হাদিসে আছে সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

رَحِمَ اللهُ أَخِيْ يُوسُفَ لَو لَمْ يَقُلْ اِجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ لَاسْتَعْمَلَهُ مَنْ سَاعَتِهِ وَلَكِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ عَنْهُ سَنَةً.

৩৩১. আল-কুরআন, সূরা শুআরা, আয়াত : ৮২
৩৩২. আল-কুরআন, সূরা শুআরা, আয়াত : ৮৭
৩৩৩. আল-কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ৯৯
৩৩৪. আল-কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত : ২
৩৩৫. আল-কুরআন, সূরা তাহরীম, আয়াত : ৮
৩৩৬. আল-কুরআন, সূরা ফাতাহ, আয়াত : ২

"আল্লাহ আমার ভাই ইউসূফের ওপর রহম করুন। যদি তিনি মিশরের রাজাকে ধনভাণ্ডারের মন্ত্রী করার জন্য অনুরোধ না জানাতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁকে যে কোনভাবে সে পদে সত্বর নিয়োগ করতেন। কিন্তু অনুরোধের কারণে সে নিয়োগ প্রায় এক বছর বিলম্ব হয়েছিল।"[৩৩৭]

[ইমাম দাকূকী রাহমতুল্লাহি আলাইহির একটা বিখ্যাত ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি একদিন এক নদীর তীরে কতিপয় আবদালকে দেখতে পান যাঁদের চেহারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। তিনি তাঁদের কাছে গেলেন ও একসাথে সালাত আদায় করলেন। ইতোমধ্যে একটা নৌকাকে ডুবে যেতে দেখে তিনি তার উদ্ধারের জন্য দোয়া করলেন এবং নৌকাটি নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পেল। আবদালগণ তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করে বললেন, "আসমানী নির্দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কী অধিকার আপনার আছে?" এ কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে হযরত জালাল উদ্দিন রুমী রাহমতুল্লাহি আলাইহির মসনভী শরীফে।][৩৩৮]

এখানে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে অনেক আলিম দোয়া করা ভালো মনে করেন। আবার অনেকে বলেন, মুখে দোয়া করা ভালো, কিন্তু মনে মনে আসমানী নির্দেশ ও তকদীরের ওপর নির্ভরশীল থাকাই উত্তম। উভয় পদ্ধতিতে কল্যাণ লাভ করা যায়।

কেউ কেউ বলেন, নফস যখন হৃদয়কে কলুষিত করে ফেলে তখন দোয়া না করে নীরবতা অবলম্বন করাই ভালো। কিন্তু কেউ যদি দ্বীন ও শরিয়ার উন্নতি চান এবং যে কাজে মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণ হয় তার জন্য দোয়া করা প্রশংসাযোগ্য।

কোন কোন আলিম মনে করেন, কারো মনে যদি এমন ভাব উদ্ভব হয় যে কোন বিষয় সম্ভব এবং তা উপকারীও তাহলে তজ্জন্য দোয়া করা উত্তম। আর কেউ যখন হৃদয় থেকে নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ পায় তখন নীরব থাকাই বেহতর। এ অভিমত সর্বোত্তম ও অনুমোদিত।

৩৩৭. ১. কুরতুবী : *আল-জামে লি আহকামিল কুরআন*, ৫/১৪৮
২. আলূসী : *রুহুল মা'আনী*, ১৩/৯
৩. *তাফসীরে বগভী* : ২/৩৬৩
৪. *তাফসীরে খাযেন* : ৩/২৭
৩৩৮. মাওলানা রুমী : মছনবী শরীফ, দফতর : ৩. পৃষ্ঠা : ৩৭-৪২

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষত অনুমতিযোগ্য ও অনুমতিযোগ্য নয় এমন সব বিষয়ে হৃদয়ের রায় বিশ্বাসযোগ্য। যদি হৃদয় সায় দেয় তাহলে তা কর আর যদি সায় না দেয় তাহলে তা থেকে বিরত থাক। সময় ও পরিস্থিতিই বলে দেবে দোয়া করা উচিত কী উচিত নয়।

[এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার যে অভিমত পেশ করেছেন তা সঠিক তবে তা আওলিয়া সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য যাঁরা আধ্যাত্মিক ও সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে সদা সচেতন। কিন্তু সাধারণ মানুষদের জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য নয় যারা কোনটা শয়তানের প্রলোভন, কোনটা প্রবৃত্তির প্ররোচনা তা বুঝতে পারেনা এবং অন্যান্য অজানা শক্তি ও উপদ্রব সম্পর্কেও যারা যথাযথভাবে জ্ঞাত নয়। তাদের জন্য একমাত্র সমাধান হচ্ছে দোয়া করে যাওয়া যা একপ্রকার ইবাদত। প্রকৃতপক্ষে ইহা ইবাদতের মগজ। তাই পবিত্র কুরআন ও হাদিস দোয়া করার জন্য জোরালো তাগিদ দিয়েছে। কারণ শরীয়তের আইন আধিক্যের প্রবলতাকে সব সময় অগ্রাধিকার দেয়।

দোয়া করার বিষয়ে উম্মাহর মধ্যে ঐক্যমত স্থাপিত হয়েছে এবং একজনের পক্ষে কমপক্ষে দৈনিক ২০ বার দোয়া করা ওয়াজিব। 'اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ' কি দোয়া নয়? আর 'الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ' তো সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া। সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে,

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لله.

"সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে- 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ' এবং সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে- 'اَلْحَمْدُ لله'।[৩৩৯]

দরুদ শরীফও দোয়া। উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে জীবনে অন্তত একবার দরুদ শরীফ পড়া ফরজ। অনুসন্ধানী বিশেষজ্ঞ গবেষক আলিমগণ বলেন, যতবার প্রিয় নবীর নাম উচ্চারিত হবে বা সামনে আসবে ততবারই দরুদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব।[৩৪০]

[৩৩৯]. ১. তিরমিযী : *আস সুনান*, باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة ৫/২৪৮, হাদীস : ৩৩৯৪
২. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুল আদব, باب فضل الحامدين ৪/২৪৮, হাদীস : ৩৮০০
৩. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৭৯, হাদীস : ১৮৯৫

[৩৪০]. আদ দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, باب آداب الصلاة ২/২৭৭-৭৮

শাফেয়ী মজহাবের ইমামগণ বলেন, দৈনিক কমপক্ষে ৩৯ বার দোয়া করা ফরজ। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ১৭ রাকাত ফরজ নামায রয়েছে। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়া ফরজ। সুরা ফাতিহায় দু'টো দোয়া রয়েছে। আত্তাহিয়্যাতুর শেষ বৈঠকে দরুদ শরীফ পাঠ করাও ফরজ। ৫ ওয়াক্তের ফরজ নামাযে শেষ বৈঠক ৫ বার। তাই হিসাব দাঁড়ায় ১৭×২=৩৪+৫=৩৯ বার।

প্রশ্ন ২ : দোয়া তাফয়ীদের (تفويض)[৩৪১] নিয়মকে বাতিল করে। কেউ যদি অন্য কাউকে নিজের কোন কাজ করে দেয়ার জন্য নিযুক্ত করে, তাহলে সে তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে?

উত্তর : তাফয়ীদের অর্থ হচ্ছে- যখন কোন বান্দা কোন কাজের লাভ ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে সে কাজের ভার সর্বজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর ন্যস্ত করে। যে কোন কাজের ফলাফল শুধু আল্লাহই জানেন। কিন্তু কিছু প্রান্তিক বিষয় আছে যা বান্দার কাছে সুস্পষ্ট। যেমন- জান্নাত, ঈমান, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য ভালবাসা- এগুলোর জন্য দোয়া না করার প্রশ্ন ওঠতে পারে না। আর কিছু বিষয় আছে যা সুস্পষ্টরূপে ক্ষতিকর, যেমন- জাহান্নাম, কুফর, শিরক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়াবলী। (এ গুলো হতে মুক্তি চেয়ে দোয়া করা হয়)। প্রকৃতপক্ষে কল্যাণমূলক শর্তাধীনে দোয়া পেশ করা তাফয়ীদের নীতির পরিপন্থী নয়। হাদিস শরীফে ইসতিখারা এর দোয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ.

"হে আল্লাহ! আমাকে অমুক কাজের তাওফিক দাও যদি তা আমার দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে মঙ্গলজনক হয়, আর তা যদি

[৩৪১]. তাফয়ীদ মানে কারো ওপর কোন কাজের ভার দেয়া। নিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন ক্ষমতা অর্পন করা হয় যার বলে বলীয়ান হয়ে সে আপনার কাজটি সম্পন্ন করবে। সুতরাং একবার ক্ষমতা দেয়ার পর তার কাজে হস্তক্ষেপ করা বা তার কাজকে বাধাগ্রস্ত করার অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

অকল্যাণকর হয় তাহলে তা থেকে আমাকে বিরত রাখ ও আমার মনকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখ।"[৩৪২]

অবশ্য অকল্যাণকর কোন জিনিষের জন্য প্রার্থনা করা অর্থহীন ও তাফয়ীদের নীতির পরিপন্থী। অথবা যে কাজের ফলাফল বান্দার জানা নেই সে সব বিষয়ে ভালো বা মন্দ কোন শর্ত আরোপ না করে দোয়া করা উচিত নয়।

ইমাম গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহির শায়খ বলেছেন, অনেক সময় চূড়ান্ত উৎকর্ষতার পরিবর্তে ভালো বা মন্দের শর্তাধীনে দোয়া করা ভালো। কারণ অনেক সময় আপাত অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মধ্যেও কল্যাণ নিহিত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ- মনে করুন, একজন লোক সালাত আদায়ের নিয়ত করছে আর নামাযের সময়ও খুব সঙ্কীর্ণ। এমন সময় সে দেখল এক অন্ধ ব্যক্তি কূপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যাতে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হতে পারে। কূপে পড়ে মৃত্যুর সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচা অন্ধ ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর। আর সালাত আদায় করা নামাযে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর। এ অবস্থায় করণীয় কী? শরীয়ার নির্দেশ অনুযায়ী সালাত আদায় করার চেয়ে অন্ধ ব্যক্তিকে রক্ষা করাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দেখা যায় যে, উৎকর্ষতার সন্ধানে ব্যস্ত ব্যক্তি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির শিকার হয়ে পড়েছে। একইভাবে কোন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মিষ্টি খাদ্যের চেয়ে তিক্ত ঔষধই রোগ নিরাময়ের জন্য উত্তম এবং মিষ্টি তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক যদিও সাধারণত মিষ্টিই তেতো জিনেষের চেয়ে ভালো। এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মিষ্টি পানীয়ের চেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত তিক্ত পানীয় বেশি ফলদায়ক। তাই বান্দার পক্ষে তাঁর মহান স্রষ্টা ও রবের নিকট এ নিবেদন পেশ করাই শ্রেয়- "হে দয়াময় রব! আমাকে উত্তম অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখুন এবং এর জন্য কাজ করার তওফিক দান করুন!" শুভ ও কল্যাণ কামনার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া দোয়া করা উচিত নয়। যদিও আপাত দৃষ্টিতে কোন কাজকে শুভ মনে হয়। কেউ জানেনা আসলে কার জন্য কোনটি শুভ বা কল্যাণকর।

প্রশ্ন ৩ : যা তকদীরে লিখা আছে তাতো ঘটবেই, তাহলে দোয়া করে লাভ কী?

উত্তর : দোয়া বালাকে দূর করে। সাইয়্যেদুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

[৩৪২]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى ১/৩৯৪, হাদীস : ১১৬২

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ.

"দোয়া ছাড়া অন্য কিছুই তকদীরকে পরিবর্তন করতে পারেনা, সৎকর্ম সম্পাদন ছাড়া কারো হায়াত বৃদ্ধি পায় না।"[৩৪৩]

অন্য এক হাদিস শরীফে বলা হয়েছে-

اَلدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"আল্লাহ ইতোমধ্যে যা কিছু দান করেছেন দোয়া ওইসবকে বরকতময় করে ও যা এখনো দান করেন নি সেগুলোকেও। নিশ্চয়ই, বালা অবতরণকালে দোয়া উর্ধ্ব পানে ধাবিত হয়ে তাকে বাধাগ্রস্ত করে। উভয়ের মধ্যে শুরু হয় লড়াই। বালা অবতরণ করতে চেষ্টা চালায় আর দোয়া তাকে আটকে রাখে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দোয়া জয়ী হয় ও বালা অবতীর্ণ হতে পারে না।"[৩৪৪]

অবশ্যই দোয়ার ফলে তকদীরের পরিবর্তন তকদীরের লিখন মুতাবিকই হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেক জিনিষের অস্তিত্ব কার্যকারণের ওপর নির্ভরশীল। লৌহবর্ম আঘাতকে প্রতিহত করে। আর দোয়া বালা-মুসীবতকে প্রতিহতকারী। প্রতিরক্ষার জন্য লৌহবর্ম ব্যবহার যদি তকদীরের পরিপন্থী না হয়ে থাকে তাহলে দোয়া কিভাবে তকদীরের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে?

এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হলে জানা থাকা দরকার তাকদীর দু'প্রকার- মুবরাম ও মুয়াল্লাক। আল্লাহ সুবহানু তা'আলার যে অমোঘ বিধান যা ক্বাদা, তকদীর,ভাগ্য ইত্যাদি নামে অভিহিত তা দু'ধরনের- ক্বাদা-ই- মুবরাম (অনিবার্য বা অবশ্যম্ভাবী) ও ক্বাদা-ই- মুয়াল্লাক (স্থগিত)। ক্বাদা-ই- মুবরাম কখনো পরিবর্তন হয় না আসমানী নির্দেশ মুতাবিক এটা ঘটবেই। ক্বাদা-ই- মুয়াল্লাক ঘটতে পারে অথবা তা দান-খায়রাত বা দোয়ার ফলে তুলে নেয়া হতে পারে। ক্বাদা-ই- মুবরাম এর উদাহরণ হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু অবশ্যই এমন এক মুহূর্তে আসবে যার সময় পূর্ব নির্ধারিত। ক্বাদা-ই- মুয়াল্লাক এর উদাহরণ মধ্যম

[৩৪৩]. ১. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুল কদর, باب ماجاء لا يرد القضاء إلا الدعاء ৪/৫৫, হাদীস : ২১৪৬
২. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৮/৩৩০, হাদীস : ২২৪৭৬

[৩৪৪]. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর, ২/১৬২, হাদীস : ১৮৫৬

ধরনের কষ্ট ও রোগ ব্যাধি। বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও দান খয়রাতের মাধ্যমে এর থেকে রেহাই বা পুনরায় সংঘটনের হাত থেকে বাঁচা যায়।

মুবরামের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত হাদিস শরীফে পাওয়া যায়-

جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ.

"কলম যা লিখেছে তা আর রদ হবে না।"

আর নিচের আয়াত থেকে ক্বাদা-ই- মু'য়াল্লাক এর বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়-

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ ﴿١١﴾

"কোন দীর্ঘায়ূ ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"[৩৪৫]

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলে থাকেন, কোন বিশেষ কারণে মানুষের হায়াত বাড়ানো বা কমানো হয়, তাও আবার লাওহে মাহফুজে লিখা থাকে। তাই তকদীরের পরিবর্তনও হয় তকদীর অনুযায়ী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- লিপিবদ্ধ আছে যে, কারো হায়াত হবে ৬০ বছর কিন্তু সে যদি হজ্ব করে তার বয়স হবে ৮০ বছর। এ পরিবর্তন মূল তকদীরকে পরিবর্তন করে না বরং তা আল্লাহর হুকুম মুতাবিকই হয়ে থাকে।[৩৪৬]

প্রশ্ন ৪ : দোয়া রেযা ও তসলিমের মোকামের পরিপন্থী।(আল্লাহর আদেশের ওপর পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ ও সুখী থাকা এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে সবকিছু সঁপে দেয়া) একজন বান্দা যখন জীবনের সবকিছুই মহান প্রভু আল্লাহর অভিপ্রায়ের কাছে বিনাশর্তে সোপর্দ করে দেয় তখন আবার দোয়ার প্রয়োজন কী?

উত্তর : দোয়া কখনো রেযা ও তসলিমের মোকামের পরিপন্থী নয়। দোয়াকে নির্ধারণ করা হয়েছে আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও বালা-মুসিবত থেকে হিফাজতের উদ্দেশ্যে।

৩৪৫. আল-কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত : ১১

৩৪৬. [ইংরেজি অনুবাদকের নোট : মহান মুজাদ্দিদ 'আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন যা শুধু বিশিষ্ট গবেষকদের জন্য উপযোগী। তাঁর যুক্তি সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে। আমি যদি এখানে সেসবের অনুবাদ পেশ করি, আমার আশঙ্কা হয়, তাতে সাধারণ পাঠকের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে যার পরিণাম ফল খারাপ হতে বাধ্য। তাই আমি এখানে তা পেশ করা (অনুবাদ করা) থেকে বিরত থাকছি। তথাপি কোন গবেষক যদি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান তাহলে তাঁকে আমরা স্বগত জানাই। তিনি মূল গ্রন্থ আলোচনা করতে পারেন।]

[দুই নং প্রশ্ন হতে এ প্রশ্নটা ভিন্ন। সে প্রশ্নটি তাফয়ীদের ভিত্তিতে করা হয়েছিল আর এ প্রশ্নের ভিত্তি হচ্ছে রেযা ও তসলিম। তাফয়ীদ ও রেযার মধ্যে সুস্পষ্ট ও বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। রেযার মোকাম তাফয়ীদের মকাম হতে অনেক উচ্চে। তাফয়ীদ হচ্ছে কারো ওপর নিজের কর্মভার অর্পণ করা, সে কাজের আয়োজন ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে আর কোন হস্তক্ষেপ না করা। সে বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন সিদ্ধান্ত নিলে পছন্দ হোক বা না হোক তা মেনে নেয়া। ব্যাপারটা হচ্ছে এ রকম- আপনি কাউকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। এখানে সাধারণত ধরে নেয়া ও বিশ্বাস করা হয় যে প্রতিনিধির সিদ্ধান্ত দায়িত্ব অর্পণকারীর ইচ্ছার অনুগামী হবে। কিন্তু রেযা ও তসলিমের বিষয়টি তেমন নয়। এখানে একজন পূর্ণ অনুগত বান্দা নিজের সকল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলে মহান রাব্বুল আলামীনের রেজামন্দীর ওপর সোপর্দ করে দেয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাই বান্দার ইচ্ছায় পরিণত হয় এবং কোন প্রকার অতৃপ্তি ও সামান্যতম অসন্তোষ ব্যতিরেকে তা মেনে নেয়া হয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿٦٥﴾

"কিন্তু না, তাদের রবের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ বিসংবাদের ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে।"[৩৪৭]

এখানে না থেমে আল্লাহ সুবহানু তা'আলা আরও বলেন-

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।"[৩৪৮]

এখন আশা করি তসলিম ও তাফয়ীদের পার্থক্য পরিস্কারভাবে বুঝা গেছে। আমরা এখন মান্যবর গ্রন্থকারের উত্তরের প্রতি মনোযোগ দেই। তাঁর কথার ব্যাখ্যায় বলা যায়, অনেক সময় দোয়া কবুলে কিছুটা বিলম্ব হয় ও বালাও আটকে থাকে না। এর কারণ হল বান্দা তাঁর কাছে বার বার কাকুতি

৩৪৭. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৬৫

৩৪৮. প্রাগুক্ত

মিনতি করে আবেদন পেশ করতে থাকবে এটা আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। বান্দার কান্না ও আকুতি আল্লাহ অতিশয় ভালবাসেন। প্রথম বারেই যদি বান্দা তার প্রার্থিত বস্তু পেয়ে যায় তাহলে সে আর আকুতি জানাবে না। আর বান্দা যদি উদ্বিগ্ন ও হতাশ না হয়ে আল্লাহর দরবারে বারবার কান্নাকাটি সহকারে আবেদন করতে থাকে তখন আল্লাহ সে বান্দাকে আকাঙ্ক্ষার তুলনায় আরো বেশি দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

"আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর আপতিত হল, তখন কেন তারা বিনীত হল না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।"[৩৪৯]

হাদিস শরীফেও বলা হয়েছে- মহান আল্লাহ বলেন-

مَنْ لاَّ يَدْعُوْنِيْ أَغْضَبُ عَلَيْهِ.

"বান্দা যখন আমার কাছে কিছু চায় না তখন আমি ক্রোধান্বিত হই।"[৩৫০]

সুতরাং দোয়া কবুলে বিলম্ব হওয়া মানে আল্লাহ তাঁর বান্দার ক্রমাগত আবেদন নিবেদনকে ভালবাসেন। অতএব এ কথা প্রমাণিত যে, বান্দার বারংবার আকুতি আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ ঘটায় তা রেযা ও তসলিমের মোকামের পরিপন্থী নয়।]

প্রশ্ন ৫: বুযর্গ সুফী সম্প্রদায় বলে থাকেন অন্তরকে পার্থিব কলুষতা থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রবেশ করবে না। অন্তরে দুনিয়াবী লোভ লালসার ছিটেফোঁটা থাকলেও ওই অন্তর আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপযোগী হবে না?

উত্তর : তাসাউফের আইন ও বিধান শরীয়তের আইন ও বিধানের মত সর্বব্যাপী, সুবিস্তৃত ও সার্বজনীন নয়। তাসাউফের বিধান ও নিয়মাবলী পরিবেশ পরিস্থিতি মেজাজ ও মর্জি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। সুতরাং

[৩৪৯]. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৪৩
[৩৫০]. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৯, হাদীস : ৩১২৪

একজন সুফীও শরিয়তের বিধানের অধীন। তিনি যদি শরিয়তের বিধানকে অগ্রাহ্য করেন তা শুদ্ধ হবে না। সুফীকে সবসময় শরীয়তের বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে কিন্তু একজন ফকীহ'র পক্ষে তাসাউফের বিধান মানা বাধ্যতামূলক নয়। সাইয়্যেদুনা ইমাম মালিক বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ.

"যে ব্যক্তি ফিকাহ অর্জন করেছে কিন্তু তাসাউফের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়নি সে ফাসেক আর যে ব্যক্তি তাসাউফ অর্জন করেছে কিন্তু ফিকাহ'র প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে সে জিন্দিক বা ধর্মত্যাগী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উভয়টা একত্র করতে পেরেছে সে প্রকৃত সত্য অর্জন করতে পেরেছে।"[৩৫১]

যদিও তাসাউফ খুবই উচ্চমার্গীয় ও চমৎকার বিষয় তবুও তা শরীয়তের অধীন। কারণ শরীয়ত আরো বেশি উঁচুদরের ও আরো বেশি আকর্ষণীয় বিষয়। তাই এ কথা বলা হয়ে থাকে, গোপনীয় (বাতেন) বিষয়কে প্রকাশ্য (জাহের) বিষয়ের পূর্বে স্থাপন করোনা, না তা অর্জনের ক্ষেত্রে না সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আইনকে পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে। তাসাউফে মগ্ন হওয়ার পর ফিকহ অর্জন করা কঠিন কিন্তু এর বিপরীতটা সত্য নয়। তাই সম্মানিত ইমামগণ বলেন, প্রথমে ফকিহ[৩৫২] হও, তারপর সুফি। বিপরীতক্রমে প্রথমে সুফি হয়ে পরে ফকিহ হতে যেওনা।

এ নিয়মটি উচ্চস্তরের আওলিয়াদের জন্য প্রযোজ্য, যাঁরা ফানাহ'র মোকামে পৌঁছেছেন। যাঁরা এ স্তরে পৌঁছে গেছেন তাঁদের পক্ষে দোয়া না করাই উত্তম।

[৩৫১]. মিরকাত শরহে মিশকাত : কিতাবুল ইলম, ৩য় অধ্যায়, ১/৮৯, হাদীস : ২৭০ এর অধীনে
[৩৫২]. ইসলামী ব্যবহারশাস্ত্রবিদ। অতীতে মাশায়েখগণ তাসাউফের রহস্যসময় জগতে পদার্পণ করার পূর্বে ইসলামী জ্ঞান অর্জনে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও বিস্ময়কর ত্যাগ স্বীকার করতেন। অতীতের সকল খ্যাতনামা ও বড় বড় শায়খ অথবা ওলীগণ ছিলেন জবরদস্ত আলিম ও ফকিহ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইদানীংকার অবস্থা বিপরীত। মানুষ আজকাল নিজেকে সুফি ও শায়খ দাবী করেন কিন্তু তাঁরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর জ্ঞান রাখেন না। আল্লাহ জানেন তাঁরা কিভাবে মানুষকে সঠিক পথে চালাবেন যেখানে তাঁদেরকে সঠিক পথে চালানোর জন্য দিশারীর দরকার। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক জগত আজ বেশি বিপর্যস্ত।

[বিনাশ বা ফানাহ'র এ স্তরে পৌঁছে একজন আরিফ এর পক্ষে দোয়া করা কঠিনও বটে। কারণ তিনি তখন সর্বক্ষণ ঐশী প্রেমে বিভোর হয়ে থাকেন। তাঁর বিভোরতা এত বেশি থাকে যে, তিনি দোয়া করার সময়ও পান না।]

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ বিষয়ে সকলে একমত যে, সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সকল ইমামের ইমাম, সকল নেতার নেতা, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ সকল বিষয়ের তিনি দীক্ষা গুরু। এমন কোন ওলী কিংবা নবী নেই যিনি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকে অতিক্রম করে যেতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কে এমন আছে যে তাঁর শিক্ষাকে অতিক্রম করে তাঁর কর্মের বিপরীতে সাংঘর্ষিক অবস্থান গ্রহণ করতে পারে, যাঁকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দোয়া করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন? মহান আল্লাহ বলেন- "হে প্রিয় নবী! আপনি বলুন, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আকাশের মহান রবের।' قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানবজাতির রবের।' وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'বলুন, হে রব আমার চিত্তকে বিকশিত করুন।' وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ 'বলুন- হে রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর রহম করুন, রহমকারীদের মধ্যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।' তাহলে কে সে জন যে দোয়াকে সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে?

ইসলামের মহান আলিমগণ বলেন, যারা ইসলামের নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশকে অতিক্রম করে যায় তাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে।[৩৫৩]

[এখানে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া মানে সাইয়্যেদুনা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, কাজ বা বাণীর বিষয়ে আপত্তি জানানো বা ভিন্নমত পোষণ করা। কিন্তু কেউ যদি তাঁর শিক্ষাকে প্রসার ও বহুমুখী করার কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহলে তা অতি উত্তম। প্রিয় নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

[৩৫৩]. মিরকাত শরহে মিশকাত : কিতাবুল ঈমান, ১ম অধ্যায়, ১/৩৬৬, হাদীস : ১৪০ এর অধীনে

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كان لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

"কেউ যদি ইসলামে একটি নুতন সৎপথ সৃষ্টি করে (সুন্নাতে হাসানা), তাহলে সে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সকলের সমান সওয়াব লাভ করবে যারা তা অবলম্বন করে। এতে অনুসরণকারীদের সওয়াবের কোন কমতি হবে না।"[৩৫৪]

সাইয়্যেদুনা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ ধরনের উদ্ভাবনের অনুমতি দিয়েছেন। 'আরিফ বিল্লাহ সাইয়্যিদি আবদুল গণি নাবলুসী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর হাদিকাত আল-নাদিয়াহ তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার শরাহতে লিখেছেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً﴾ فَسُمِّيَ الْمُبْتَدَعُ لِلْحَسَنِ مُسْتَنًّا فَأَدْخَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّنَّةِ وَضَابِطَةُ السُّنَّةِ مَا قَرَّرَهُ وَفِعْلُهُ النَّبِيُّ ﷺ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَمِنْ جُمْلَةِ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ تَقْرِيرٌ وَإِذْنٌ فِي إِبْتِدَاعِ السُّنَّةِ الْحَسَنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بِالشَّرْعِ فِيهَا وَمَأْجُورٌ عَلَيْهِ مَعَ الْعَامِلِينَ لَهَا بِدَوَامِهَا.

অনুবাদ করতে হবে।

ইমাম নাবলুসী রাহমতুল্লাহি আলাইহি উক্ত কথা বর্ণনার পর বিদআতে হাসানাহকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সুন্নাত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তাঁর এ শ্রেণীবদ্ধকরণের যুক্তি হিসাবে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিসটির উদ্ধৃতি দেন- কেউ যদি ইসলামে একটি নুতন সৎপথ সৃষ্টি করে (সুন্নাতে হাসানা), তাহলে সে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সকলের সমান সওয়াব লাভ করবে যারা তা অবলম্বন করে। এতে অনুসরণকারীদের সওয়াবের কোন কমতি হবে না।[৩৫৫]

[৩৫৪]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, باب الحث على الصدقة....الخ পৃষ্ঠা : ৫০৮, হাদীস : ১০১৭
২. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ২/৩২৯, হাদীস : ২৩৭২

[৩৫৫]. এ হাদীস শরীফে শুধু সেসব বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা শরীয়তকে চ্যালেঞ্জ করেনা। শরীয়াহ এসব বিষয় অনুমোদন করে।

ইমাম সাহেব বিদআতে হাসানাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হিসাবে গণ্য করেছেন এবং এর উদ্ভাবনকারীকে সুন্নী হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুন্নাহ হচ্ছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নির্ধারণ করেছেন, যে কাজ তিনি নিজে বরাবর করেছেন ও যা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর উপদেশ বাক্যকেও তাঁর কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সুন্দর বিদআতের অনুমতি দিয়েছেন। অতএব ইসলামে অনুরূপ কাজ সিদ্ধ। তিনি আরো বলেছেন এ ধরনের সুন্দর বিদআতের অনুসরণকারী কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পেতে থাকবে।

একবার এক ব্যক্তি একজন আরিফ এর নিকট হযরত বিশির আল-হাফির রাহমতুল্লাহি আলাইহি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি জুতো পরতেন না। সব সময় খালি পায়ে চলা ফেরা করতেন। তিনি বলতেন পৃথিবী হচ্ছে আল্লাহর বিছানা। তাহলে আমরা কিভাবে জুতো পায়ে আল্লাহর বিছানার ওপর হাঁটতে পারি যেখানে আমরা কোন রাজা বা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ফরাশের ওপর জুতো পায়ে চলা ফেরা করিনা? অতপর তিনি কুরআন শরীফের এ আয়াত পাঠ করেন-

وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَٰهَا فَنِعْمَ ٱلْمَٰهِدُونَ ﴿٤٨﴾

"আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কত সুন্দররূপে বিছিয়েছি একে!"[৩৫৬]

আরিফ লোকটির কথা শুনে বললেন, যে ব্যক্তি কোন কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিক্রম করে যাবে সে অবশ্যই তার কাজের জন্য বিব্রত হবে। যদি শায়খ বশির আল-হাফি রাহমতুল্লাহি আলাইহি জুতো পরা বন্ধ করে থাকেন এবং তার কারণ হিসাবে উক্ত আয়াতকে ভিত্তি করে থাকেন তাহলে তিনি পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করেন? উক্ত আয়াতের অর্থ কিন্তু তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহান রবের সুবিস্তৃত এ বিছানা বান্দার জুতো পরে চলাফেরা বা প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি সারার দ্বারা ময়লাযুক্ত হয় না। তাই মহান রব বলেছেন-

وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَٰهَا فَنِعْمَ ٱلْمَٰهِدُونَ ﴿٤٨﴾

[৩৫৬]. আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৮

"আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কত সুন্দর রূপে বিছিয়েছি একে!"[৩৫৭]

এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এ বিছানার অনন্য বৈশিষ্ট্য এ যে, যদিও লোকজন এর ওপর চলাফেরা করে কিংবা এতে প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে তথাপি তা অপবিত্র হয়ে পড়ে না। যখনি সেসব অপবিত্র পদার্থ শুকিয়ে যাবে বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পবিত্র হয়ে পড়বে। তাই মাটিকে না ধুয়ে শুকনো মাটির ওপর নামায পড়া সিদ্ধ।

[সম্মানিত লেখক বিশেষ এক কারণে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। কারণটি হচ্ছে সুন্নাহ যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না তার ভিত্তিতে কোন কিছু শনাক্ত বা স্থির করা কারো জন্য অনুমোদিত নয়। একই কারণে সাইয়্যেদুনা ইমাম জয়নাল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর নিয়তকে পরিবর্তন করেছিলেন। একবার টয়লেটে গিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর কাপড়ে মাছি বসছে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে পছন্দ হল না। তিনি ভাবলেন টয়লেটের মাছি তাঁর কাপড়কে নোংরা করে ফেলেছে যা পরে তিনি নামায আদায় করেন। পরক্ষণে তাঁর মনে হল মহান সাহাবী যাঁরা ছিলেন দ্বীনের স্তম্ভ তাঁদের টয়লেটে যাওয়া ও নামায পড়ার জন্য পৃথক কোন কাপড় ছিল না। তাই কারো পক্ষে এটা ভাবার অবকাশ নেই যে, টয়লেটে যাওয়ায় তার কাপড় ময়লা বা অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই কাপড় পরিবর্তনের জন্য তিনি যে নিয়ত করেছিলেন তা থেকে বিরত থাকলেন।

হযরত বিশির আল হাফি রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর বিষয়ে আরিফ এর আপত্তির কারণও ছিল একই। তা এজন্য ছিল না যে, তিনি জুতো পরেছেন আর হযরত বশির আল হাফি রাহমতুল্লাহি আলাইহি খালি পায়ে বিচরণ করছেন। ইমাম ইয়াফা'ই রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আল রিয়াহিন পুস্তকে' বর্ণনা করেছেন, হযরত বিশির আল-হাফি রাহমতুল্লাহি আলাইহি প্রথম জীবনে খুব সম্পদশালী ও বিলাসী ছিলেন। একদিন তিনি নিজ গৃহে নিশ্চিত মনে আরাম করছিলেন। এমন সময় বাইরে দরজায় শব্দ হল। দাসী দরজা খুলে দিলে এক ফকীর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব কি স্বাধীন মানুষ না দাস? দাসী জবাব দিল, তিনি একজন স্বাধীন মানুষ। ফকীর বললেন, তোমার কথা সত্য। তিনি স্বাধীন না হয়ে যদি তাঁর রবের দাস হতেন, তাহলে এত নিশ্চিত মনে আরাম করতে ও এত মূল্যবান সময় এমন বিলাসী জীবন যাপন

[৩৫৭]. আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৮

করে বরবাদ করতে পারতেন না। পরিবর্তে নিজ রবের খেদমতে সকল সময় ব্যয় করতেন। শায়খ একথা শুনে বিচলিত হলেন, তা তাঁর হৃদয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিনি খালি পায়ে দৌঁড়ে ঘর থেকে বেরুলেন, কিন্তু ফকীরকে কোথাও দেখতে পেলেন না। কিন্তু ফকীরের কথার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মনে ঐশী প্রেমের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁর কলব জাগ্রত হয়ে পড়ে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সকল বিলাসিতা পরিত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়েন। জীবনের এ হঠাৎ পরিবর্তন যখন এসেছিল তখন তিনি খালি পায়ে ছিলেন। কেউ যদি তাঁকে খালি পায়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করতেন তিনি বলতেন, আমার মহান স্রষ্টার সাথে এরকম খালি পায়ে থাকা অবস্থায় আমার চৈতন্যোদয় ঘটেছিল। সুতরাং যে অবস্থায় আমার ওপর আমার রবের অশেষ রহমত নেমে এসেছিল সে মুহূর্তের স্মৃতি জাগরুক রাখার জন্য আমি তখন থেকে সবসময় খালি পায়ে থাকি। তাঁর এ রকম খালি পায়ে থাকার ফল কী হয়েছিল তা এবার আমরা বিবেচনা করে দেখি। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন বাগদাদের রাস্তায় কোন পশু মলমূত্র ত্যাগ করত না এ ভয়ে যে তাতে হযরত বিশির আল-হাফি রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর পদযুগল ময়লাযুক্ত হয়ে পড়বে। একদিন বাগদাদের রাস্তায় পশুর বিষ্ঠা দেখে একব্যক্তি তখনি বলে ওঠলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তাঁকে এ দোয়া পাঠ করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আজ হযরত বশির আল হাফি রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইনতিকাল করেছেন। লোকজন খোঁজ নিয়ে জানলেন, লোকটির কথা সত্য। আল্লাহ তাঁর আওলিয়া কিরামগণের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন ও আমাদের সকলের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের রুহানী ফয়েজ ও বরকত দান করুন। আমীন!]

গ্রন্থকার বলেছেন, এ ব্যাপারটি বুঝার জন্য দুটো প্রশ্নের জবাব জানা থাকা দরকার। প্রথম প্রশ্নের জবাবে তিনটা কারণ বিদ্যমান।

জবাব ১, কারণ ১ : মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্যই আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি তাঁর জীবনে মাঝে মাঝে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পরিত্যাগ করে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গ্রহণ করেছেন, সেগুলোরও অনুমোদন আছে এ কথা বুঝানোর জন্য। এ সকল কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উম্মতের জন্য বেশি উপকারী অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চেয়েও। প্রিয় নবীজীর প্রত্যেকটি কাজ এ সত্যকে নির্দেশ করে। সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে দোয়া করা ও আল্লাহর কাছে কোন কিছু কামনা

করা তাদের জন্য জায়েজ এবং অতি উঁচু স্তরের বান্দাদের জন্য তা থেকে বিরত থাকা উত্তম।

[সাইয়্যেদুনা হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়ার প্রবর্তন করেছেন এবং উম্মাহর জন্য এর অনুসরণ বাধ্যতামূলক। যদি তিনি নবুয়তের সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান হতে অবতরণ করে সাধারণ মানুষের কাতারে নিজেকে শামিল না করতেন তাহলে উম্মাহর পক্ষে এর সম্পূর্ণ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়ত।[৩৫৮] এ অবতরণ তাঁর সমুজ্জল মর্যাদাকে মোটেই খাটো করতে পারেনি। তাই যদিও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত ব্যাপী আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছেন। রমজান মাস ছাড়াও অন্যান্য মাসে প্রায় মাস ব্যাপী রোজা রেখেছেন তথাপি শরীয়তের কোথাও এ কথা বলা হয়নি অনুরূপ ইবাদত করা উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক। তিনি রাত জেগে নামায পড়তেন আবার কোন কোন সময় ঘুমাতেন। নফল রোজা রাখতেন আবার তা ছেড়েও দিতেন।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিনজা করার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পানি আরজ করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী জন্য? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, অজু করার জন্য। তিনি বললেন, আমার রব আমাকে প্রত্যেক ইসতিনজার পর অজু করতে আদেশ করেন নি। কারণ আমি যদি সব সময় তা করে থাকি তাহলে তা তোমাদের সকলের জন্য তা সুন্নাহয় পরিণত হবে। অবশ্য এর মানে এ নয় যে, সবসময় অজু অবস্থায় থাকা ভালো নয় কিংবা মাশায়খগণের ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ কিংবা লাগাতার রোজা থাকা অনুচিত। এ রকম চিন্তাধারা অমূলক।][৩৫৯]

কারণ ২ : মানুষ সব সময় একই অবস্থায় থাকেনা। তা নাহলে হিদায়াত ও নির্দেশনার কাজে ঝামেলা সৃষ্টি হত। একদিন সাইয়্যেদুনা হযরত হানজালা

---

৩৫৮. একে তানাজ্জাল বলা হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সিরাজ আল আওয়ারিফ ফি আল ওসায়া ওয়া আল মাওয়ারিফ বইয়ের ৬০ পৃষ্ঠা। ইংরেজি সংস্করণ: হোরাইজনস অব পারফেকশন- প্রকাশক আহমদ রেযা একাডেমী, দারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা।

৩৫৯. এ সমস্ত কাজ খুবই প্রশংসনীয়। মর্যাদাবান সাহাবী, আওলিয়ায়ে কেরাম ও পীর মাশায়াখগণ জীবন ব্যাপী এ ধরনের ইবাদতে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু সাধারণ দুর্বল মানুষের পক্ষে কি এ রকম ইবাদত করা সম্ভব? সাইয়্যেদুনা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের এ দুর্বলতা সম্পর্কে সব সময় সজাগ ছিলেন তাই তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরূপ জবাব দিয়েছিলন। যদি তিনি সে জবাব না দিতেন তাহলে হাদিসের কিতাবে সে কাজটি সুন্নত হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। তাতে প্রত্যেকবার ইসতিনজা করার পর অজু করা উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যেত।

রাদিয়াল্লাহু আনহু ছুটে গিয়ে সাইয়্যেদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে। এ কথার মর্মার্থ জানতে চাইলে তিনি বললেন, যতক্ষণ আমি পবিত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থাকি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করি, কিন্তু যখনই আমি তাঁর মজলিস হতে বিদায় নিয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসি তখন সে ভাবটুকু আর থাকে না। সাইয়্যেদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার অবস্থাও তো তাই। চলো আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আমাদের অবস্থা জানিয়ে আসি। তাঁরা উভয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে নিজেদের অবস্থার কথা জানালে তিনি বললেন,

لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَكُفِّهِمْ وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ.

"মানুষ সকল সময় একই অবস্থায় থাকে না এবং তোমরা যদি সব সময় ঈমানের শীর্ষ চূড়ায় অবস্থান করতে, তাহলে তোমরা তোমাদের কাপড় চোপড় ছিন্ন করে ফেলতে এবং পরিবার-পরিজনসহ সমগ্র সৃষ্টির সাথে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে নির্জন স্থানে চলে যেতে। এ অবস্থায় ফিরিশতারা তোমাদের সাথে হাতে হাত মিলাত।"[৩৬০]

বর্ণিত আছে যে, একবার কোন এক ব্যক্তি সাইয়্যেদুনা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি ছিলেন কিনানে আর সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন মিশরে। তথাপি অতদূর হতে আপনি তাঁর ঘ্রাণ পেয়েছিলেন। অথচ যখন শৈশবে তাঁকে কুয়াতে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল তখন আপনি তাকে রক্ষা করতে পারেন নি। এটা কিভাবে হতে পারল? সাইয়্যেদুনা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জবাব দিয়েছিলেন, আমাদের অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না।

একজন মরমী সাধক এ বিষয়টিকে এভাবে বুঝিয়েছেন, কোন কোন সময় আমরা কর্তৃত্বের সর্বোত্তম আসনে অবস্থান করি। আর কোন কোন সময় আমাদের পায়ের নীচে কী আছে তাও জানি না।

৩৬০. ১. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুত তাওবা باب فضل دوام الذكر والفكر...الخ পৃষ্ঠা : ১১৭০-৭১, হাদীস : ২৭৫০
২. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবু সিফাতুল কিয়ামাহ, ৪/২৩০-৩১, হাদীস : ২৫২২
৩. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৬/১৯০, হাদীস : ১৭৬২১

অতএব হযরত সাইয়্যেদুনা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন কোন সময় দোয়া করেছেন ও কোন কোন সময় দোয়া থেকে বিরত থেকেছেন তার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তাই বলা চলে কোন কোন সময় দোয়া করা ভালো আবার কোন কোন সময় দোয়া না করাই সবচেয়ে উত্তম। এ বিষয়ে মানুষের হৃদয়ই বড় বিচারক কখন সে দোয়া করবে কখন তা থেকে বিরত থাকবে।

[এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর নবীদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হালতের সাথে সাধারণ আহলে তালওইন (تلوين) এর অবস্থা তুলনীয় হতে পারে না। নবীগণ হচ্ছেন আহলে তামকীনের[৩৬১] সরদার ও মওলা। আহলে তালওইনের অবস্থা ও অভিজ্ঞতা হচ্ছে,মহান নবীগণের বিচ্ছুরিত পবিত্র ও উজ্জ্বল আলোর আবছা প্রতিফলন। সকল নবীর অবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট, মনোহর, একক ও অনন্য। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গরীয়ান ও মহীয়ান অবস্থান হল সাইয়্যেদুল মুরছালীন হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আল্লাহ সুবহানু তা'আলা তাঁর হাবীবের অনন্যসাধারণ মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছেন-

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

"অতীতের চেয়ে আপনার বর্তমান অবস্থা অনেক উৎকৃষ্ট।"[৩৬২]
মহান আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের ওপর সংরক্ষণ ও দৃঢ়পদ রাখুন।]

কারণ ৩ : সাইয়্যেদুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রহমতে সমৃদ্ধ হয়ে এমন এক অনন্য সাধারণ বাকার স্থান অর্জন করেছেন যা সাধারণ মানুষের ফানার স্তর হতে লক্ষগুণ বেশি উৎকৃষ্ট। তাঁর অনন্য মর্যাদার কথা বুঝার জন্য এটাই সর্বোত্তম ও সঠিক ধারণা। এ স্তরে পৌঁছে দোয়া করার অনুমতি ও প্রয়োজনীয়তা দু'টোই আছে। সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী ও অনুসারীদের কল্যাণ ও অকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই এমন দোয়া করতে হয়। সকল অনুসারী ও পরিচিত জনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সুপারিশ করা তাঁর জন্য ওয়াজিবও বটে।

[মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

৩৬১. আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দু'টো মোকাম আছে। একটাকে বলা হয় তালউইন অন্যটাকে তামকীন। যে সাধক আধ্যাত্মিকতাকে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হননি, এখনও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁকে বলা হয় সাহিবে-তালউইন। যে সাহিব পথের যাত্রা শেষ করেছেন ও পূর্ণতায় পৌঁছেছেন তাঁকে বলা হয় সাহিবে তামকীন।
৩৬২. আল-কুরআন, সূরা আদ দোহা, আয়াত : ৪

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

"সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই,ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মীন নর নারীর ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।"[৩৬৩]

এ আয়াত শরীফের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান গাউস সাইয়্যেদুনা আবদুল কাদির জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করেছেন- মানুষ সব সময় তার তকদীর নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত থাকে, যা তার অপছন্দনীয় সে তার বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু সে কি আল্লাহ সুবহানু তা'আলা তাঁর প্রিয় খলীল সাইয়্যেদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কী বলেছিলেন তা শোনে নি? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٥﴾

"অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হল এবং তার নিকট সুসংবাদ আসল তখন সে লুতের সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমাদের কাছে আরজি পেশ করতে থাকল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সততা আল্লাহ অভিমুখী।"][৩৬৪]

জবাব ২ : এ আলোচনায় দোয়া করার অনঅনুমতির কথা বুঝা যায় না। কারণ দোয়া আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ভালো উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

[৩৬৩]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৯
[৩৬৪]. আল-কুরআন, সূরা হুদ, আয়াত : ৭৪-৭৫

"তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহঙ্কারে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৩৬৫]

এখানে আল্লাহ বিনীতভাবে তাঁর কাছে দোয়া করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ রাতের শেষ প্রহরে রহমতের আভা ছড়ান এবং সকাল পর্যন্ত বান্দাদের ডেকে বলেন-

مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلْنِي فَأُعْطِيَهُ.

"কে আছ আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে ছাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে দোয়া করবে আমি তা কবুল করবো।"[৩৬৬]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাদিসে কুদসীতে বলেন-

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

"হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত যাদেরকে আমি খাওয়াই তারা ছাড়া। আমার কাছে চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন যাদেরকে আমি বস্ত্রদান করি তারা ছাড়া। আমার কাছে চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র দান করব।"[৩৬৭]

সাইয়্যেদুনা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"যাকে দোয়া করার তওফিক দেয়া হয় তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে।"[৩৬৮]

অন্য হাদিস শরীফে বলা হয়েছে।

"যে আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে রুজু হয় এবং তার রবের কাছে দোয়া করে তার দোয়া এ দুনিয়াতে কবুল করা হবে অথবা তা আখিরাতের জন্য জমা করে রাখা হবে।"[৩৬৯]

[৩৬৫]. আল-কুরআন, সূরা গাফির, আয়াত : ৬০
[৩৬৬]. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুত তাতাউ, باب أيُّ اللَّيْلِ أفضَلُ ২/৫১, হাদীস : ১৩১৫
[৩৬৭]. মুসলিম : *আস সহীহ*, باب تحريم الظلم পৃষ্ঠা : ১৩৯৩, হাদীস : ৬৫৭৭
[৩৬৮]. ১. তিরমিযী : *আস সুনান*, باب دعاء النبي ৫/৩২২, হাদীস : ৩৫৫৯
২. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, باب استفتاح الدعاء ২/১৭১, হাদীস : ১৮৭৬
[৩৬৯]. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, ৩/৪৫৮, হাদীস : ৯৭৯২

পরিশিষ্ট

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া প্রসঙ্গে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ টিকা ভাষ্য

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করা প্রকৃতিগত ভাবেই অপছন্দনীয়। হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে ভিক্ষা করা বা কারো কাছে কিছু চাওয়া অপছন্দনীয় কাজ। সাইয়্যেদুনা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে,

وَلاَ تَسْأَلُوْا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُوْلَئِكَ النَّفَرُ يَسْقُطُ سَوطُ اَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ اَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

"তাঁরা যেন কখনো আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু না চান। এমনকি ঘোড়ার পিঠে বসা থাকাকালীন হাতের চাবুক পড়ে গেলেও তা যেন নিজে নেমে এসে তুলে নেন, অন্য কারো সাহায্য না নেন।"[৩৭০]

আহলে সুফফার প্রশংসা করে আল্লাহ বলেছেন,

لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴿٢٧٣﴾

"তারা নাছোড় বান্দা হয়ে অন্য কারো কাছে কিছু চায় না।"[৩৭১]

রিজিকদাতা হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তাই আলিমগণ বলে থাকেন, সব সময়ের জন্য ভিক্ষা হতে বিরত থাকা বাঞ্চনীয়।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-

مَنْ جَاعَ أَوْ احْتَاجَ ، فَكَتَمَهُ النَّاسُ ، وَأَفْضَى بِهِ إِلَى اللهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُفْتِحَ لَهُ قُوتُ سَنَةٍ مِنْ حَلاَلٍ.

[৩৭০]. বায়হাকী : *আস সুনানুল কুবরা*, باب كراهية السوال...الخ ৪/৩৩০, হাদীস : ৭৮৭৫

[৩৭১]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৩

"কোন ক্ষুধার্ত বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তার প্রয়োজনের কথা মানুষের কাছ থেকে গোপন করে রাখে তাহলে আল্লাহ পুরো বছরের জন্য হালাল রুজির মাধ্যমে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন।"[৩৭২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴿٦﴾

"পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করেন না।"[৩৭৩]

অন্য আয়াতে বলেন,

نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴿٣١﴾

"আমরা তাদেরকে রিজিক দেই যেমন দিয়ে থাকি তোমাদেরকে।"[৩৭৪]

শায়খ বিশির হাফি বলেন: যে অন্য জনের নিন্দা করে না ও অন্যের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ায় না সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কোন কোন তাফসীরবিদ "وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ" আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- তোমার সকল অভিলাষ আল্লাহর কাছে পেশ কর অন্য কারো কাছে নয়। তাঁরা এ আয়াতে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চায় সে অবশ্যই গোনাহের কাজ করে।[৩৭৫]

সাইয়্যেদুনা নবী মূসা আলাইহিস সালামকে আদেশ দেয়া হয়েছিল- "তোমার পশুর খাদ্য হতে শুরু করে পাত্রের লবণ পর্যন্ত আমার কাছে চাও।"[৩৭৬]

আলিমগণ বলেন, আল্লাহর কাছে চাওয়া সম্মানজনক আর মানুষের কাছে চাওয়া অপমানজনক।[৩৭৭]

[৩৭২]. ১. বায়হাকী : *আল মু'জামুস সগীর*, باب من اسمه ابراهيم ১/৭৯, হাদীস : ২১৪

২. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, باب الصبر على المصائب ৭/২১৫-১৬, হাদীস : ১০০৫৪

[৩৭৩]. আল-কুরআন, সূরা হূদ, আয়াত : ১১

[৩৭৪]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩১

[৩৭৫]. *তাফসীরে জালালাইন* : ৮/৩৩৯

[৩৭৬]. সুয়ূতী : *আদ দুররুল মানসূর*, ৭/৩০২, সূরা গাফির এর ৬০ নং আয়াতের তাফসীরে।

[৩৭৭]. গাজ্জালী : *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, কিতাবুয যুহদ ওয়াল ফকর, ৪/২৫৯

راز گویم بخلق و خوار شوم　　با تو گویم بزرگ وار شوم

যে লোক অন্য মানুষের কাছে হাত পাতে সে তিন প্রকারের দুর্দশার মুখোমুখি হয়-

১. সে লোকজনের কাছে স্বীয় মর্যাদা হারায়। সকলের কাছে হাত পাতার কারণে সে অপমানিত হয় যা কোন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। সমগোত্রীয় মানুষের কাছে কোন জিনিষের জন্য অনর্থক অপদস্ত হওয়া অনভিপ্রেত।

২. সৃষ্টির কাছে নিজের অভাব-অনটনের কথা প্রকাশ করে দেয়া আল্লাহর মর্যাদাকে খাটো করে তোলার শামিল। সে গোলামই সবচেয়ে অকৃতজ্ঞ যে তার মালিকের দেয়া রসদে সন্তুষ্ট থাকে না। অন্যের দুয়ারে হাত পাতা মানে নিজের মালিকের মান-মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করা। এ ধরনের লজ্জাজনক আচরণ প্রমাণ করে যে মালিক তাঁর গোলামদের অভাব মেটাতে অসমর্থ।

বর্ণিত আছে যে একজন আবিদ পাহাড়ে থাকতেন। আল্লাহ তাঁর জন্য একটা ডালিম গাছ সৃষ্টি করেন যাতে দৈনিক তিনটা করে ফল ধরত। তিনি তা খেতেন আর আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। একদিন আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। সেদিন গাছে কোন ফল ধরেনি। আবিদ সবর করে থাকলেন। দ্বিতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল। কিন্তু তৃতীয় দিন যখন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল তিনি আতঙ্কিত হয়ে পাহাড়ের নীচে নেমে আসলেন। সেখানে এক ইহুদী বসবাস করত। তিনি সেখানে গিয়ে তার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করলেন। ইহুদী তাঁকে চারটা রুটি দিলে তিনি তা নিয়ে ফিরে আসছিলেন। এ সময় একটা কুকুর তাঁর পিছু নিল ও খাদ্যের জন্য ঘেউ ঘেউ শুরু করল। আবিদ একটা রুটি দিয়ে দিলেন। কুকুরটি তা খেয়ে আরও রুটির জন্য ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। আবিদ তাকে দ্বিতীয় রুটিটি দিলে কুকুরটি তা খেয়ে আবারও ঘেউ ঘেউ শুরু করল। এবার তিনি তাকে তৃতীয়টি রুটিটি দিয়ে দিলেন। কিন্তু কুকুরটি এরপরও তাঁকে অনুসরণ করতে থাকল ও আরও রুটির জন্য ডাকতে রইল। তিনি তখন খুব রাগত স্বরে কুকুরটিকে বললেন, হে অকৃতজ্ঞ! তোমার কি কোন শরম নেই? আমি তোমার মালিকের কাছ থেকে চারটি রুটি আমার জন্য চেয়ে নিয়েছি। কিন্তু তুমি সবগুলো খেয়েও তৃপ্ত হতে পারলে না? কুকুরটি জবাব দিল, আমি আপনার চেয়ে বেশি নির্লজ্জ ও অকৃতজ্ঞ নই। দয়াময় মহান রব আল্লাহ আপনার জন্য বিনা মূল্যে বছরের পর বছর ধরে হালাল খাদ্যের ব্যবস্থা করে আসছেন। আর তিনি মাত্র তিনদিনের জন্য

খাদ্য বন্ধ করাতে আপনি এত বিচলিত হয়ে পড়েছেন যে তাঁর দুশমনের কাছে এসেছেন ভিক্ষা করতে!

৩. যার কাছে ভিক্ষা চাওয়া হয় তাঁকে অনেক সময় বিব্রত অবস্থায় ফেলা হয়। কারণ অনুগ্রহপ্রার্থী যা চায় তা যদি তিনি দিতে না পারেন তাহলে অন্যান্য লোকজনের কাছে তাঁকে বিব্রত হতে হবে। এমতাবস্থায় কিছু না দেয়া তাঁর জন্য খুবই কঠিন। অনিচ্ছাকৃত এ দানের জন্য আখিরাতে কোন সওয়াব অর্জন করা যাবে না। এ ধরনের মানুষের কাছে কিছু চাওয়া মানে নিজেকে অস্বস্তিতে ফেলার শামিল।[৩৭৮]

সুফিগণ বলে থাকেন, যে লোক লজ্জার ভয়ে কাউকে কিছু দিয়ে থাকে তার কাছ থেকে কিছু নেয়া নিষেধ। যিনি স্বেচ্ছায় ও খুশি মনে দান করেন তাঁর কথা ভিন্ন। কোন কোন সময় এরূপ লোকের পক্ষেও দান করা অসম্ভব হয়ে থাকতে পারে। এ সব কথা তার জন্য প্রযোজ্য যে মানুষের কাছে চাওয়াকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। তাই বান্দার জন্য সবচেয়ে উত্তম আল্লাহর কাছেই চাওয়া যিনি কিছু না চাইলে বান্দার ওপর রাগ করেন আর যারা তাঁর কাছে কিছু চাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করেছে তাদেরকেই তিনি পছন্দ করেন।[৩৭৯]

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে-

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ.

"নিজের কাছে যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যে অন্যের কাছে আরো বেশি কিছুর জন্য প্রার্থনা করে কিয়ামতের দিন তার মুখে মাংস থাকবে না। বাইরে থেকে তার ভেতরের হাড় দেখা যাবে।"[৩৮০]

আরেক হাদিসে আছে-

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ.

---

৩৭৮. গাজ্জালী : *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, কিতাবুয যুহদ ওয়াল ফকর, ৪/২৫৯

৩৭৯. গাজ্জালী : *কিমিয়ায়ে সাআদত*, ২/৮৪৩-৪৪

৩৮০. ইবনে মাজাহ : *আস সুনান*, কিতাবুয যাকাত, باب مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ২/৪০২, হাদীস : ১৮৪০

"অতিরিক্ত যা কিছু সে চেয়ে নেয় সেটা দোযখের আগুনের টুকরোর সমান। এখন বেশি বা কম নেয়ার এখতিয়ার তার নিজের। কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কতটুকু চাওয়া হলে তা যথেষ্ট হবে, অতিরিক্ত হবেনা? তিনি জবাব দিলেন, একদিনের দু'বেলার খাবার।"[৩৮১]

আরেক বর্ণনায় আছে- ৫০ দিরহাম। কারণ এটাই একজন লোকের পক্ষে এক বছরের জন্য যথেষ্ট।[৩৮২]

সুস্থ-সবল মানুষ যে নিজের জীবিকা অর্জনের সামর্থ রাখে তার জন্য ভিক্ষা বৃত্তি নিষিদ্ধ। কেউ যদি একদিন ভিক্ষা করে এক সপ্তাহের প্রয়োজন মেটাতে পারে তাহলে পরদিন ভিক্ষা করা তার জন্য নিষিদ্ধ। এক কথায় অক্ষম ব্যক্তি তার প্রয়োজন পূরণে ভিক্ষা করতে পারে। তার প্রয়োজন অবস্থা সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। যদিও আল্লাহর কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া প্রকৃতিগতভাবে অপছন্দনীয় তথাপি ক্ষেত্র বিশেষে তার অনুমতি আছে। যেমন- কারো লজ্জা নিবারণের মত কাপড় নেই, কিংবা যার থাকার কোন আশ্রয়স্থল নেই কিংবা যে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান অর্থ আয় করতে পারে না।[৩৮৩] কোন কোন চরম অবস্থায় নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ভিক্ষা করার অনুমতি আছে। এ ধরনের শর্ত ২০টি। মূল গ্রন্থকার ১৪টি শর্তের উল্লেখ করেছেন। বাকী ৬টি আমি সংযোজন করেছি।

৩৮১. ১. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুয যাকাত, بَاب مَنْ يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ...الخ ২/১৬৪, হাদীস : ১৬২৯
২. *জামেউস সগীর* : পৃষ্ঠা : ৫২৮, হাদীস : ৮৭২৯

৩৮২. আবু দাউদ : *আস সুনান*, কিতাবুয যাকাত, بَاب مَنْ يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ...الخ ২/১৬৩, হাদীস : ১৬২৬

৩৮৩. যদি কোন মানুষ জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার উচিত কোন চাকরীর সন্ধান করা। কিন্তু দ্বীনের ইলম হাসিলকারী কোন ছাত্রের জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ইলম হাসিলের কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে চাকরীর সন্ধান করা ঠিক নয়। কারণ জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সবকিছুর শীর্ষে। কিন্তু একজন আবিদের পক্ষে জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় ব্রতী হওয়া উচিত তাতে তার অতিরিক্ত ইবাদতে বিঘ্ন ঘটলেও। এ দু' জনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কারণ হালাল রুজি অর্জন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এতে তার দু' উদ্দেশ্যই সফল হয়। এক. জীবিকা (হালাল রুজি), দুই. ইবাদত। পক্ষান্তরে ইলম অর্জন ও জীবিকা অর্জন দুটো ভিন্ন জিনিষ। ইলম স্বতন্ত্র এক বিজ্ঞান যা জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে হাসিল করা যায় না। জীবন বাঁচাতে গিয়ে টাকার জন্য বইপত্র বিক্রি করে দেয়া একজন ছাত্রের জন্য সঠিক কাজ হতে পারে না। তবে সে তার অপ্রয়োজনীয় বই কিংবা অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করতে পারে। যাতে তাকে ভিক্ষা করতে না হয়। তবে সে লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য যাকাত গ্রহণ করতে পারে।

শর্ত ১ : কোন অবস্থায় আল্লাহর ওপর কোন দোষ চাপানো যাবে না। এমন কিছু বলা যাবে না যাতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় ও অশোভন কোন বাক্য উচ্চারিত হয়।

শর্ত ২ : যথা সম্ভব নিজ পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও মহৎ হৃদয় ব্যক্তিদের কাছে চাইবে যারা বিব্রত হন না বা প্রার্থীকে অপমান করেন না।

শর্ত ৩ : কোন সময়ই ধার্মিকতার ভাণ করবে না ও একে অজুহাত বানিয়ে ভিক্ষা করবে না। এটা দুনিয়ার সাথে দ্বীনের বিনিময় ও চরম বোকামী।

শর্ত ৪ : বড় কোন সমাবেশে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ভিক্ষা আদায়ের জন্য লক্ষ্যস্থল বানাবে না। তিনি যদি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে তা তাঁর জন্য হবে খুবই বিব্রতকর। যদি দিয়ে থাকেন তাহলে তা হবে লোকলজ্জার ভয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে, এটাও তাঁর জন্য অস্বস্তিকর। কিন্তু কোন সাহিবে যাকাত এর কাছে চাওয়া যেতে পারে যদি কেউ যাকাত গ্রহণের উপযোগী হয় এবং যদিও ধনী লোকটি এতে অসন্তুষ্ট হন। তথাপি কোন সাহিবে যাকাত এর কাছে নির্দিষ্ট পরিমান অঙ্কের উল্লেখ করে যাকাত চাওয়া যাবে না।

শর্ত ৫ : কারো কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চাওয়া যাবে না।

ইমাম গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, মানুষের বাঁচার জন্য মাত্র তিনটি ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটানো দরকার- খাদ্য, বস্ত্র ও ঘর। হাদিস শরীফে এ তিনটি জিনিষকে প্রয়োজনীয় গণ্য করা হয়েছে এবং এর বাইরে মানব সন্তানের আর কোন অধিকার নেই। উদরপূর্তির জন্য কয়েক লোকমা খাবার, সতর ঢাকার জন্য এক টুকরো কাপড় ও মাথা গোঁজার জন্য একখানা ঘর। একই গৃহস্থালীর জন্য যে সকল বাসন কোসন দরকার তাও মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে।[৩৮৪]

[উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার নূন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। এগুলো ছাড়াও মানুষের আরো নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তাকে স্ত্রী, পরিবারের সদস্য, গরীব ছেলে-মেয়ে, নির্ভরশীল মা-বাবা ও এ রকম অন্যান্য কিছু লোকের ভরণ-পোষণ করতে হয়। এদের বরণ-পোষণ করা তার জন্য ওয়াজিব। যদি তাদের ভরণ-পোষণ করতে না পারে কিংবা এর জন্য প্রয়োজনীয় আয় রোজগার করতে না পারে, তাহলে কী হবে? এক্ষেত্রে অন্যের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা শরীয়ত অনুমোদন করে। বস্তুত

৩৮৪. গাজ্জালী : *কিমিয়ায়ে সাআদত*, ২/৮৪৫

এটা করা তার ওপর ওয়াজিব। এ ওজর শরীয়ত সম্মত ও মানুষের কাছে সাহায্য গ্রহণ ছাড়া আর কোন বিকল্পও তার নেই। এক্ষেত্রে প্রয়োজন মত চাওয়া জায়েয ও তার অতিরিক্ত চাওয়া হারাম।

বর্তমান যুগে মানুষ ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদীর জন্য ভিক্ষা ও ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এ সমস্ত টাকা-পয়সা তারা সামাজিক রীতি রক্ষার জন্য বিলাস বহুল বাজে কাজে খরচ করে যার সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। এ সমস্ত অবান্তর সামাজিক আচার পদ্ধতি রক্ষার জন্য মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া হালাল নয়। তবে সাধারণ মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ ধরনের অস্বচ্ছল পরিবারকে স্বউদ্যোগে ইসলাম সম্মত চাহিদা পূরণের জন্য আর্থিক সাহায্য করা। হাদিস শরীফ মতে এ রকম সাহায্য কাউকে ঋণ দেয়ার সমান। কোন কোন লোক আবার এতদূর এগিয়ে যায় যে, তারা হজ্ব করার জন্য ভিক্ষা করে। এটা হারাম এবং এ ধরনের লোককে ভিক্ষা দেয়াও হারাম। কারণ যা নেয়া হারাম তা দেয়াও হারাম।

একজন গরীব মুসলমানের জন্য হজ্ব পালন করা নফল। এর জন্য অন্যের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হারাম। নফল কাজ সম্পাদন করার জন্য হারাম কাজ করার কোন যুক্তি নেই।]

শর্ত ৬ : দানের টাকা কোনরূপ বিলাসিতা, অপব্যয় বা পারিবারিক কাজে নষ্ট করা উচিত নয়; আধ্যাত্মিক উন্নতি, ইবাদত ও অতীত জরুরী প্রয়োজন মিটানোর কাজে তা খরচ করবে।

[টাকা এমন এক পদার্থ যা একবার হাতে আসে আরেকবার হাত থেকে চলে যায়। এ টাকা সকালে হয়তো আপনার হাতে আবার বিকেলে অন্যের হাতে। কোন কোন সময় এক টুকরো রুটিহীন ভিখারীও পরদিন সকালে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে। তাহলে দরকার কী কারো কাছ থেকে ভিক্ষা করে কিছু টাকা নিজের অধিকারে আনা, হয়তো দেখা যাবে সে টাকা খরচ করার পূর্বেই তার হাতে হালাল উপায়ে অনেক সম্পদ এসে গেছে। যদিও একান্ত প্রয়োজনে গৃহীত ও সাহায্যকৃত অর্থ সম্পদ ফেরত দেয়া শরীয়তে বাধ্যতামূলক নয়। তথাপি এ টাকা ফেরত দেয়াই উত্তম। এতে ভিক্ষাবৃত্তির অপমান থেকে উদ্ধার পাওয়ার পাশাপাশি মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি তা ফেরত দেয়া না হয় তাহলে যে উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করা হয়েছে ঠিক সে উদ্দেশ্যেই তা ব্যয় করা উচিত অন্য

খাতে নয়। সম্মানিত লেখকের বক্তব্য সম্পর্কে আমার অভিমত ও মন্তব্য এটাই। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।]

শর্ত ৭ : সব সময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কৃতজ্ঞ থাকবে দাতার প্রতিও। কারণ আল্লাহ তাকে সাহায্যের মাধ্যম বানিয়েছেন। তার জন্য দোয়া করবে- কারণ হাদিস শরীফে বলা হয়েছে;

وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ.

"যে তোমার উপকার করে বিনিময়ে তার উপকার করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তার জন্য দোয়া করবে।"[৩৮৫]

কিন্তু কেউ যদি ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয় আর সে যদি দাতার সামনেই তার জন্য দোয়া করে তাহলে দানের বিনিময় হয়ে যাবে। কিন্তু দানের সওয়াব অক্ষুণ্ন থাকবে যা দাতা আখিরাত পেয়ে যাবে।

শর্ত ৮ : সব সময় একই ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করবেনা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ হতে পারে ও প্রার্থী লোভী মনে করতে পারে।

শর্ত ৯ : যে ব্যক্তি বিরক্ত হয়, বিব্রত হয় কিংবা লোকলজ্জায় ভয়ে দান করে অথবা সন্দেহজনক বা হারাম বস্তু থেকে দান করে তার দান গ্রহণ করবেনা। যে ব্যক্তি আল্লাহর খাতিরে এহেন দান গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে আল্লাহ নিজ ভাণ্ডার থেকে তাকে এত বেশী দিবেন যা তার প্রত্যাশার চেয়েও অধিক। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেন-

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন।"[৩৮৬]

শর্ত ১০ : আল্লাহর নামে ভিক্ষা করবেনা। অর্থাৎ এ রকম বলবেনা, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে কিছু দাও। সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন,

---

৩৮৫. ১. নাসায়ী : *আস সুনান*, ৮/৩৫০, হাদীস : ২৫২০
২. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবির*, ১১/২৮, হাদীস : ১৩২৮৪
৩. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৫/৪৭৯, হাদিস : ২৩৩০

৩৮৬. আল-কুরআন, সূরা তালাক, আয়াত : ২-৩

مَلْعُوْنٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ.

"যে আল্লাহর খাতিরে ভিক্ষা করে সে লা'নতপ্রাপ্ত।"[৩৮৭]

একজন ওলী একটি পাখি নিয়ে কুফার বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি লোকজনকে বললেন, আমাকে এ পাখিটির খাতিরে কিছু দাও। একজন তাকে বলল, আপনি কী বলছেন? তিনি জবাব দিলেন, দুনিয়াবী কোন জিনিষ আল্লাহর ওয়াস্তে চাওয়া ঠিক নয়। তাই আমি নিজের জন্য এ পাখিটির নাম ব্যবহার করেছি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন,

لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ.

"আল্লাহর ওয়াস্তে শুধু জান্নাত কামনা করবে আর কিছু নয়।"[৩৮৮]

শর্ত ১১ : যা দেয়া হয় তা নিয়ে সব সময় সন্তুষ্ট থাকবে। কখনো অতিরিক্ত দাবী করবেনা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, "দাতার অসন্তুষ্টিতে যা কিছু নেয়া হবে তাতে কোন বরকত পাওয়া যাবেনা।"[৩৮৯]

মানুষ বেশী চায় বেশী উপকার লাভের জন্য। কিন্তু এর জন্য জোরাজুরি করতে গিয়ে পেছন থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। তখন সামান্য কিছুও বরকতশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সামান্য কিছুতে সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ তাতে বরকত ঢেলে দেন।

শর্ত ১২ : দানের বস্তুর ত্রুটি গোপন রাখা জরুরী।

[পক্ষান্তরে দাতার উচিত ত্রুটিমুক্ত বস্তু দান করা। কারণ আল্লাহ মহা ধনী এবং দানের বস্তু প্রথমে আল্লাহর হাতে যায়। এরপর দাতা দরিদ্র ও অভাবী মানুষের হাতে যায়। তাই দাতার বুঝা উচিত মহাসম্পদশালী ও রহমানুর রহিমের শাহী দরবারে সে কী বস্তুর নজরানা পেশ করবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কালামে বলেন,

لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿٩٢﴾

৩৮৭. ১. তাবরানী : *আল-মু'জামুল কবির*, ১৬/২৩৪, হাদীস : ১৮৩৭৮
২. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/৬
৩. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ৬/৫০২, হাদিস : ১৬৭২৫
৩৮৮. আবু দাউদ : *আস সুনান*, كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ৪/৪৮৫, হাদীস : ১৪২৩
৩৮৯. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যাকাত, بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ পৃষ্ঠা : ৫১৬, হাদীস : ১০৩৭-৩৮

"কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।"[৩৯০]

তিনি আরও বলেন

وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ﴿٢٦٧﴾

"তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও।"[৩৯১]

একইভাবে গ্রহীতার জন্য এ বিষয়টি জরুরী যে, সে ত্রুটিযুক্ত দান সম্পর্কে কোন অভিযোগ করবেনা, তার অবমূল্যায়ন করবে না কিংবা তা নিয়ে হতাশাও প্রকাশ করবে না। যতকিছুই হোক এ দানও আল্লাহর তরফ হতে। দানপ্রাপ্তির পর শোকরই কাম্য, অভিযোগ নয়। আল্লাহ কারো কাছে কোন বিষয়ে ঋণী নন যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা চলে।]

শর্ত : ১৩ কোন জুলুমলব্ধ সম্পদের অংশবিশেষ কিংবা সুদ ও সুদ জাতীয় কোন টাকা পয়সা গ্রহণ করবে না। কারণ মন্দ জিনিষের ফলও মন্দ।

[একথা যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তা কোন অবৈধ উৎস হতে অর্জিত তা হতে কোন কিছু গ্রহণ করা যাবে না হোক তা, ঋণ, উপহার, দান অথবা মজুরী। এর অন্যথা হলে তা হারাম নয়।]

শর্ত : ১৪ কোন দান অথবা সাদকাকে তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে করবে না যেভাবে একজন দাতা বেশি দান করেও তার দানকে কম মনে করে। কারণ, স্বর্গীয় নিরিখে প্রাচুর্যও অতি সামান্য।

সহীহাইন হাদিস শরীফের মতে, সাদকা ভেড়ার পোড়া ক্ষুর মাত্র হলেও তা তুচ্ছ নয়।[৩৯২]

[একথা সাদকাকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারো যদি সাদকা করার মত বেশি কিছু না থাকে তাহলে যৎসামান্য পারা যায় তা দান করা উচিত এবং একে তুচ্ছ ভাবা ঠিক নয়। যত কিছুই হোক, এটা নবীর নির্দেশ পালনের উদাহরণ এবং তা কোন নিঃস্ব ব্যক্তির কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। হাদিস শরীফ দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে। সদাকার পরিমাণ কম বা বেশি যাই হোক প্রকৃতপক্ষে পার্থিব সকল সম্পদই মূল্যহীন।

৩৯০. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯২
৩৯১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬৭
৩৯২. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যাকাত, باب الحث على الصدقة...الخ পৃষ্ঠা : ৫১৪, হাদীস : ১০৩০

সাদকার নিমিত্তে কোন ত্রুটিপূর্ণ জিনিষের ওপর হাত পড়লে ১২নং শর্তানুযায়ী কুরআনী বিধান তার নিন্দা করে না। কিন্তু কারো কাছে ভালো খারাপ বা ত্রুটিহীন ও ত্রুটিযুক্ত উভয় ধরনের সম্পদ থাকলে তা থেকে সাদাকার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ বা ত্রুটিযুক্ত বস্তু বাছাই করা উচিত নয়। কিন্তু কেউ যদি ত্রুটিযুক্ত সম্পদের বোঝা হালকা করে উৎকৃষ্ট সম্পদ নিজের কাছে রাখার উদ্দেশ্যে সাদকার জন্য খারাপ জিনিষ বাছাই করে তাহলে কুরআনী বিধান তাতে অবশ্যই আপত্তি জানাবে। তাই হাদিস শরীফে সামান্য হলেও সাদকা দিতে ও তাকে তুচ্ছ মনে না করতে নির্দেশ দিয়েছে। যদিও কারো কাছে বেশি দান করার মত সম্পদ থেকে থাকে। শয়তান বা নফছ (প্রবৃত্তি) মানুষকে বেশি সাদকা দিতে বাধা দান করে। শুধুমাত্র একজন শয়তান নয় এরকম ৭০টি শয়তান আছে যা মানুষকে সাদকা দিতে বাধা দান করে।

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে- সাদকা ৭০ টি শয়তানের চোয়ালকে ছিন্ন করে তারপর বেরিয়ে আসে।[৩৯৩] তাই সামান্য পরিমান হলেও দান কর এবং তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে কম সাদকা টুকুও নষ্ট করো না। কারণ তা অভাবগ্রস্ত মানুষের সামান্য হলেও উপকারে আসে। সামান্য সাদকা মনের কৃপনতাকে কিছুটা হলে নমনীয় করে। যা সম্পূর্ণ অর্জন করা যায় না তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করাও উচিত নয়। পবিত্র কুরআন খবিস (খারাপ) দানের নিন্দা করেছে, ক্বলিল (কম) দানের নিন্দা করেনি। আল্লাহ বলেছেন, মন্দের বিনিময়ে ভালোর ইচ্ছা করোনা। খবিস ও ক্বলিল এর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এক মুষ্ঠি গম ক্বলিল, খবিস নয়। কিন্তু এক টন পঁচা মাংস খবিস, ক্বলিল নয়।

উম্মুল মু'মিনীন সাইয়্যেদা আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার দানশীলতা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর ভাগিনা সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর থাকাকালীন তাঁকে দান করার কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন।[৩৯৪] তিনি প্রত্যহ হাজার হাজার (মুদ্রা) নিঃস্ব ও অভাবীদের দান করতেন।

একবার সাইয়্যেদুনা আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে ১০০,০০০/- দিরহাম হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। তিনি সাথে সাথে তাঁর দাসীকে

[৩৯৩]. হাইসমী : *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, কিতাবুয যাকাত, باب ارغام الشيطان...الخ ৩/২৮২, হাদীস : ৪৬০১

[৩৯৪]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল মানাকিব, باب مناقب قريش ২/৪৭৫, হাদীস : ৩৫০৫ ও কিতাবুল আদব, باب المحرة ৪/১১৯, হাদীস : ৬০৭৩-৭৫

অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদের একটা তালিকা করে তাদের মাঝে উক্ত টাকা বিকেলের মধ্যে বিতরণ করে দেয়ার আদেশ দেন। এদিন তিনি রোজা রেখেছিলেন এবং তাঁর পরণে ছিল ছিন্ন বস্ত্র এবং মাথার কাপড়ও ছিল জীর্ণ। বিতরণ শেষে দাসী বলল, আপনি এক টুকরো ছিন্ন কাপড় পরেছেন, আরো রেখেছেন রোজা। আপনি কি জানেন ঘরে ইফতারির জন্য কোন খাবার নেই? আপনি অন্তত কিছু দিরহাম রাখতে পারতেন যা দিয়ে ইফতারের জন্য কিছু খাবার ও একটা কাপড় কেনা যায়। তিনি বললেন, তা তো আমার জানা ছিল না আর তুমিও আমাকে মনে করিয়ে দাওনি।[৩৯৫]

أَنَّ مِسْكِينًا اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ، فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ : خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُ، فَقَالَتْ : أَتَعْجَبُ كَمْ تَرَى فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مَثَاقِيلِ ذَرَّةٍ.

একদিন উম্মুল মু'মিনীন সাইয়্যেদা আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক ভিক্ষুককে একটি মাত্র আঙ্গুর দান করেন। তাঁর কাছে সেটি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তা দেখে একজন খুব বিস্মিত হল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি জান একটা আঙ্গুরে কতটুকু উপাদান আছে?][৩৯৬]

অতঃপর তিনি পবিত্র কালামের এ আয়াতটুকু পাঠ করলেন-

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

"যে অনুপরিমান ভালো কাজ করবে সে তার উত্তম ফল পাবে।"[৩৯৭]

সম্মানিত গ্রন্থকার উক্ত ১৪ টি শর্ত বর্ণনা করেছেন। বাকী ৬ টি শর্ত আমি সংযোজন করছি।

শর্ত ১৫ : মসজিদে ভিক্ষা করবেনা। কেননা হাদিস শরীফে এ বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে। মসজিদে ভিক্ষা দেবেনা। কারণ তাতে নিষিদ্ধ বিষয়ে সহায়তা করা হয়। আলিমগণ বলেন, মসজিদে ১ পয়সা ভিক্ষা দিলে আরো ৭০ পয়সা কাফফারা দিতে হয়।[৩৯৮] দুর্ব্যবহারকারী কোন ভিক্ষুককে মসজিদে ভিক্ষা দেয়া

[৩৯৫]. গাজ্জালী : *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, কিতাবুয যুহদ ওয়াল ফকর, ৪/২৪৫

[৩৯৬]. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুয যাকাত, باب الحث على الصدقة...الخ পৃষ্ঠা : ৫১৪, হাদীস : ১০৩০

[৩৯৭]. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, কিতাবুয যাকাত, فصل في الإختيار في صدقة...الخ ৩/২৫৪, হাদীস : ৩৪৬৬

[৩৯৮]. হিন্দিয়া, হাদিকাত আল নাদিয়াহ ইত্যাদি।

একেবারেই নিষেধ যে সালাত রত মুসল্লিদের ঘাড় টপকিয়ে মসজিদের ভেতর ভিক্ষা করে।[৩৯৯]

শর্ত ১৬ : কোন ধরনের চালাকী কিংবা চাটুকারিতার আশ্রয় নিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করবে না। কারণ তা ইসলামের মর্যাদার পরিপন্থী। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- "একজন মুসলমান তোষামদকারী হয়না।"[৪০০] মিথ্যা প্রশংসা খুবই জঘন্য। প্রথমত এটা এক ধরনের চাটুকারিতা, দ্বিতীয়ত এটা মিথ্যা, তৃতীয়ত হাদিস শরীফ মতে, কারো সামনাসামনি প্রশংসা করা তার মাথা কেটে ফেলার শামিল। সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ.

"চাটুকারদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ কর।"[৪০১]

বিশেষত সে যখন ফাসিকের প্রশংসা করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- "যখন কোন ফাসিকের প্রশংসা করা হয় তখন পবিত্র আরশে আজিম আল্লাহর ক্রোধে কাঁপতে থাকে।"[৪০২]

শর্ত ১৭ : কারো কাছে কিছু চাইতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলবে না কিংবা মিথ্যা মুখভঙ্গি করবে না। হোক তা মৌখিক অনুরোধ কিংবা ইশারা-ইঙ্গিত। প্রথমত এতে অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং হাদিস শরীফে বলা হয়েছে- "যে মানুষ জনসমক্ষে আল্লাহর প্রতি তার মনে যত ভয় আছে তার চেয়ে বেশি ভয় আছে বলে জাহির করে সে ব্যক্তি মুনাফিক।"[৪০৩] দ্বিতীয়ত এটা এক প্রকার প্রতারণা। হাদিস শরীফে এ ধরনের কর্মকান্ডের নিন্দা করা হয়েছে এবং প্রতারণাকারীকে ইসলামের গন্ডী বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছে।[৪০৪] তৃতীয়ত ছদ্মবেশ ধারণ করে ও কোন প্রকার কৌশলের আশ্রয় নিয়ে কোন দান অনুদান গ্রহণ করার অনুমতি নেই। এর কারণ এই যে, ভাণ ও প্রতারণার দ্বারা

৩৯৯. দুররুল মুখতার, ফতোয়ায়ে রজভিয়া ইত্যাদি।

৪০০. ১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, باب في حفظ اللسان ৪/২২৪, হাদীস : ৪৭৬৩
২. জামেউস সগীর : পৃষ্ঠা : ৪৬৯, হাদীস : ৭৬৭১

৪০১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রেকাক, باب النهي عن المدح...الخ পৃষ্ঠা : ১৬০০, হাদীস : ৩০০২

৪০২. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৪/২৩০, হাদীস : ৪৮৮৬

৪০৩. জামেউস সগীর : পৃষ্ঠা : ৫১১, হাদীস : ৮৩৮৩

৪০৪. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب قول النبي (من غشنا فليس منا) পৃষ্ঠা : ৬৫, হাদীস : ১৬৪

প্রভাবিত না হলে দাতা কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে অনুদান দিত না কিংবা দিলেও অতবেশি দিত না।

শর্ত ১৮ : দ্বীনের কোন কর্মকান্ডকে দুনিয়া অর্জনের বাহন বানাবে না, যদিও তা সত্যিকারের হয়। আল্লাহ মাফ করুন! এটা দ্বীন বিক্রির সমান। হজ্ব করার উদ্দেশ্যে কিছু গরীব লোক ভিক্ষা করে। এ কাজটিও সমপর্যায়ের। তারা দুয়ারে দুয়ারে তাদের হজ্বকে বিক্রি করে কিন্তু এক সময় তার আর কোন ক্রেতা পাওয়া যায় না। সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ، طُمِسَ وَجْهُهُ، ومُحِقَ ذِكْرُهُ، وَأُثْبِتَ اسْمُهُ فِي النَّارِ.

"আখিরাতের কোন কাজের বিনিময়ে যে দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করতে চায় তার মুখমন্ডল বিকৃত হয়ে পড়বে। তার পরিচিতি মুছে ফেলা হবে ও তার নাম দোযখবাসীদের তালিকাভুক্ত করা হবে।"[৪০৫]

হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ আল গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, একবার এক মনিব ও তার দাস হজ্ব সমাপন শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। তাদের সাথে কোন টাকা পয়সা ছিল না। খাবার তৈরির জন্য লবণও ছিল না। পথে একটা গ্রামে থেমে মনিব তার চাকরকে দোকানীর কাছে পাঠাল যেন সে বলে, আমি হজ্ব থেকে ফিরছি, আমার কিছু লবণ দরকার। দোকানী তাকে কিছু লবণ দিল। এরপর তারা যাত্রা শুরু করে অন্য এক যায়গায় পৌঁছে বিশ্রাম নিল। এবার মনিব তার চাকরকে পাঠাল দোকানী থেকে কিছু লবণ চেয়ে আনতে এবং যেন সে তাকে বলে, তার মনিব হজ্ব থেকে ফিরছে এবং তার কিছু লবণ দরকার। চাকর মনিবের কথা অনুযায়ী আগের দিনের মত লবণ চেয়ে আনল। তৃতীয় মনজিলে পৌঁছে মনিব চাকরকে আবারো লবণের জন্য পাঠাল। এবার চাকর, প্রকৃতপক্ষে যার মাঝে মনিবসূলভ গুণ ছিল, রাগত স্বরে বলল, "পরশু আমি সামান্য লবণের জন্য আমার হজ্ব বিক্রি করেছি, গতকাল বিক্রি করেছি আপনার হজ্ব। আজ আমি সেই একই লবণের জন্য কার হজ্ব বিক্রি করব?"

৪০৫. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ২/২৬৮, হাদীস : ২১২৮

ইমাম সুফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে এক ব্যক্তি দাওয়াত দিয়েছিল। মেজবান তার চাকরকে বলল: আমার দ্বিতীয়বার হজ্বের সময় আনা প্লেটগুলো নিয়ে এসো। ইমাম মেজবানের কথা শুনে বললেন, হে ভাগ্যহত! এ কথা বলে তুমি তো তোমার দু'হজ্বকেই ধ্বংস করে দিলে! একটি মাত্র কথার যদি এ পরিণতি হয় তাহলে দুনিয়ার সামান্য বস্তুর জন্য হজ্বকে (দ্বীনের কাজ) ব্যবহার করার পরিণতি কত গুরুতর হতে পারে? দয়াময় আল্লাহ আমাদের এহেন মারাত্মক পরিণতি হতে হিফাজত করুন!

এ দলে ঐ সমস্ত ওয়াজকারীগণও অন্তর্ভুক্ত যারা দ্বীনকে টাকা কামানোর পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। বর্তমানে শুধু মাত্র কম জানা লোকজনই নয়; বরং সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোকেরাও ভাঙা ভাঙা আরবি ও উর্দু ভাষা জ্ঞান নিয়ে কিছু গল্প কাহিনী ও হাদিস শরীফ মুখস্ত করে উলামা সেজে বসে। এ সকল বোকা লোকেরা আকাঈদ সম্পর্কে জানেনা, পবিত্র শরীয়তের বিধি-বিধানের কোন খোঁজ রাখে না। তারা ছদ্মবেশে মেলা-মজলিসে ওয়াজ-নসিহত করার জন্য ঘুরে বেড়ায়। দ্বীন সম্পর্কে তাদের কথাবার্তা অন্তঃসারশূণ্য। তারা চটকদার কথা বলে সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে মোহিত করার প্রচেষ্টা চালায়। এ ধরনের ভূয়া লোকজন দ্বীনকে ব্যবসায় পরিণত করেছে এবং এ পেশার মাধ্যমে মোটা অঙ্কের টাকা বানিয়েছে।

প্রথমতঃ এ সকল লোকের ওয়াজ করাই পুরোপুরি হারাম।

সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"যে কোন জ্ঞান ছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যা করে নিশ্চয়ই সে দোযখে তার ঠিকানা নির্মাণ করে।"[৪০৬]

দ্বিতীয়তঃ এ সকল লোকের ওয়াজ শোনাও হারাম। এ উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়া সকল লোকের দায়ভার প্রধান বক্তার ওপর বর্তাবে।

তৃতীয়তঃ বক্তৃতা ও নসিহতকে সম্পদ অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত করা দ্বীন হতে বিচ্যুতি এবং নাসারা ও ইহুদিদের রীতি।

দুররে মুখতারে বলা হয়েছে-

[৪০৬]. তিরমিযী : *আস সুনান*, بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ 8/৪৩৯, হাদীস : ২৯৫৯

اَلتَّذْكِيرُ عَلَى الْمَنَابِرِ لِلْوَعْظِ وَالِاتِّعَاظِ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَلِرِيَاسَةٍ وَمَالٍ وَقَبُولِ عَامَّةٍ مِنْ ضَلَالَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

'মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়া ও নসিহত করা আল্লাহর নবীগণের (আলাইহিস সালাম) সুন্নাত। জীবিকার উপায় ও জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য দ্বীনের ওয়াজ-নসিহতকে মাধ্যম করা ইহুদি ও খৃষ্টানদের জঘন্যতম অপরাধসমূহের অন্যতম।'[৪০৭]

খোলাসা, তাতারখানিয়া ও হিন্দিয়াতে বলা হয়েছে-

اَلْوَاعِظُ إِذَا سَأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فِي الْمَجْلِسِ لِنَفْسِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ اكْتِسَابُ الدُّنْيَا بِالْعِلْمِ.

'কোন বক্তা যদি কোন মজলিসে নিজের প্রয়োজন অথবা কোন জিনিষের জন্য কাউকে আদেশ বা অনুরোধ করে তা বৈধ হবে না কারণ সে দ্বীনের জ্ঞানকে দুনিয়া অর্জনের কাজে ব্যবহার করছে।'[৪০৮]

ইমাম ফকীহ আবু আল লায়েছ সমরকন্দী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সমসাময়িক সরকারের নীতিমালায় এক মারাত্মক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। শাসক গোষ্ঠী এককালে যে সমস্ত উলামাকে দ্বীন প্রসারের কাজে বায়তুল মাল থেকে ভাতা দিত তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। বায়তুল মাল থেকে এ আর্থিক সহায়তা উলামাদের প্রয়োজন মেটাত এবং তাঁরা সার্বক্ষণিকভাবে দ্বীন প্রসারের কাজে রত থাকতেন। যখন বায়তুল মাল হতে এ কাজে ভাতা দেয়া বন্ধ হয়ে গেল,দ্বীন প্রসারের কাজ কমিয়ে দিয়ে জীবিকা অর্জনে সময় ব্যয় করা ছাড়া উলামাদের আর কোন বিকল্প থাকল না। এর ফল হল মারাত্মক। দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও হিদায়াতের অনেক দরজা বন্ধ হয়ে গেল। উলামারা নিজেদের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য বাধ্য হয়ে অন্য জীবিকায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পূববর্তী ও সমসাময়িক ইমাম ও ফকীহগণ, যাঁদের মধ্যে ইমাম ফকীহ আবু আল লায়েছ সমরকন্দী রাহমতুল্লাহি আলাইহিও অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের সবার সম্মিলিত মত ছিল যে, ইমামতি, আযান ও দ্বীন শিক্ষা দিয়ে কোন পারিশ্রমিক নেয়া যাবে না। কিন্তু অবস্থার এ করুণ পরিণতি দেখে তাঁরা

[৪০৭]. *আদ দুররুল মুখতার*, কিতাবুল হযরে ওয়াল ইবাহাহ, ৯/৬৯৫
[৪০৮]. *আল-ফতোয়া আল-হিন্দিয়া*, কিতাবুল কেরাহিয়া, ৫/৩১৯

নিজেদের পূর্ববর্তী ফতোয়া প্রত্যাহার করে উল্লিখিত কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণে উলামাদের অনুমতি প্রদান করেন। যাতে করে রুশ ও হিদায়তের দরজা উন্মুক্ত হয়।

এ ব্যতিক্রম শুধুমাত্র যথাযথ শরয়ী প্রয়োজনে আলিমদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। কারণ তাঁরা ছিলেন দ্বীনের সত্যিকারের বয়োজ্যেষ্ঠ মুবাল্লিগ এবং দ্বীনের প্রসার ও স্থিতি অনেকাংশে তাঁদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ ব্যতিক্রম নামকা ওয়াস্তে উলামা বা অযোগ্য ও অজ্ঞ লোকদের জন্য কার্যকর নয়। এ সকল লোকের জন্য দ্বীন সম্পর্কে বক্তৃতা করা বা রুশ ও হিদায়তের মঞ্চে আসন গেঁড়ে বসা নিষিদ্ধ। তারা কিছুতেই উক্ত ব্যতিক্রমী ও সত্যিকারের দ্বীনি উলামাদের সমপর্যায়ের হতে পারে না। কিন্তু তাঁরাও মৌলিক প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যৎসামান্য পারিশ্রমিক গ্রহণে অনুমতিপ্রাপ্ত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা তাঁদের জন্যও নিষেধ। ব্যাংক ব্যালেন্স করা ও দুনিয়ার সম্পদ পুঞ্জিভূত করা আর "সব কিছু নিয়তের ওপর নির্ভর করে" এ কথা বলার জন্য তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হয়নি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলীম ও খবীর। তিনি সত্যিকারের উলামায়ে দ্বীনের আন্তরিকতা, উদ্দেশ্য ও নিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। আল্লাহ তাঁদের প্রয়োজনের কথা জানেন। প্রত্যেক হক্কানী উলামায়ে কেরামের দীলের মকছুদ একটিই শুধু দ্বীনের খিদমত করা, সম্পদ আহরণ নয়। তাই তাঁরাই শরীয়তের এ ফতোয়ার উপকার লাভের হকদার। এ ছাড়া সর্বশক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছে লুকায়িত কিছুই নেই। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে এমন কোন ছদ্মবেশ কারো কাছে নেই। কোন প্রতারককে উলামা বলা যায় না; বরং তাদেরকে দুনিয়ার কুকুর ও দ্বীন বিক্রয়কারী বলা যায়।

শর্ত ১৯ : মিথ্যা বলবেনা ও প্রতারণার আশ্রয় নেবেনা। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, কোন মসজিদ নির্মাণ করার জন্য ও একটা মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য আমাদের টাকা দরকার। যদি এসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকে বা সেসব প্রতিষ্ঠা করাও আমাদের উদ্দেশ্য না হয় তাহলে এসব বলে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হবে প্রতারণা করা ও মিথ্যা বলা। আর যদি এসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকে এবং এগুলোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করা হয়, তাহলে তা হবে খিয়ানত এবং প্রতারণা। এসব অর্থ ব্যবহার করা হারাম এবং দ্বীনের মধ্যে গুরুতর ও বড় ধরনের অপরাধ।

কিছু কিছু মানুষ মিথ্যা সম্মান, মর্যাদা ও বিশ্বসযোগ্যতা অর্জনের জন্য নিজেদেরকে সাইয়্যেদ বলে পরিচয় দেয়। এটা এক মহা অপরাধ। মানুষের উচিত এ ধরনের গর্হিত অপরাধ হতে লক্ষ যোজন দূরে থাকা। সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ হাদিসে বলেছেন-

وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

"যে নিজের জন্মদাতা পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের পিতাকে নিজের পিতা হিসাবে পরিচয় দেয়,তার ওপর আল্লাহ , ফিরিশতা ও মানবজাতির লা'নত। আল্লাহ তার ফরজ কিংবা নফল কোন ইবাদত কবুল করেন না।"[৪০৯]

কিছু বেকুফ লোক আছে যারা পিতার দিক থেকে সৈয়দ নয় অথচ মাতার দিক থেকে সৈয়দ তারাও সৈয়দ উপাধি ব্যবহার করে। এটা স্রেফ প্রতারণা এবং উপরোক্ত সহিহ হাদিস অনুযায়ী বর্ণিত ব্যক্তির উদাহরণ। শরীয়া মতে সন্তানের বংশধারা বাপের বংশধারা অনুসারে নির্ণিত হয়, মায়ের বংশধারা অনুযায়ী নয়।

ইমাম খায়রুদ্দীন রমলী তাঁর 'ফতোয়ায়ে খায়রিয়ার', আল্লামা ইমাম শামী তাঁর 'রদ্দুল মুহতার'-এ ও অন্যান্য আলিমগণ তাঁদের বইতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন- কারো মা সৈয়দা হওয়া বড় সম্মানের বিষয় কিন্তু সন্তান মায়ের কারণে সৈয়দ হতে পারে না। তার পদবী নির্ধারিত হবে পিতার বংশধারা অনুযায়ী।[৪১০]

আল্লামা ইমাম আবদুল গণী নাবলুসি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর 'হাদিকাতুন নাদিয়ায়' উল্লেখ করেছেন- মায়ের কারণে যে সন্তান নিজেকে সৈয়দ বলে প্রকাশ করে সেও এ সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তার ওপরও আল্লাহ , ফিরিশতা ও মানবজাতির লা'নত পতিত হবে। তার ইবাদত কবুল হবে না বরং তা ব্যর্থ হবে। আমার বিশ্বপালকের দরবারে এহেন পরিণতি হতে পানাহ চাই।[৪১১]

---

৪০৯. মুসলিম : *আস সহীহ*, কিতাবুল হজ্ব, باب فضل المدينة...الخ পৃষ্ঠা : ৭১২, হাদীস : ১৩৭০

৪১০. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুন নেকাহ, باب الكفاءة ৪/১৯৮

৪১১. *আল হাদিকাতুন নদিয়া*, ২/২০৯-২১০

শর্ত ২০ : কোন দান বা উপহার গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকৃত সৈয়দের পক্ষে নিজ পরিচয় গোপন করা উচিত নয়। সৈয়দের পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। দাতা বিধি বিধান ও গ্রহীতার পরিচয় না জানার কারণে অনেক সময় সৈয়দকেও যাকাতের টাকা প্রদান করতে পারে। আর যদি সৈয়দ নিজের পরিচয় গোপন করে যাকাতের টাকা গ্রহণ করেন তাহলে তা তদাঁর জন্য হালাল হবে না। তাহলে তিনিও উপরে বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হয়ে পড়বেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে এহেন পরিণতি হতে হিফাজত করুন।

একটি প্রশ্ন : পূর্ববর্তী আলোচনায় বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কিছু না চাওয়াই উত্তম ও অনুমোদিত। কিন্তু দেখা গেছে অনেক উলামায়ে দ্বীন ও মাশায়েখ অন্যদের কাছে যাচাই করেছেন। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মকতুবাতে' লিখেছেন, শায়খ আবু সাঈদ খিরাজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি তীব্র ক্ষুধার সময় মানুষের কাছে খাদ্য চেয়েছেন এবং খাজা আবু হাফস হাদ্দাদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি প্রতিদিন মগরীব ও ইশার মাঝ বরাবর সময়ে কিছু মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে খাবার চেয়েছেন। হযরত খাজা সুফিয়ান সওরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সফরের সময় মানুষের কাছে খাবার চাইতেন। সুফীদের মহান গুরু হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বসরার জামে মসজিদে ই'তিকাফ করার সময় প্রতি তিন দিনে একবার ইফতার করতেন ও মানুষের কাছে খাবার চাইতেন।[৪১২]

[মহান ইমাম ও আরিফ আল্লামা মুনাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'তাইসীর শরহে জামেউস সগীর'-এ 'مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ الْجَمْرَ' শীর্ষক হাদিস শিরোনামে এ সকল বযুর্গ মাশায়েখদের হালত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ তাঁর পুস্তক পড়ে দেখতে পারেন।][৪১৩]

উত্তর : কোন কোন সময় মাশায়েখগণ কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইখতিয়ার করেছেন। তাঁদের সবার উদ্দেশ্য, অবস্থা ও লক্ষ্য ছিল উঁচু স্তরের ও অনন্যসাধারণ। আল্লাহর এ সকল মহৎ বান্দা শরীয়ত অনুমোদিত সময়ে প্রয়োজন বোধে অন্যের কাছে সাহায্য চেয়ে তিনটা কল্যাণ হাসিল করেছেন এবং সে সকল কল্যাণের ভিত্তিতে সাহায্য কামনা করেছেন।

[৪১২]. কূতুল কুলুব : কিতাবু হুকমুল মুসাফিরওয়াল মাকাসিদ ফিল আসফার, ২/৩৯৯
[৪১৩]. আত তাইসীর : ২/৪১৬

ফায়দা ১ : নফসের রিয়াজতের সময়। একবার হযরত খাজা শফিক বলখি রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর একজন মুরিদ মহান আরিফ শায়খ বায়েজিদ বোস্তামী রাহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে গিয়েছিল। আরিফ সে মুরিদকে তাঁর শায়খের হালত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মুরিদ বলল, তিনি মানুষের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্নকরণ পূর্বক আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে নির্জন বাস করছেন। শায়খ বায়েজিদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন, তোমার শায়খের কাছে এ বার্তা নিয়ে যাও যে, তিনি যেন দু'টুকরো রুটির জন্য আল্লাহকে পরীক্ষায় না ফেলেন। ক্ষুধার সময় তাওয়াক্কুলের মাদুর গুটিয়ে যেন কারো কাছে খাদ্য তালাশ করেন। মাটির ভেতরে ঢুকে যাওয়ার অবস্থাকে তিনি যেন ভয় করেন।

[আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল করা ফরজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"যদি তোমরা ঈমানদার হও তাহলে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রাখ।"[৪১৪]

অন্য এক আয়াতে আছে-

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

"মূসা বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাক,যদি তোমরা আত্মসমর্পনকারী হও, তবে তোমরা তাঁরই ওপর নির্ভর কর।"[৪১৫]

তাসাউফে একজন আরিফের জন্য এটা খুবই জরুরী যে তিনি দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন শুধুমাত্র সার্বভৌম আল্লাহ পাকের ওপর চূড়ান্ত বিশ্বাস স্থাপন করবেন, তাঁর ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করবেন ও তাঁর দিকে রুজু হবেন। তা হলে এ অবস্থায় একজন আরিফের পক্ষে তাওয়াক্কুলের মাদুর গুটিয়ে ফেলা কিভাবে সম্ভব? এ সম্ভাবনার নিয়ম হল হৃদয়ের তাওয়াক্কুল যা দ্রব্য সামগ্রীর প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে বস্তুগত প্রয়োজনকে প্রত্যাখ্যান করে না। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে খাদ্যের যে জৈবিক

[৪১৪]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত : ২৩
[৪১৫]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৮৪ .

চাহিদা তা তখন আত্মার পবিত্রতাকে কলুষিত করার সম্ভাবনা হতে থেকে রক্ষা করে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"সালাত শেষ হওয়ার পর দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় ও আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহর জিকির কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৪১৬]

একবার একজন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، أُرْسِلُ وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: بَلْ قَيِّدْ وَتَوَكَّلْ.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কি উটের লাগাম ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে বসে থাকব? তিনি বললেন, তোমার উট বেঁধে রাখ ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কর।"[৪১৭]

বিষয়টা অনেকটা এ রকম যে, কেউ পানির দিকে হাত বাড়াল আর আশা করল যে পানি তার মুখে চলে আসবে। কিন্তু তা কখনো হবার নয়। এভাবে পানি কখনো তার কাছে পৌঁছবে না। সাইয়্যেদুনা বায়েজিদ শায়খ শফিককে প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কারো কাছে খাদ্য সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে বলা চলে তা আল্লাহর কতিপয় বাধ্যতামূলক করণীয় ও নিষেধাজ্ঞার মত যেমন, সালাত ও যিনা। একই বিধান আত্মার ওপরও বর্তায়। আইন ও শৃঙ্খলার নিরিখে বলতে গেলে এ সকল বাধ্যবাধকতা ও নিষেধাজ্ঞা একই প্রকৃতির। এ সবও হয়েছে দ্বীনের প্রয়োজনে। যেমন- সবর, শোকর, বিনয় ও আন্তরিকতার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা এবং মন্দ, কুফর, অহঙ্কার ও অহমিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা। সাধারণ মানুষ যদি সামান্য তাকওয়াও অবলম্বন করে, তাহলে বাহ্যিক বাধ্যবাধকতা ও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে কিন্তু আত্মগত বাধ্যবাধকতা ও

[৪১৬]. আল-কুরআন, সূরা জুমা, আয়াত : ১০

[৪১৭]. ১. বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান*, باب التوكل والتسليم ২/৮০, হাদীস : ১২১১
২. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুয যুহদ, ৪/২৩২, হাদীস : ২৫২৫

নিষেধাজ্ঞা মেনে চলেনা। তারা সালাত আদায় করে বটে কিন্তু তজ্জন্য অহঙ্কারও করে। এ ধরনের লোকজন সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

"আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে তুমি শেষ বিচারের দিনে দেখতে পাবে, তাদের মুখমণ্ডল কালো বর্ণ ধারণ করেছে। জাহান্নাম কি অহঙ্কারীদের আবাস স্থল নয়?"[৪১৮]

পক্ষান্তরে আল্লাহর নেককার বান্দাগণ (ওলী-আল্লাহগণ) গভীরভাবে আত্মার সাধনা করেন এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে শরীয়তের বাধ্যবাধকতা ও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলেন। বাহ্যিকভাবে সকল আইন কঠোরভাবে মেনে চলার ফলে ধার্মিকতা অর্জিত হয় ও মানুষের বাহ্যিক আচরণ পরিশুদ্ধ হয়। কিন্তু মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পরিশুদ্ধ করা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বিষয় এবং তা অত্যন্ত কঠিন কাজও বটে। এ ক্ষেত্রে মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সত্তাকে আচার ব্যবহার অনুভব অনুভূতি ও নিয়তের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। মানুষ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার করতে গিয়ে একই সঙ্গে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টাও চালায়। শরীরকে আত্মার অধীন ও এর নিয়ন্ত্রণে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

"নিশ্চয়ই শরীরে এক টুকরো মাংস আছে। যখন তা পরিশুদ্ধ হয় তখন সমগ্র শরীর ভালো থাকে। কিন্তু যখন তা কলুষিত হয় তখন পুরো দেহই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সাবধান তার নাম ক্বলব।"[৪১৯]

বাহ্যিকভাবে মানুষের সাথে বেশি মেলামেশাও বাহ্যিক নানা কর্তব্য কাজে বিঘ্ন ঘটায় ও ব্যক্তির একাগ্রতাকে নষ্ট করে দেয়। মানুষ নির্জন বাস

[৪১৮]. আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৬০

[৪১৯]. বুখারী : *আস সহীহ*, কিতাবুল ঈমান, باب فضل من استبرأ لدينه ১/৩৩, হাদীস : ৫২

করলে অনেক সময় হাজার হাজার পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এ সকল পাপ বেশি মানুষের সান্নিধ্যে এসে আরো বেড়ে যেতে পারে। গণ মেলামেশা আত্মার পবিত্রতা নষ্ট করার মারাত্মক বিষ স্বরূপ। কিন্তু শরীয়া নির্দেশিত বাধ্যতামূলক মেলামেশা দোষনীয় নয়। যেমন- শরীয়তের মুফতি, মাদ্‌রাসা শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও মুয়াযযিন ও দ্বীনের প্রচার ও প্রসার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সাথে মেলামেশা দোষনীয় নয় বরং জরুরী।

একইভাবে একজন গরীব মানুষ তার কর্মক্ষেত্রে, একজন কৃষক, ডাক্তার বা ব্যবসায়ী স্ব স্ব কর্ম ও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানা লোকের সংস্পর্শে আসেন বা আসতে বাধ্য হন। এতে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য সাধন ও আত্মোন্নয়ন সাধনা বিঘ্নিত হতে পারে। যদিও এ সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব দুনয়ায় বেঁচে থাকার জন্য জরুরী তথাপি কোন মুসলিম, তিনি যে পেশারই হোন না কেন, আসমানী আইনের বিধি নিষেধ মেনে না চলে পারেন না। কারণ সে সব হচ্ছে দ্বীনের মৌলিক ও অপরিহার্য পালনীয় বিষয়। এ পালনীয় বিষয়ের মধ্যে অবস্থার গুরত্ব অনুযায়ী শরীয়াসম্মত উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ ও টাকা পয়সা যোগাড় করাও অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের সম্মানিত লেখক এর উক্তির মর্মার্থ এটাই। কিন্ত আজকালকার অলস, সম্পদশালী ও দুর্নীতিপরায়ণ পেশাদার মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি যাদের হৃদয় মৃত এবং শরীর নানা অবাধ্যতা ও পঙ্কিলতার ছোঁয়ায় কলুষিত তাদের বিষয় এখানে উদ্দেশ্য নয়। অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন ও একাগ্রতা সৃষ্টি দুরে থাক তারা শরীয়তের বাহ্যিকভাবে পালনীয় সাধারণ ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কেও অনবহিত ও এ সবের প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করে না। যেমন- সালাত, রোজা ও নৈতিকতা। এ বিষয়ে সতর্ক করা হলে তারা স্থূলতার আশ্রয় নেয় এবং বলে ভিক্ষাবৃত্তি ইসলামে সিদ্ধ। এবং এটাও ইবাদত। তারা উদ্ধৃতি দেয়, যারা সৎ জীবিকা উপার্জন করে তার আল্লাহর বন্ধু।

আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন! এটা সম্পূর্ণ হারাম। তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা শরীয়তের আইন কে অবজ্ঞা করে যা আরো বেশি নিন্দনীয়।]

ফায়দা ২ : মানুষকে তার আসল মর্যাদা ও প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। মহান সুফিসাধক হযরত আবু বকর শিবলী রাহমতুল্লাহি আলাইহি খুবই সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুরিদ হওয়ার পর তাঁর সকল সম্পদ বিলিয়ে দেন। তাঁর মুরশিদ কুতুবুল মাদার 'আরিফ বিল্লাহ শায়খ

জুনায়েদ আল বাগদাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে বললেন, "হে আবু বকর! তুমি ছিলে সিরিয়ার অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বাগদাদের রাস্তায় ভিক্ষা না কর, ততদিন পর্যন্ত তোমার আত্মা অহঙ্কার ও হঠকারিতা মুক্ত হতে পারবে না এবং তুমি তোমার প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থানও বুঝতে পারবে না।" প্রথম প্রথম লোকজন এককালে তিনি খুবই ধনী লোক ছিলেন এ বিবেচনায় তাঁকে কিছু কিছু টাকা পয়সা দান করত। কিন্তু সময় যতই অতিবাহিত হতে থাকল মানুষের সে বদান্যতা আর অবশিষ্ট থাকল না। তিনি বাগদাদের বাজারে বাজারে এক বছর ঘুরলেন, কেউ তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলনা, একটা টাকাও দিলনা। এ রকম শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি তাঁর মুরশিদের কাছে অভিযোগ করলেন। মুরশিদ তাঁক বললেন, "তোমার মর্যাদা ও অবস্থান এই যে, কোন মানুষ একটা ফুটো পয়সাও তোমার দিকে নিক্ষেপ করে না।" মুরশিদের এ শিক্ষা তাঁর মনের অর্গল খুলে দিল। তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর 'ইবাদতে নিয়োজিত হলেন।[৪২০]

[শরীয়ত নির্ধারিত বিধান ছাড়া কারো কাছে কোন কিছু চাওয়া বা ভিক্ষা করা হারাম। দরিদ্র , অক্ষম ও বঞ্চিত মানুষের জন্য ভিক্ষা করার অনুমতি আছে। হাদিস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কারো পক্ষে কোন সাহায্য চাইতে গেলে তা দাতাকে সরাসরি খুলে বলা জরুরী নতুবা তিনি ভাবতে পারেন এটা সে নিজের জন্যই চাচ্ছে। যদি এ ব্যাখ্যা না দেয়া হয় তাহলে পরিশেষে তাকে প্রত্যাখ্যাত হবার ভাগ্য বরণ করতে হবে। এ পরিণতি তার জন্য যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে কিংবা দোকানে দোকানে ঘুরে ভিক্ষা করে ও একে নিয়মিত পেশায় পরিণত করে। কিন্তু এরপর যদি সে মানুষকে বলে সে নিজের জন্য নয় বরং অন্য কোন দরিদ্র ব্যক্তি বা অন্য কোন কারণে এ সাহায্য ভিক্ষা করছে তাহলেও দাতারা তার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না বরং একে ঘৃণার চেখে দেখবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বাজে ধারণা পোষণ করবে। যদি শুরুতে এ সম্পর্কে আসল কথা বলে দেয়া হয় তাহলে তাকে এ লজ্জাজনক অবস্থার শিকার হতে হবে না। দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন হক্কানী মাশায়েখগণ যাঁদের ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন পূরণের প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা ধনীদের দান গ্রহণ করতেন ও গোপনে তা হতভাগ্য দরিদ্র ও ভূখা নাঙ্গা মানুষের মাঝে বিলি করতেন। এতে তাঁরা দু'টো উপকার ভোগ করতেন।

---

[৪২০]. *কাশফুল মাহযুব* : باب آداهم في السوال وتركه পৃষ্ঠা : ৪০৫-৪০৬

প্রথমতঃ গরীবদের দান সদকা করা, দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষা বৃত্তির মাধ্যমে নিজের অহংবোধকে ধ্বংস করা। আমি মাশায়েখদের বিষয়ে এ কথাই বুঝি। প্রকৃত সত্য সর্বশক্তিমান সর্ব জ্ঞাতা আল্লাহই জানেন।]

ফায়দা ৩ : নীতিগতভাবে এ কথা মেনে নিতে হবে পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলীতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। মানুষ হচ্ছে সম্পদের সংরক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপক। সামান্য বস্তুর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা কিংবা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করা সমীচীন নয়।

সুফীদের মহান গুরু, শায়খ ইয়াহইয়া রাজি রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মায়ের কাছে একটা জিনিষের প্রার্থনা করেছিলেন। মা বললেন, আল্লাহর কাছে চাও। তিনি বললেন, "হে মমতাময়ী মা! আল্লাহর কাছে এত ক্ষুদ্র জিনিষ চাইতে আমি লজ্জাবোধ করি। যা আপনার কাছে আছে তাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর। তাই আপনার কাছে চেয়ে আমি প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর কাছেই চাচ্ছি। কিন্তু আল্লাহর কাছে সরাসরি এত তুচ্ছ জিনিষ চাইতে আমি লজ্জাবোধ করছি।" প্রকৃত সত্য সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞাতা আল্লাহই ভালো জানেন।

[৭ম অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত নীতিমালার কতিপয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী কারো কাছে কোন কিছু চাওয়া যদি বৈধ হয়ে থাকে তাহলে তা পুরোপুরি বর্জন করতে বলা হয়নি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরী যে, যে দাতার কাছে চাওয়া হয়-সে মাধ্যম মাত্র। প্রকৃত অভাব মিটানোর মালিক ও রিজিকদাতা হচ্ছেন রহমানুর রহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।]

উপসংহার

সালাতুল হাজাত আদায় করার কতিপয় পদ্ধতি

এ অধ্যায়ে সালাতুল হাজাত আদায় করার ১০টি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন মূল লেখক ও অবশিষ্ট ৭টি পদ্ধতির কথা আমি সংযোজন করেছি।

পদ্ধতি ১ : নতুন ও যথাযথভাবে অজু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। সালাম ফেরানোর পর এ দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ ﷺ الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَقْضِيْ حَاجَتِيْ.

এরপর আল্লাহর পাক দরবারে নিজের আরজু পেশ করবে। সহীহ হাদিস শরীফে বর্ণিত চমৎকার দোয়াসমূহের মধ্যে এ দোয়া অন্যতম।

[একবার একজন অন্ধ সাহাবী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক দরবারে এসে তাঁর অন্ধত্বের জন্য অভিযোগ উত্থাপন করলেন। তিনি তাঁকে উক্ত দোয়াটি শিক্ষা দেন। সাহাবী মসজিদে গিয়ে দোয়াটি পড়লেন। আল্লাহর অসীম রহমতে কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি এমনভাবে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনদিন অন্ধই ছিলেন না। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে খুজাইমাহ, তাবরানী, হাকেম এবং বায়হাকী এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি বলেন, বুখারী ও মুসলিমের নীতিমালা অনুযায়ী এ হাদিসটি সহীহ। আবুল কাসিম তিরমিজি, ইমাম বায়হাকী, ইমাম মুনযারি ও অন্যান্যদের মতে এ হাদিসটি সহীহ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। যদিও হাদিস শরীফে ইয়া মুহাম্মাদু বলা হয়েছে, এখানে ইয়া রাসূলুল্লাহ পড়া উচিত। কারণ উলামায়ে কিরামের মতে আল্লাহর মহান নবীকে ব্যক্তিগত নামে ডাকা উচিত নয়। তাঁর মহান মর্যাদা ও আদব রক্ষার খাতিরে এ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আলিমগণ বলেন, এমনকি হাদিস শরীফেও উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর গুণবাচক নাম দ্বারা জাতবাচক নাম পরিবর্তন করা উচিত। এ সম্পর্কে আমার একটি বইতে تجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তাই মূল লেখক 'يَا مُحَمَّدُ' এর স্থলে 'يَا رَسُولَ اللهِ' উল্লেখ করেছেন।

এ দোয়াটি পড়ার পূর্বে ও পরে আল্লাহর প্রশংসামূলক হামদ ও দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। এবং আমীন বলে দোয়া শেষ করা উচিত। দোয়ার

বিষয়ে যে আদবসমূহের কথা এ বইতে বলা হয়েছে তা অনুসরণ করবে। সকল আদব এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোতে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এগুলোর অনুশীলনে যথাযথ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে ও কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে প্রয়োজনবোধে শিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণ উলামায়ে কিরামের সাথে আলাপ করবে।]

পদ্ধতি ২ : সাইয়্যেদুনা ওয়াহিব ইবনে ওয়ার্দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইমাম নুমাইরী ও ইমাম ইবনে বাশাখওয়াল বর্ণনা করেছেন, ১২ রাকাত নফল নামায এমনভাবে আদায় করবে যেন প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসি ও একবার সুরা ইখলাস পড়া হয়। এরপর প্রতি সিজদার সময় এ দোয়াটি পড়বে-

سُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لاَ يَنْبَغِيْ التَّسْبِيْحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ ذِيْ الْمَنِّ وَالْفَضْلِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ ذِي الْعِزِّ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِيْ الطَّوْلِ وَالنِّعَمِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَبِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الأَعْظَمِ وَجَدِّكَ الأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ كُلِّهَا لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

এরপর নিজের ইচ্ছার কথা জ্ঞাপন করবে। কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করবেনা। দয়াময় আল্লাহ তা কবুল করবেন। সাইয়্যিদুনা ওয়াহিব বলেন, এটা তাঁর কাছে পুর্ববর্তী বুযর্গদের মাধ্যমে এসেছে। কোন অজ্ঞ ও হঠকারী লোককে এটা শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে কঠোর নিষেধ আছে কারণ তারা এটাকে অবৈধ স্বার্থ অর্জনে ব্যবহার করবে।[৪২১]

পদ্ধতি ৩ : ইমাম আবদুর রাজ্জাক সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি চায় যে আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করুন, তাহলে সে যেন নতুন ও যথাযথভাবে অজু করে নির্জন কক্ষে ৪ রাকাত নফল নামায আদায় করে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১০বার সুরা ইখলাছ

[৪২১]. গাজ্জালী : *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, কিতাবু আসরারিস সালাত, ১/২৭৮

পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে ২০ বার, তৃতীয় রাকাতে ৩০ বার ও চতুর্থ রাকাতে ৪০ বার পড়বে। নামায শেষে আরো ৫০ বার সুরা ইখলাছ পড়বে এবং নিচের দোয়াটি ৭০ বার পাঠ করবে-

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

কেউ যদি ঋণগ্রস্ত হয় সে ঋণমুক্ত হবে। কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে আল্লাহ তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। কারো যদি আসমান বরাবর পাপে পূর্ণ হয়ে যায় ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কেউ সন্তান কামনা করলে আল্লাহ তাকে সন্তান দান করবেন এবং যে দোয়া করে তা কবুল করবেন। যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেনা আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন।

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, কোন নির্বোধ লোককে এ দোয়া শিক্ষা দেবে না কারণ তারা এর অপব্যবহার করবে।

এ ৩টি পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় লেখক বর্ণনা করেছেন। আমি বাকী ৭ টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করছি।

পদ্ধতি ৪ : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুসনাদে হযরত সাইয়্যেদুনা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

"যে কেউ সুন্নাহ মোতাবেক যথাযথভাবে অজু করে সে যেন দু'রাকাত নফল নামায আদায় পূর্বক দু'রাকাত সালাতুল হাযাতের নিয়ত করে। (প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করবে।) নামাযে ফরজ ও সুন্নতগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে ও হুজুরী ক্বলব নিয়ে নামায পড়বে। অতঃপর পরিপূর্ণ কাকুতি মিনতি সহকারে দয়াময় আল্লাহর কাছে নিজের আবেদন পেশ করবে। তিনি শীঘ্র হোক বা দেরিতে হোক তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।"[৪২২]

[৪২২]. আহমদ বিন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, মুসনদুল কাবায়েল, হাদীসে আবু দারদা, ১০/৪১৯, হাদীস : ২৭৫৬৭

ইমাম হাফিজ ইবনে হাযর আসকলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতি রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।[৪২৩]

পদ্ধতি ৫ : তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুজাইমাহ এবং হাকিম সাইয়্যেদুনা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي فَقَالَ كَبِّرِي اللهَ عَشْرًا وَسَبِّحِي اللهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ يَقُولُ نَعَمْ نَعَمْ.

"একদিন সকালে তাঁর মা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা হাবিবে করিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে এমন কিছু দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি সালাতে পড়তে পারি। প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি দশবার দশবার করে আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবর পড়বে অতঃপর আল্লাহর কাছে দোয়া করবে এবং আল্লাহ বলবেন, نَعَمْ نَعَمْ، (হ্যাঁ, হ্যাঁ) (কবুল করলাম)।[৪২৪]

ইমাম তিরমিজি এ হাদিসকে হাসান বলেছেন। ইবনে খুজাইমাহ ও ইবনে হাব্বানও একই কথা বলেছেন। তবে ইমাম হাকিম বলেছেন, এটা মুসলিম হাদিসের সহীহ হাদিসের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

উক্ত নামায পড়ার তরতীব নিম্নরূপ : পরিপূর্ণভাবে অজু করবে। অতঃপর অতি মনোযোগের সাথে ২ রাকাত সালাতুল হাযাত পড়বে। কা'দার বৈঠকে দরূদ শরীফ পাঠ শেষে দশবার দশবার করে আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবর পড়বে। এরপর নামাযের নিয়মের পরিপন্থি না হয় এমন দোয়া পাঠ করবে। এরকম দোয়ার উদাহরণ :

[৪২৩]. সূয়ূতী : *আল-লাআলিল মাসনূআহ*, কিতাবুস সালাত, ২৮৪১

[৪২৪]. ১. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুল ভিতির, باب ماجاء في صلاة التسبيح ২/২৩, হাদীস : ৪৮০

২. হাকেম : *আল-মুসতাদরক*, باب صلاة حفظ...الخ ১/৬২৬, হাদীস : ১২৩২

৩. ইবনে খুজাইমা : *আস সহীহ*, কিতাবুস সালাত, باب اباحة التسبيح...الخ ২/৩১, হাদীস : ৮৫০

أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَاتِي كُلَّهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا كَانَ مِنْهَا لِي خَيْرًا وَلَكَ رِضًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! آمِينْ.

পদ্ধতি ৬ : তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, এবং হাকিম সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

"যে আল্লাহর কাছে বা অন্য কারো কাছে কিছু চায় সে যেন ভালোভাবে অজু করে দু'রাকাত নামায পড়ে।এর পর আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করবে ও তোমাদের নবীর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তারপর বলবে, (উপরোক্ত দোয়াটি)।"[৪২৫]

পদ্ধতি ৭ : ইমাম আসবাহানী সাইয়্যেদুনা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী আল মরতুজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, "আমি কি তোমাকে এমন এক দোয়া শিক্ষা দেবনা যা কঠিন বিপদাপদ ও দুর্দশার সময় ব্যবহার করা যাবে? আল্লাহর রহমতে তোমার দোয়া কবুল হবে ও দুঃখ কষ্ট লাঘব হয়ে যাবে। ভালোভাবে অজু করার পর দু' রাকাত নামায পড়বে। অতঃপর আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করবে ও তোমাদের নবীর ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে, নিজের ও

[৪২৫]. ১. তিরমিযী : *আস সুনান*, কিতাবুল ভিতির, باب ماجاء في صلاة الحاجة ২/২১, হাদীস : ৪৭৮

২. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, কিতাবু একামাতিস সালাত, باب ماجاء في صلاة الحاج ২/১৫৫-১৫৬, হাদীস : ১৩৮৪

সকল মুসলিম নর নারীর গোনাহের জন্য ইসতিগ্‌ফার করবে। অতঃপর এ দোয়া পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اَللّٰهُمَّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُفْرِجَ الْهَمِّ مُجِيْبَ الدَّعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ أَدْعُوْكَ رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا فَارْحَمْنِيْ فِي حَاجَتِي هٰذِهِ لِقَضَائِهَا وَنُجَاحِهَا رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.[৪২৬]

পদ্ধতি ৮ : ইমাম হাকিম সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে অথবা দিনে ১২ রাকাত নামায পড়বে। প্রতি দ্বিতীয় রাকাতে আত্তাহিয়াতু পড়বে। শেষ আত্তাহিয়াতুর (১২ রাকাতের পর) পর আল্লাহর প্রশংসা করবে, তোমাদের নবীর ওপর দরূদ পেশ করবে। অতঃপর সিজদায় গিয়ে ৭বার সূরা ফাতিহা, ৭ বার আয়াতুল কুরসি এবং ৭বার এ দোয়া পড়বে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

তারপর বলবে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الأَعْظَمِ وَجَدِّكَ الأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ.

এরপর নিজের হাযত পেশ করবে এবং সিজদা থেকে ওঠে দু'দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

কোন নির্বোধ লোককে এ দোয়া শিক্ষা দেবেনা; কারণ তারা এর অপব্যবহার করবে এবং এমন দোয়া করবে যা কবুল হবে।

[৪২৬]. *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, কিতাবুন নওয়াফেল, باب الترغيب في صلاة النوافل ১/২৭৪, হাদীস : ৩

ইমাম আহমদ বিন হারব, ইমাম ইবরাহিম বিন আলী, ইমাম আবু জাকারিয়া এবং ইমাম হাকিম রাহমতুল্লাহি আলাইহিম বলেছেন, তাঁরা এ দোয়া অনুশীলন করে আশ্চর্য রকম ফল পেয়েছেন।[৪২৭]

ইমাম আহমদ রেযা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নাজুক পরিস্থিতিতে আমি কয়েকবার এ পদ্ধতি অনুশীলন করেছি , প্রত্যেকবারই তীর লক্ষ্যভেদ করেছে। একবার এক আত্মীয় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকে তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। একদিন তার সখরাতের লক্ষণ প্রকাশ পেল। সবাই কাঁদতে শুরু করল। আমি তাদেরকে কান্নারত অবস্থায় রেখে দয়াময় আল্লাহর দরবারে নিজেকে পেশ করলাম। আমি সালাতুল হাজাত আদায় করে অসুস্থ ব্যক্তির বাড়িতে ছুটে গেলাম। পথিমধ্যে আমি ভেবেছিলাম তাকে গিয়ে মৃত দেখতে পাব। কিন্তু যখন তার কাছে পৌঁছি দেখি সে আল্লাহর মেহেরবানীতে ওঠে বসেছে এবং পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলছে। তাকে দেখা গেল সুস্থ। কিছু দিনের মধ্যে সে তার শারীরিক শক্তি ফিরে পেল ও স্বাভাবিক চলা ফেরা শুরু করল। আল হামদুলিল্লাহ!

অতিরিক্ত উপকার

ইমাম ইবনে আসাকির রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত সাইয়্যেদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে এ হাদিসটি সামান্য পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন।[৪২৮] (তিনি বলেছেন) ১২ রাকাত নামাযের প্রথম সিজদায় সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী ও উপরিউক্ত কালিমা পড়বে। শেষ সিজদায় 'اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ' শীর্ষক দোয়া পড়বে এবং ১২ তম রাকাতে আত্তাহিয়াতুর পর কোন অতিরিক্ত সিজদা করবেনা।

আলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে 'اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ' পড়া নিষেধ। তাঁরা এ অংশটুকু পড়তে বারণ করেছেন।

ফিকহার প্রসিদ্ধ কিতাব, যথা- হিদায়া, ওয়াকিয়া, তানভিরুল আবসার, দুররে মুখতার, শরহে জামে সগীর, ইমাম ক্বাদি খান তামারতাসি এবং মেহবুবি প্রভৃতিতে উক্ত বাক্যাংশ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, এ

[৪২৭]. *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, কিতাবুন নওয়াফেল, باب الترغيب في صلاة النوافل ১/২৭৪, হাদীস : ৪

[৪২৮]. ইবনে আসাকির : ৩৬/৪৭১

অংশটুকু মকরুহে তাহরিমি এবং হারামের কাছাকাছি।[৪২৯] আল্লামা ইমাম আমীর উল হক রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর হিলয়াতে[৪৩০] এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাই এ হাদিস ও আসাকির বর্ণিত হাদিসটি দুর্বল, তা বর্ণনা না করা উচিত। তাই সালাতুল হাজাতের এ পদ্ধতি অবলম্বনের সময় এ অংশটুকু পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অধিকন্তু আমার মন্তব্য হচ্ছে- সিজদা, ক্বাদা ও ক্বিয়ামে ছাড়া নামাযের অন্য অংশে কুরআন থেকে তিলওয়াত করা হাদিস ও ফিকহার কিতাবসমূহে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৩১] কেউ যদি অনিচ্ছায় তা পড়ে তবে সহু সিজদা দিতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে পড়লে নামায পূনরায় আদায় করতে হবে।[১১৪] তাই এখানে সিজদায় যে সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী পড়তে বলা হয়েছে তা তিলওয়াত হিসাবে নয়; বরং আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশের কায়দা হিসাবে পড়তে হবে।

দ্বিতীয়তঃ মনে রাখতে হবে সাধারণ নফল নামাযে দু'রাকাতকে এক একটি আলাদা একক হিসাবে গণ্য করতে হবে। তাই প্রতি দু'রাকাত শেষে আত্তাহিয়াতুর পর দরূদ ও দোয়া পাঠ করতে হবে এবং প্রতি তৃতীয় রাকাতে ছানা ও তাআ'উজ (আউজু বিল্লাহ) পড়তে হবে।[৪৩২]

আমার আরো বক্তব্য হচ্ছে- দিনে একসাথে (নিয়তে) চার রাকাতের বেশি ও রাতে আট রাকাতের বেশি নামায পড়া মাকরূহ। দিনের বেলা নামাযের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে সাধারণ ঐক্যমত আছে। রাতের বেলা সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম শামসুল আয়িম্মা সারকাশী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এক নিয়তে ৮ রাকাতের বেশি নামায পড়াকে মকরুহ মনে করেন না।[৪৩৩] ফতোয়ায়ে খোলাসায় এটাকে জায়েয বলা হয়েছে।[৪৩৪] তাই এ নামায রাতেই

[৪২৯]. ১. *হেদায়া* : কিতাবুল কেরাহিয়া, مسائل متفرقة ২/৩৮০

২. *তানভিরুল আবসার ও আদ দুররুল মুখতার*, কিতাবুল হযরে ওয়ালএবাহাহ, فصل في البيع ৯/৬৫১

৩. *রদ্দুল মুহতার* : কিতাবুল হযরে ওয়ালএবাহাহ, فصل في البيع ৯/৬৫১-৫২

[৪৩০]. আল-হিলবাহ : الفصل الثالث عشر في صلاة الحاجة ২/৫৭৬

[৪৩১]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুস সালাত, باب النهي عن قراءة القرآن..الخ পৃষ্ঠা : ২৪৯, হাদীস : ৪৮০

২. বাদায়ে আস সানায়ে' : কিতাবুস সালাত, بيان ما يستحب وما يكره في الصلاة ১/৫১১

[৪৩২]. *আদ দুররুল মুখতার*, কিতাবুস সালাত, ২/৫৫২

[৪৩৩]. *আল-মাবসূত* : কিতাবুস সালাত, باب مواقيت الصلاة ১/৩১২

[৪৩৪]. *খুলাসাতুল ফতোয়া* : কিতাবুস সালাত, ১/৬১

পড়া উচিত।[৪৩৫] যাতে অনুমোদিত পন্থা অবলম্বন ও মকরুহ পন্থা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

পদ্ধতি ৯ : ইমাম হাফিজ আবু আল ফারাজ ইবনে জওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়্যেদ আবান ইবনে আবি আয়াশ সূত্রে সাইয়্যেদুনা মালিক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ عَاجِلَةٌ أَوْ آجِلَةٌ فَلْيُقَدِّمْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاهُ صَدَقَةً وَلْيَقُمْ الْاَرْبَعَاءُ وَالْخَمِيْسُ وَالْجُمْعَةُ ثُمَّ يَدْخُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَى الْجَامِعِ فَيُصَلِّ اِثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي عَشْرَ رَكْعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدُ مَرَّةً وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ عَشْرُ مَرَّاتٍ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدُ مَرَّةً وَخَمْسِيْنَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ، فَلَيْسَ يَرُدُّهُ مِنْ حَاجَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ آجِلَةٍ إِلَى قَضَاهَا اللهُ تَعَالَى لَهُ.

"যে কারো আল্লাহ তা'আলার কাছে দুনিয়া অথবা আখিরাতের কোন ইচ্ছা পূরণ করতে চায় তার উচিত প্রথমে সদকা দেয়া, অতঃপর বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোজা রাখা। শুক্রবার মসজিদে গিয়ে ১২ রাকাত সালাতুল হাজাত আদায় করা। প্রথম ১০ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১০ বার আয়াতুল কুরসী পড়া, বাকী ২ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ৫০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করা। অতঃপর আল্লাহর কাছে দোয়া করা। তিনি দুনিয়া আখিরাতের প্রত্যাশা পূরণ করবেন।"[৪৩৬]

পদ্ধতি ১০ : ইমাম আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী বিন জারীর লাখমি শাতনুফি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'বাহজাতুল আসরার'-এ প্রামাণ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন সাইয়্যেদুনা গাউসুল আযম রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

[৪৩৫]. আলহামদুলিল্লাহ! ইমাম আসাকির এর বর্ণনা আমার মতকে সমর্থন করে। এ নামায পড়ার সময় নির্ধারিত হয়েছে মাগরীবের পর।

[৪৩৬]. ইবনুল জওযী : *আল মওদুআত*, باب صلاة لقضاء الحوائج ২/১৪১

مَنِ اسْتَغَاثَ بِي فِي كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ، وَمَنْ نَادَانِي بِاسْمِي فِي شِدَّةٍ فَرِّجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي حَاجَةٍ قَضَيْتُ لَهُ.

"যে বিপদের সময় আমার সাহায্য চায় তার বিপদ দূর করা হবে। যে দুঃখ কষ্টের সময় আমার নাম ধরে ডাকে তার কষ্ট মোচন করা হবে। যে আমার নামের উসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে চাইবে তার প্রত্যাশা পূরণ করা হবে।"[৪৩৭]

এবং যে কেউ প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১১ বার সূরা ইখলাস পাঠ করে ২ রাকাত নফল নামায আদায় করবে ও সালাম ফিরানোর পর দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং ইরাকের দিকে ১১ পদক্ষেপ অগ্রসর হয়ে প্রত্যেক পদক্ষেপে আমাকে স্মরণ করবে ও নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা উচ্চারণ করবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার প্রত্যাশা পূরণ করবেন।[৪৩৮]

আয়িম্মায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই এ সালাতের কথা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম ইবনে জাহদাম, ইমাম ইয়াফেয়ী, মোল্লা আলী ক্বারী, এবং শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রয়েছেন। তাঁরা শুধু এ নামাযের কথা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি বরং তা অনুশীলনও করেছেন। তাঁদের কিতাবে সে কথা লিপিবদ্ধও করেছেন। আমি এ সালাত সম্পর্কে পুরোদস্তর গবেষণা করেছি, সেখানে আমি এর স্বপক্ষে প্রামাণ্য দলিল দিয়েছি এবং এ নামাযের বিষয়ে সকল সংশয় অপনোদন করেছি। রচনার সমাপনী বছর অনুযায়ী আমি এর নাম দিয়েছি أنوار من يم صلاة الأسرار উর্দু সংস্করণ ১৩০৫ হিজরি। আমি এর একটা আরবী সংস্করণও বের করেছি। এতে সব নিয়ম কানুন, এর ফলাফর ও মাশায়িখগণের অনুসৃত তরতীব অনুযায়ী তা আদায়ের তরিকা বর্ণনা করেছি। আমি এরও নাম দিয়েছি সমাপনী বছর অনুযায়ী। أزهار الأنوار من صبا صلاة الأسرار (১৩০৫ হিজরি)।

শরীয়তের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এ নামায জায়েয কিনা এবং এর প্রবর্তন ও অনুশীলনকারীদের বিনম্র নিবেদন সম্পর্কে যাঁরা জানতে চান তাঁরা

৪৩৭. *বাহজাতুল আসরার* : ذكر فضل أصحابه وشرائعهم পৃষ্ঠা : ১৯৭

৪৩৮. মাশায়িখদের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত সালাত। এ সালাতকে সালাতুল আসরার ও সালাতুল গাউসিয়া বলা হয়।

প্রথমোক্ত বইটি ও যাঁরা সঠিক নিয়ম অনুযায়ী এ সালাত আদায় করতে চান তাঁরা দ্বিতীয় বইটি পাঠ করে দেখতে পারেন।

তবে সালাতুল হাজাত আদায়ের এ ১০টি পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে ১, ৪, ৫ ও ১০ নং পদ্ধতি এবং এসব পদ্ধতি প্রামাণ্য হাদিস কর্তৃক সমর্থিত। আবার এ ৪টির মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ১ নং পদ্ধতি। মহান মুহাদ্দিসগণ একমত হয়ে এ পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছেন। মহান মুহাদ্দিসগণ সকলে একমত হয়ে এগুলোর শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। ইমাম তিরমিজি রাহমতুল্লাহি আলাইহি ৫ম পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন এবং ইমাম হাকিম রাহমতুল্লাহি আলাইহি তার সত্যায়ন করেছেন। ৪র্থ পদ্ধতিটি অনুমোদিত ও এর পরবর্তী স্থান হচ্ছে ১০ নং পদ্ধতির। প্রথম ৩টি পদ্ধতি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা সমর্থিত এবং ১০ নং পদ্ধতি হচ্ছে আওলাদে রাসূল হযরত আবদুল কাদির জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক স্বীকৃত। মান অনুযায়ী পরবর্তী পদ্ধতিগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৬,৭, ৮ ও সবশেষে ৯। প্রাথমিক যমানার উলেমা ও প্রখ্যাত হাদিসবেত্তাগণের মতে ফযিলত লাভের জন্য জয়ীফ হাদিসের ওপরও 'আমল করা যায়।

নোট : আমার মুরশিদে কামিল, শায়খুত তরীকত, দয়ার সাগর, উলামা ও আওলিয়াগণের ইমাম, রোজ হাশরে আমার ক্রাণকর্তা, আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী সাইয়্যেদুনা মাওলানা, সাইয়্যেদ আলে রাসূল আহমদী আল হুসাইনী কাদিরী বরকতী মহান উলামা ও প্রখ্যাত মাশায়িখ গণের বর্ণিত সব কটি পদ্ধতির সালাতুল হাজাত আদায়ের ইজাযত আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহর অপার মেহেরবানীতে এ বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে আলোচনার অনুমতিও আমার মহান মুরশিদ আমাকে দিয়েছেন। সালাতুল হাজাত সম্পর্কে সবকিছু লিখতে হলে আমাকে পূর্ণাঙ্গ একটা পুস্তক রচনা করতে হবে। কিন্তু তাও যথেষ্ট বলে আমার কাছে মনে হয় না। এ সম্পর্কে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল হাদিস রয়েছে সেগুলোর বর্ণনাতেও কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনা করা যাবে।

কিন্তু এ কথা অত্যন্ত পরিস্কার যে, মহান গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বসাধারণের কাছে দোয়ার আদব ও গুরুত্ব তুলে ধরা, কোন ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক বই রচনা নয়। তাই তিনি তাঁর বর্ণনা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছেন। আর যেখানে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়েছে সে ক্ষেত্রে আমি তা সংযোজন করেছি। এ সংযোজনও লেখকের

অন্যান্য বই থেকে তথ্য নিয়ে রচনা করা হয়েছে। এতে প্রমাণ হয় যে, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করা। তবুও কোথাও কোথাও বর্ণনা দীর্ঘ হওয়ায় ও উপসংহার অধ্যায় যোগ করায় এ বইটা মূল বই থেকে কিছুটা আকারে বড় হয়েছে।

যাই হোক, আমরা সবিশেষ বিনয় ও আরজু সহকারে এ কথা বলে শেষ করছি যে, মহান রাব্বুল আলামীন, মহান দয়ালু ও দাতা, ক্ষমাশীল, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সার্বভৌম ও সকল জাহানের মালিক আল্লাহ তা'আলা, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, সকল প্রিয় বান্দাদের মাওলা, উম্মাহর সুপারিশকারী সাইয়্যেদুনা মাওলানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রিয় আওলাদ, গাউসে পাক সাইয়্যেদুনা মুরশেদুনা শায়খ সৈয়দ 'আবদুল কাদির জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির উসিলায় মহান লেখকের এ বই ও এ অধম বান্দার সংযোজন ও অন্যান্য যারা এ বইকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন তাদের সবাইকে কবুল করেন। আল্লাহ সুবহানু তা'আলা নিজ দয়ায় সন্তুষ্টির সাথে তাঁর শাহী দরবারে এ বইকে যেন গ্রহণ করেন এবং আগে হোক বা পরে হোক মুসলিম উম্মাহর সবাইকে এ বই থেকে সর্বাধিক সম্ভব কল্যাণ হাসিল করার তওফিক দান করেন। আমীন!

PDF BY SYED MOSTAFA SAKIB -[29MB)
RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
SUNNIPEDIA.BLOGSPOT.COM (20MB)